শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ সরস্বতী বিরচিত

তত্ত্বানুসন্ধান

মূল সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদ এবং সামবেদীয় আরুণি উপনিষৎ
সানুবাদ এবং কতিপয় গ্রন্থকারের পরিচয় সম্বলিত।

পরিব্রাজক
শ্রীমৎ স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সঙ্কলিত

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মচক্র
বেলুড়

বিষয়—সূচী

পত্রাঙ্ক

প্রথম পরিচ্ছেদ	...	...	১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	...	...	২৬
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	...	...	৬১
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	...	...	৮২
পরিশিষ্ট			
কতিপয় গ্রন্থকারের পরিচয়	...	...	১১৪
আরুণি উপনিষৎ (বঙ্গানুবাদ)	...	...	১২৮
সংস্কৃত অংশ			
প্রথম পরিচ্ছেদ	...	...	১৩৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	...	...	১৫১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	...	...	১৬৭
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	...	...	১৭৭
আরুণি উপনিষৎ (মূল)	...	...	১৯৪

গ্রন্থ-মর্ম

অন্তঃপুরে অনুসন্ধান করিলে তত্ত্বজ্ঞান হয়। তত্ত্বানুসন্ধান অর্থে স্বরূপানুসন্ধান, আত্মানুসন্ধান বা ব্রহ্মানুসন্ধান। নিম্নোক্ত ভজনে উক্তভাব প্রতিধ্বনিত।

আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও না মন কারো ঘরে।
যা চাবি তা বসে পাবি, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥
পরম ধন সে পরশমণি, যা চাবি তা দিতে পারে।
ওরে কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচ-দুয়ারে॥
শ্লোকার্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ।
ব্রহ্মসত্যং জগৎ মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব না পরঃ॥

কোটিগ্রন্থে যাহা কথিত, তাহা অর্ধশ্লোকে বলিব। ব্রহ্মসত্য, জগৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা ও জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, অন্য বস্তু নহে। "পঞ্চ ভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম পড়ে কাঁদে"। কঠ উপনিষদে (১।৩।১১) শ্লোকে আছে।—

মহতঃ পরম ব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥

মহৎ (হিরণ্যগর্ভ) হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ। অব্যক্ত হইতে পুরুষ শ্রেষ্ঠ। অক্ষর পুরুষ অপেক্ষা অন্য কোন শ্রেষ্ঠ বস্তু নাই। পরম পুরুষ বা ব্রহ্মই পরাকাষ্ঠা, পরাগতি।

মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।৯) এই শ্লোকদৃষ্ট হয়।

হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্।
তৎশুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ তদ্ যদ্ আত্মবিদো বিদুঃ॥

জ্যোতির্ময় শ্রেষ্ঠকোশ (কোশতুল্য হৃদয় পদ্ম) মধ্যে বিরজ নিষ্কল ব্রহ্ম বিরাজিত। ব্রহ্ম জ্যোতির জ্যোতিঃ, শুভ্রজ্যোতিঃ। কেবল আত্মবিৎগণ ব্রহ্মদর্শন করেন।

জীবাত্মার অজ্ঞান নিবৃত্তিপূর্বক সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতিকে

মোক্ষ বলে। ব্রহ্মলোকাদি ঊর্দ্ধলোক প্রাপ্তি মোক্ষ নহে। বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তিও মোক্ষরূপে গণ্য নহে। ব্রহ্মলোক বা বিষ্ণুলোক হইতেও পুনর্জন্ম হয়, মর্ত্যে নামিতে হয়। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে চিরতরে জন্মমৃত্যুরূপ সংসৃতি নিরুদ্ধ হয়। ত্রিতাপ তিরোহিত হয় এবং আত্যন্তিক অতীন্দ্রিয় সুখ লাভ হয়।

শ্রুতিতে আছে, জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যম্। আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা কৈবল্য লাভ হয়, প্রকৃতির পাশ ছিন্ন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য স্বপত্নী গার্গীকে বলিতেছেন, যো বা এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ। অথ য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি সঃ ব্রাহ্মণঃ।

হে গার্গি, যিনি এই অক্ষর ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি কৃপণ। আর যিনি ব্রহ্মপুরুষকে স্বাত্মরূপে জানিয়া ইহলোক হইতে গমন করেন, তিনি ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ অর্থে ব্রহ্মজ্ঞ, ব্রহ্মবেত্তা। যেমন কৃপণ মানুষ নিজ ধনাদি সম্ভোগ করে না, তদ্রূপ প্রাকৃত মানুষ ব্রহ্মানন্দ লাভে সচেষ্ট হয় না। ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষই ব্রহ্মানন্দের অধিকারী।

ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধই বেদাদি সর্বশাস্ত্রের সারমর্ম। ইহা অবগত না হইলে দুর্লভ নরজন্ম ব্যর্থ হয়। জীব ও ব্রহ্মের ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইলে ব্রহ্মলাভ হয়। শ্রুতিতে আছে, 'দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতি'। দ্বিতীয় বস্তু হইতেই ভয় জন্মে, দ্বিতীয় বস্তু না থাকিলে জ্ঞানী অভীঃ প্রাপ্ত হন। উপনিষদে আছে, সবং খলু ইদং ব্রহ্ম। এই সমস্ত দৃশ্য জগৎ ব্রহ্মই। নামরূপাত্মক প্রপঞ্চ মিথ্যা। সর্বভূতে ব্রহ্ম দর্শন হইলে দ্বিতীয় বস্তু থাকে না, ভয়ও হয় না। ভেদদর্শী মানুষ ভয়প্রাপ্ত হয়, সংসৃতি নিরোধে অক্ষম হয়। যাহা লাভ করিলে অন্যলাভ অধিক মনে হয় না এবং মৃত্যুভয়ে ও গুরুদুঃখে বিচলিত হইতে হয় না, তাহাই ব্রহ্মলাভ।

চতুর্বেদের মৌলতত্ত্ব নিম্নোক্ত মহাবাক্য চতুষ্টয়ে অভিব্যক্ত।

ঋগ্বেদের মহাবাক্য প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম, অর্থে ব্রহ্ম প্রজ্ঞান স্বরূপ। সামবেদের মহাবাক্য তত্ত্বমসি, অর্থে তুমিই সেই ব্রহ্ম হও। অথর্ব বেদের মহাবাক্য অয়মাত্মা ব্রহ্ম, অর্থে এই আত্মাই ব্রহ্ম। যজুর্বেদের মহাবাক্য অহম্ ব্রহ্মাস্মি অর্থে আমিই সেই ব্রহ্মস্বরূপ হই। এই মহাবাক্য চতুষ্টয়ের গূঢ়ার্থ ধ্যান করিলে ব্রহ্ম উপলব্ধ হন।

শ্রুতি বলেন, নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। অকৃত অস্পৃষ্ট ব্রহ্মবস্তু কোন কৃত কর্মদ্বারা লভ্য নহে। পূজা, হোম, জপ, যজ্ঞ, শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না।

ব্রহ্মবাদ সর্ববাদের শ্রেষ্ঠবাদ। বেদান্ত দর্শন সমস্ত দর্শনের শীর্ষস্থানীয়। প্রস্থানত্রয়ের শাঙ্করভাষ্য, ব্রহ্মসূত্রের শাঙ্করভাষ্যের উপর ভামতীটীকা, অদ্বৈত সিদ্ধি প্রভৃতি গ্রন্থপাঠে এই তত্ত্ব বোঝা যায়। বেদান্তসার, পঞ্চদশী, বেদান্ত পরিভাষা ও তত্ত্বানুসন্ধান প্রভৃতি প্রকরণ পুস্তক না পড়িলে বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্ব বুদ্ধিগত হয় না।

আত্মজ্ঞানের মোক্ষফল বিষ্ণুপুরাণে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়েও অভিব্যক্ত।

বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যংতিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মনৌ ভেদমসংতং কঃ করিষ্যতি ॥
তদ্ভাবভাবমাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনঃ।
ভবত্যভেদো ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞান কৃতোভবেৎ ॥

রাজর্ষি জনকের বিভেদরূপ অজ্ঞান চিরতরে বিনষ্ট হইলে তিনি আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ অনুভব করেন। তখন তিনি বলিয়াছিলেন, মিথিলায়াং প্রদীপ্তায়াং ন মে দহ্যতি কিঞ্চন। (আমার রাজ্য মিথিলা অগ্নিদগ্ধ হইলেও আমার কিছুই দগ্ধ হয় না)। পরমাত্মার সহিত অভেদ ভাব প্রাপ্ত হইলে বিভেদমূলক অজ্ঞানও বিনষ্ট হয়। অজ্ঞানের নিবৃত্তিপূর্বক ব্রহ্মভাবে অবস্থিতিকে ব্রাহ্মীস্থিতি। বিমুক্ত পুরুষ চতুর্বিধ দৃষ্ট হয়।—ব্রহ্মবিদ্, ব্রহ্মবিদ্বর, ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্ ও ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ।

এই চতুর্বিধ মহাপুরুষ সমভাবে মোক্ষলাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে মোক্ষভাবের কোন তারতম্য নাই। তথাপি তন্মধ্যে দৃষ্ট সুখের তারতম্য হয়। উক্ত মর্মে কোন গ্রন্থে আছে।—

তারতম্যেন সর্বেষাং চতুর্ণাং সুখমুত্তমম্।
তুল্যা চতুর্ণাং মুক্তিঃ স্যাদৃষ্ট সৌখ্যং বিশিষ্যতে ॥

ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের মুখ্য সাধন বিচার। যে পুরুষের বুদ্ধি ব্যাকুলতা রহিত এবং অজ্ঞানের আবরণ শক্তি দ্বারা আবৃত থাকে, তাহাদের পক্ষে বিচারই উত্তম সাধন। এই সম্বন্ধে কোন গ্রন্থে নিম্নোক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয়।

অব্যাকুলধিয়াং মোহ মাত্রেণাচ্ছাদিতাত্মনাম্।
সাংখ্যানাম বিচারোঽয়ং মুখ্যো ঝটিতি সিদ্ধিদঃ ॥

মুমুক্ষু বিচার বলে অচিরে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হন।

ব্যাকরণের রীতি অনুসারেও ওঁ শব্দ কিরূপে নিষ্পন্ন হয়, তাহা নিম্নোক্ত শ্লোকে বর্ণিত।

সকারং চ হকারং চ লোপয়িত্বা প্রযোজয়েৎ।
সন্ধিং চ পূর্বরূপাখ্যং ততোঽসৌ প্রণবো ভবেৎ ॥

সোঽহম্ বাক্যে সকার ও হকার লোপ করিলে পূর্বরূপাক্ষ সন্ধি হয়। এই সন্ধির ফলে ওঁকার বা প্রণব শব্দ উৎপন্ন হয়।

ভগবান বশিষ্ঠদেব নিম্নোক্ত শ্লোকে বলেন, চিত্ত বিক্ষেপ সৎসঙ্গ দ্বারা নিবৃত্ত হয়।

সতঃ সদৈব গন্তব্যাঃ যদ্যপ্যুপদিশন্তি ন।
যা হি স্বৈরকথাস্তেষামুপদেশা ভবন্তি তী ॥

মুমুক্ষু সাধক সর্বদা মহাত্মাগণের সৎসঙ্গ করিবেন। যদিও মহাত্মাগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ উপদেশ না দেন, তথাপি মহাত্মাগণের স্বাভাবিক কথাবার্তা মুমুক্ষুর প্রতি উপদেশ মূলক হইবে।

যে পণ্ডিত অভিমানগ্রস্ত হন, তিনি বালক সদৃশ মূঢ়তা প্রদর্শন করেন। অজাতশত্রু যাজ্ঞবল্ক্যাদি বিদ্বান পুরুষগণের নিকট সেই

অভিমানী পণ্ডিতগণও পরাস্ত হন। মানুষ হইতে দক্ষিণামূর্তি পর্য্যন্ত সকলের মধ্যে পরাবিদ্যার তারতম্য দৃষ্ট হয়। সকলের আদিগুরু দক্ষিণামূর্তি সদাশিব স্বয়ং জগৎগুরু। তন্মধ্যে পরাবিদ্যার চরম উৎকর্ষ বিদ্যমান। পরাবিদ্যা দ্বারা অপরাবিদ্যা পরাভূত হয়, অতিক্রান্ত হয়।

গীতার অষ্টম অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে ভগবান শ্রীমুখে বলেন,

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরণ্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাংগতিম্ ॥

ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক যিনি উহার গূঢ়ার্থ ভাবনা করিতে করিতে ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনি পরাগতি প্রাপ্ত হন।

মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৪-৫) পরা ও অপরা বিদ্যা এইরূপে কথিত। দ্বেবিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদ্ব্রহ্মবিদোবদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রাপরা ঋগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥

ব্রহ্মবেত্তাগণ বলেন, দুইবিদ্যা পরা ও অপরা বেদিতব্য। তন্মধ্যে অপরাবিদ্যা ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। আর পরাবিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষ অধিগত হন। পরাবিদ্যা অর্থে ব্রহ্মবিদ্যা, আত্মবিদ্যা, মোক্ষবিদ্যা, যোগবিদ্যা, তত্ত্ববিদ্যা বা বেদবিদ্যা। গীতা শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যা সুব্যাখ্যাত। ইহাতে সমস্ত উপনিষদের সারমর্ম সুলিখিত। অতএব মোক্ষার্থীর পক্ষে উপনিষদাবলী অবশ্য পাঠ্য।

কঠ উপনিষদে (১।৩।১৪) শ্লোকে মোক্ষ মার্গে বিচরণের উপদেশ প্রদত্ত।

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া
দুর্গম্ পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

উঠ, জাগো, শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণের নিকটে যাইয়া তত্ত্ব অবগত হও। মেধাবিগণ বলেন, যেমন শাণিত ক্ষুরের তীক্ষ্ণীকৃত অগ্রভাব অতি দুর্গম হয়, তেমনই মোক্ষমার্গ অতিশয় দুর্গম।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪৬ শ্লোকে আছে,

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥

যেমন সর্বস্থান জলপ্লাবিত হইলে কূপাদি ক্ষুদ্র জলাশয়ে স্নান পানাদিরূপ প্রয়োজন সমূহ প্লাবনের জলরাশিতে সিদ্ধ হয়, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের ব্রহ্মানন্দরূপ ফলে বেদোক্ত সর্ব কাম্য কর্মের ফল অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধ হন।

বরাহ উপনিষদে নিম্নোক্ত শ্লোকে শ্রীগুরুর করুণা বর্ণিত।

দুর্লভো বিষয় ত্যাগো দুর্লভং তত্ত্ব দর্শনম্।
দুর্লভা সহজাঽবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা ॥

সদ্গুরুর করুণা ব্যতীত বিষয়ত্যাগ দুর্লভ, তত্ত্বদর্শন দুর্লভ এবং সহজাবস্থা সুদুর্লভ। সহজাবস্থা অর্থে সমাহিত ব্রাহ্মীস্থিতি। দক্ষিণ ভারতের জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ রমণ মহর্ষি স্বাভাবিক সহজাবস্থায় থাকিতেন।

মধ্যযুগের মহাপুরুষ কবীর সাহেব নিম্নোক্ত দোঁহায় শ্রীগুরুর মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন।

গুরুগোবিন্দ দোনো খড়ে কাকে লাগু পায়।
বলিহারী গুরু আপনে যিন্ গোবিন্দ দিয় বতায় ॥

গুরু ও গোবিন্দ দুইজন সম্মুখে দণ্ডায়মান। অগ্রে কাহাকে প্রণাম করিব? হে গুরো, আপনি সর্বাগ্রে প্রণম্য। কারণ আপনিই তো গোবিন্দ দর্শনের পথ আমাকে উপদেশ দিয়াছেন। গুরুগীতায় গুরু-মহিমা সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যাত।

দিল্লীর মোগল সম্রাট দরবারে প্রখ্যাত গায়ক তানসেন নিম্নোক্ত ভজনে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সুব্যক্ত করিয়াছেন।

দিনওয়া যাতে হো বীত হ্যায়, মন তেরী হো,
ক্যা কিয়ো মূরখ মন, আকে দুনিয়া মে।

জনম লিয়া যব জননী-গরভমে, বার বার জোরি আরজ করত হ্যায়। আকে দুনিয়ামে বিসর গয়ো সব, কহত তানসেন শুনত হ্যায়॥

ছান্দোগ্যউপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে চতুর্বিংশতি খণ্ডে এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়। "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি নান্যৎ বিজানাতি স ভূমা। অথ যত্র অন্যৎ পশ্যতি অন্যৎ শৃণোতি অন্যৎ বিজানাতি তদল্পং। যো বৈ ভূমা, তদমৃতং অথ যদল্পং তন্মর্ত্যং।"

ইহার অর্থ, যাঁহাতে জ্ঞানী অন্য কিছু দেখে না, অন্য কিছু শুনে না, অন্য কিছু জানে না, তিনিই ভূমা। আর যাহাতে অজ্ঞ অন্য কিছু দেখে, অন্য কিছু শুনে, অন্য কিছু জানে, তাহাই অল্প। যিনি ভূমা, তিনিই অমৃত, তিনিই ব্রহ্ম। যাহা অল্প, তাহা অনিত্য।

উক্ত উপনিষদে আছে, যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং। যাহা ভূমা, তাহাই সুখ, অল্পে সুখ নাই, ভূমাই সুখ। ব্রহ্মসুখ বা ব্রহ্মানন্দ লাভ হইলে অন্য লাভ বা সুখ অধিক মনে হয় না। এই সুখ অনুভব করিলে মানুষ গুরুদুঃখে বা মৃত্যু ভয়ে ভীত হয় না এবং সর্বদা আনন্দী থাকে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বর্গের মধ্যে মোক্ষ শ্রেষ্ঠ। মোক্ষ অর্থে সংসৃতি নিরোধ বা পুনর্জন্মের নিবৃত্তি। যেমন দগ্ধ বীজ অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি মোক্ষ লাভ হইলে পুনর্জন্ম হয় না।

পল্লীগ্রামে ভিখারীগণ গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে খঞ্জনী বাজাইয়া গান গায় এবং ভিক্ষা চাই। বাল্যে সগৃহে একটী ভিখারীর মুখে এই ভজন শুনিয়াছিলাম।

দিন ফুরালো সম্‌জে চলো, ইহকাল পরকাল হারাইও না।
শরীর পিঞ্জরে জীবন বিহঙ্গ চিরদিন বসে থাকবে না॥

জপ তপ কর কি মরমে-হুঁসিয়ারী, যমদূত বন্ধন তাড়না।
একাকী এসেছ, একাকী যেতে হবে, কেউ তো সঙ্গে যাবে না॥

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ আ য়ে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্ আদিত্য বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ॥
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি।
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ এবং আর যাহারা দিব্যধামে বাস করেন, সকলে আমার অভয় বাণী শ্রবণ কর। আমি সেই আদিত্য বর্ণ অজ্ঞান-তিমিরাতীত ব্রহ্ম পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে বিজ্ঞাত হইলে জন্মমৃত্যুরূপ সংসরণ চিরতরে অতিক্রান্ত হয়। শান্তিলাভের অন্য কোনও পন্থা নাই। শ্রীভগবান গীতামুখে বলেন, জ্ঞানং লব্ধা-পরাং শান্তিং অচিরেণাধিগচ্ছতি। জ্ঞান লাভ করিলে অচিরে পরাশান্তি অধিগত হয়।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠ উপনিষদে (২।২।১৩) শ্লোকে শান্তি লাভের প্রকৃষ্ট উপায় বর্ণিত।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা—
স্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্ ।।

যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, শাশ্বত ও অচেতন বস্তু সমূহের মধ্যে চেতন বস্তু রূপে এক এবং বহুজনের কামনা পূর্ণ করেন, তাঁহাকে যে বীরগণ আত্মস্থ দর্শন করেন, তাঁহারাই শাশ্বত শান্তির অধিকারী, অন্যে নহে।

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (২।৮) শ্লোকে প্রণব জপের মহা ফল কীর্ত্তি।

ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং
হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিবেশ্য।
ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্
স্রোতাংসি সর্বাণি ভয়াবহানি ।।

যোগী মস্তক, গ্রীবা ও বক্ষঃ সমুন্নত রাখিয়া শরীরকে সরলভাবে স্থাপন পূর্বক ইন্দ্রিয় গ্রামকে মনোবলে হৃদয়ে একাগ্র করিয়া প্রণবরূপ ভেলার সাহায্যে সমুদয় ভয়াবহ সংসার স্রোত উত্তীর্ণ হইবেন।

শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ সরস্বতী বিরচিত

তত্ত্বানুসন্ধান

[বঙ্গানুবাদ]

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম ও আমাতে এই জগৎ প্রকল্পিত—এই তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার প্রসাদে, কৃপায় আমি প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই শ্রীমৎ স্বয়ং প্রকাশ নামক জগৎগুরুকে প্রণাম করি। আমি দেহ নয়, কর্ণ বা বাগাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ও আমি নয়। আমি বুদ্ধিও নয়, অধ্যাসের মূল অবিদ্যাও নয়। সত্যানন্দ বিগ্রহ চিদ্‌ঘনদেহ মায়াসাক্ষী যোগমায়া-সমাবৃত ঈশ্বরাবতার শ্রীকৃষ্ণও আমি নয়। ইহাই তত্ত্বজ্ঞান।

অদ্বৈত বেদান্ত অনুসারে মোক্ষলাভ তত্ত্বমসি আদি মহাবাক্য চতুষ্টয়ের অর্থজ্ঞানের অধীন। সেই হেতু তৎ পদের অর্থ নিরূপণ সর্বাগ্রে কর্তব্য। তৎ পদার্থের লক্ষণ দ্বিবিধ—কূটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ। সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণত্বই তটস্থলক্ষণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।১) আছে, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভি সংবিশন্তি, তৎব্রহ্মেতি।" ইহার অর্থ, মহর্ষি বরুণ ব্রহ্মজিজ্ঞাসু পুত্র ভৃগুকে বলিলেন, যাহা হইতে এই ভূতবর্গ জাত হয়, যাহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং যাহাতে বিলীন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। ভগবান্ বাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে (১।১।২) ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, 'জন্মাদ্যস্য যতঃ।' ইহার অর্থ, যাহা হইতে এই জগতের জন্ম, লয় ও স্থিতি হয়, তিনি ব্রহ্ম। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে

(২।১।৩) আছে, 'সত্যং জ্ঞানং অনন্তং ব্রহ্ম।' ইহার অর্থ, ব্রহ্ম সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ ও অনন্ত স্বরূপ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (৩।৬) আছে, 'আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।' ইহার অর্থ, বরুণ-পুত্র ভৃগু জ্ঞাত হইলেন, ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে (৩।৩।১১) আছে, "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য।" ইহার অর্থ, নানা শাস্ত্রে উক্ত আনন্দাদি ব্রহ্মধর্ম ব্রহ্মধ্যানে চিন্তা করিতে হইবে।

তৎ পদের অর্থ দ্বিবিধ—বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থ। মায়োপহিত চৈতন্য তৎপদের বাচ্যার্থ এবং মায়ামুক্ত, মায়োপাধিবর্জিত চৈতন্য তৎপদের লক্ষ্যার্থ। এই মায়া কি? ইহার উত্তর শাস্ত্রে এইভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন শুক্ত্যাদিতে রজতাদি ভ্রমবশে কল্পিত হয়, তেমনি যাঁহার প্রভাবে চেতনে অচেতন, ব্রহ্মে জগৎ কল্পিত হয়, তাহাই মায়া।

মায়ার প্রভাবে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়। 'ইদং সর্বং যদয়মাত্মা'। এই দৃশ্য জগৎই আত্মা। 'আত্মৈবেদং সর্বম্'। এই সমস্তই আত্মা। 'ব্রহ্মৈ বেদং সর্বম্', এই সমস্তই ব্রহ্ম। 'পুরুষ এবেদং বিশ্বম্'। এই চরাচর বিশ্বপ্রপঞ্চ অক্ষরপুরুষ ব্যতীত অন্য কিছু নহে। 'বাসুদেবঃ সর্বম্', এই সমস্ত জগৎ বাসুদেবময়। 'নারায়ণঃ সর্বমিদং পুরাণঃ সনাতনঃ'। সনাতন নারায়ণ এই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ হইয়াছেন। এইরূপ শত শত শ্রুতিবাক্য ও স্মৃতিবাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে, চেতন ব্যতীত অচেতনের অভাব, অনস্তিত্ব ঘটে। চেতন ও অচেতনের অভেদ বা ঐক্য অসম্ভব। নিত্যশুদ্ধ বুদ্ধমুক্ত সত্য পরমানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মই চেতন বস্তু। অজ্ঞানাদি জড়জাত বস্তুই অচেতন। অজ্ঞান ত্রিগুনাত্মক, সৎ বা অসৎরূপে অনির্বচনীয়,

ভাবরূপ জ্ঞাননির্বর্ত্য ও জ্ঞাননাশ্য। আমি ব্রহ্মকে জানি না—এই অনুভব দ্বারা প্রমাণিত হয়, অজ্ঞান ভাব পদার্থ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, 'দেবাত্মশক্তি স্বগুণৈ র্নিগূঢ়াম্।' ইহার অর্থ, স্বগুণ দ্বারা নিগূঢ়া দেবাত্মশক্তিই অজ্ঞান। গীতাতে আছে, 'অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।' ইহার অর্থ, জ্ঞান অজ্ঞান দ্বারা আবৃত থাকায় জন্তুগণ, প্রাণিগণ মোহগ্রস্ত হয়। আবার উক্ত গ্রন্থে আছে, 'জ্ঞানেন তু তদ জ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।' ইহার অর্থ, জ্ঞান দ্বারা যাহাদের সেই অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, সেই অজ্ঞান মায়া ও অবিদ্যাভেদে দ্বিবিধ। মায়া শুদ্ধসত্ত্ব প্রধান ও অবিদ্যা মলিন সত্ত্ব প্রধান বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হয়। শ্রুতিতে আছে, 'জীবেশাব-ভাসেন করোতি মায়াচ, অবিদ্যাচ স্বয়মেব ভবতি।' ইহার অর্থ, মায়া জীব ও ঈশ্বরকে আভাস দ্বারা সৃষ্টি করে এবং অবিদ্যা স্বয়ংই বিরাজ করে।

অজ্ঞানের শক্তি দ্বিবিধ ঃ—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। রজঃ ও তমোগুণ কর্তৃক অনভিভূত সত্ত্বগুণই জ্ঞানশক্তি। গীতাতে আছে, 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্।' ইহার অর্থ, সত্ত্বগুণ হইতে শুদ্ধ জ্ঞান সঞ্জাত হয়। অজ্ঞানের ক্রিয়াশক্তি দ্বিবিধ ঃ—আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। সত্ত্ব ও রজঃ দ্বারা অনভিভূত তমঃই আবরণশক্তি। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, কৃষ্ণং তম আবরণাত্মকত্বাৎ। ইহার অর্থ, আবরণাত্মক বলিয়া তমোগুণকে কৃষ্ণ, কাল বলা হয়। উহার অস্তিত্ব বা প্রকাশ না থাকায় উহা ব্যবহার হেতু হয়। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, 'ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাপাদনমাবৃতিঃ।' ইহার অর্থ, কূটস্থ তমোগুণ প্রকাশিত বা বিদ্যমান নহে বলিয়া ইহার আপাদনই আবরণ।

তমঃ ও সত্ত্ব দ্বারা অনভিভূত রজঃই বিক্ষেপশক্তি। গীতাতে আছে, 'রজসো লোভ এব চ।' ইহার অর্থ, রজোগুণ হইতে লোভাদি রিপু উৎপন্ন হয়। লোভাদি রিপুর বিক্ষেপকত্ব সর্বত্র প্রসিদ্ধ। বিক্ষেপশক্তি আকাশাদি প্রপঞ্চের উৎপত্তি হেতু। শাস্ত্রে আছে, বিক্ষেপশক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজেৎ। ইহার অর্থ, বিক্ষেপ শক্তি লিঙ্গশরীর বা সূক্ষ্ম দেহ হইতে ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত জগৎ সৃষ্টি করে। অতএব পূর্বোক্ত অজ্ঞান আবরণশক্তিপ্রধান হইলে মায়া নামে উক্ত হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে এই অভিপ্রায় নিম্নোক্ত শ্লোকে অভিব্যক্ত।

তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।
যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥

যিনি হৃদয়ে নিবেশিত, প্রতিষ্ঠিত হইলে যোগী বিততা অবিদ্যা ও অমেয়া মায়াকে উত্তীর্ণ হন, সেই বিদ্যাময় দেবতাকে নমস্কার করি। অবিদ্যাও মায়ার প্রভেদ উক্তভাবে বুঝিতে হইবে। এইরূপে মায়োপহিত চৈতন্যঘন ঈশ্বর জগৎ কারণ অন্তর্যামী বলিয়া উক্ত হন। উহাই তৎপদের বাচ্যার্থ। অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই জীব বা প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতি দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥
মায়াং বিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ।
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা॥

তমোরজঃ সত্ত্বগুণময়ী প্রকৃতি দ্বিবিধা। সত্ত্বশুদ্ধি ও সত্ত্বাশুদ্ধি দ্বারা যথাক্রমে প্রকৃতি মায়াও অবিদ্যা নামে কথিত হয়। সেই মায়াকে বশীভূত করিয়া বিম্ব সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হন। প্রতিবিম্ব অল্পজ্ঞ জীব

অবিদ্যার বশীভূত এবং অবিদ্যার বৈচিত্র্য হেতু জীবও বহুবিধ সৃষ্ট হইয়াছে। উল্লিখিত অভিপ্রায় নিম্নোক্ত শ্রুতিদ্বয়ে দৃষ্ট হয়।—

'অস্মাৎ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ
তস্মিংশ্চ্যান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।'

'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ
মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥'

এই শ্রুতিদ্বয়ের অর্থ, ঈশ্বর নিজ প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন। এই সৃষ্টিতে জীব মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়। মায়াকে প্রকৃতি এবং মায়ীকে মহেশ্বর জানিবে।

যেমন একই দেবদত্ত ক্রিয়াভেদে পাচক ও যাচক নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ একই অজ্ঞান বিক্ষেপশক্তি ও আবরণশক্তি ভেদে মায়া ও অবিদ্যা নামে কথিত হয়। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। অবিদ্যোপহিত বিম্বচৈতন্যই ঈশ্বর। শ্রুতিতে আছে, জীব চৈতন্যের আভাসমাত্র। সূর্য্যের উপমা দ্বারা ইহা শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শ্রুতিতে আছে।—

যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বান্
অপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো
দেবঃ ক্ষেত্রে ষ্বেবমজোয়মাত্মা॥

যেমন এই জ্যোতির্ময় সূর্যদেব এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলে বহু রূপে প্রতিবিম্বিত হন, তদ্রূপ অজ আত্মা উপাধি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতিভাত হন।

অন্য শাস্ত্রে আছে—

'এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥'

যেমন আকাশস্থ চন্দ্র বহু জলচন্দ্ররূপে দৃষ্ট হন, তেমনি একই জীবাত্মা ভূতে ভূতে বহুরূপে বিরাজিত। এই পক্ষে জীব একই এবং তাহাতে ভিন্ন ভিন্ন অন্তঃকরণযুক্ত বহুবিধ কল্পিত হয়।

কেহ কেহ নানা অজ্ঞান স্বীকার পূর্বক বনবৎ অজ্ঞান সমুদয়কে সমষ্টি অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর এবং বৃক্ষবৎ প্রত্যেক অজ্ঞানকে ব্যষ্টি অজ্ঞান ও তদুপহিত চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলেন। অন্যে কারণী-ভূত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যকে ঈশ্বর এবং অন্তঃকরনো-পহিত চৈতন্যকে জীব বলেন। তাঁহারা স্বমত সমর্থনে এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করেন।—'কার্য্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ।' অর্থাৎ এই জীব কার্য্যোপাধিযুক্ত ও ঈশ্বর কারণোপাধিযুক্ত। সর্বমতে মায়োপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর। তিনি জ্ঞানশক্তিরূপ উপাধি যোগে জগৎকর্তা, জগৎস্রষ্টা। উর্ণনাভিবৎ তিনি বিক্ষেপাদি শক্তিমান অজ্ঞানোপহিত স্বরূপ দ্বারা জগতের উপাদান কারণ হন। মুণ্ডক উপনিষদে (১।১।৭) আছে, 'যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ।' ইহার অর্থ, যদ্রূপ মাকড়সা কারণান্তর নিরপেক্ষ হইয়া স্বীয় শরীর হইতে অব্যতিরিক্ত সূত্র উৎপাদন ও আত্মসাৎ করে। অন্য শ্রুতিতে আছে, 'য সর্বজ্ঞঃ স সর্ববিৎ স সর্বস্য কর্তা।' যিনি সর্বজ্ঞ, তিনিই সর্ববিৎ, তিনি সর্বস্রষ্টা।

এইরূপে পূর্বোক্ত ঈশ্বর হইতে আকাশ সৃষ্ট হয়। শ্রুতিতে আছে, তস্মাদ্বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ। অতএব এই

আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হয়। সত্ত্বঃ রজঃ তমোগুণাত্মক মায়া হইতে সত্ত্ব রজো তমোগুণাত্মক আকাশাদি কার্য্য এবং অপঞ্চীকৃত সূক্ষ্ম ভূত সমূহ উৎপন্ন হয়। এই সূক্ষ্ম ভূত সমূহ হইতে সপ্তদশ লিঙ্গাত্মক সূক্ষ্ম শরীর ও স্থূল ভূত জাত হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ ও মনবুদ্ধিকে সূক্ষ্ম শরীরের সপ্তদশ লিঙ্গ বলে।

তদ্রূপ আকাশাদির সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বিকাংশ হইতে রসনা ও পৃথ্বীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়। শ্রুতিতে আছে, আকাশই শ্রোত্র। আকাশাদির মিলিত সাত্ত্বিকাংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। অন্তঃকরণ সংকল্প, নিশ্চয়, অভিমান ও অনুসন্ধানরূপ বৃত্তিভেদে চতুর্বিধ। সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ভাষ্যবার্তিকে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় পাওয়া যায়:—

মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তং চেতি চতুর্বিধম্।
সংকল্পাখ্যং মনোরূপং বুদ্ধির্নিশ্চয়রূপিণী॥
অভিমানাত্মকস্তদ্বদহংকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অনুসন্ধানরূপং চ চিত্তমিত্যভিধীয়তে॥

মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—এই চতুর্বিধ অন্তঃকরণ। মন সংকল্পাত্মক, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা, অহংকার অভিমানাত্মক এবং চিত্ত অনুসন্ধানরূপ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। পূর্বোক্ত আকাশাদির রজো অংশ হইতে পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। আকাশের রজসাংশ হইতে ত্বগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজসাংশ হইতে হস্তদ্বয়, তেজের রজসাংশ

হইতে পদদ্বয়, অপের রজসাংশ হইতে উপস্থ এবং পৃথিবীর রজসাংশ হইতে পায়ু উৎপন্ন হয়। আকাশাদির মিলিত রজসাংশ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। প্রাণ ও বৃত্তিভেদে পঞ্চবিধ। অগ্রগমনবান নাসাগ্রস্থানবর্তী প্রাণ। নিম্নগমন বান পায়ু আদি স্থানবর্তী অপান। সর্বত্র গমনবান-সর্ব শরীরবর্তী ব্যান। ঊর্ধগমনবান কণ্ঠবর্তী উদান এবং ভুক্ত অন্ন ও পীত জলাদি পরিপাককারক অখিল শরীরবর্তী সমান। পঞ্চ বায়ুর উক্ত সংজ্ঞা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে। এই দেহে পঞ্চ কোষ বিদ্যমান—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়।

বক্ষ্যমান স্থূল শরীরই অন্নময় কোষ। পূর্বোক্ত সূক্ষ্ম শরীর কোষত্রয়ে গঠিত। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়যুক্ত প্রাণকে প্রাণময় কোষ বলে। পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় সহিত মন মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্দ্রিয় সহিত বুদ্ধি বিজ্ঞানময় কোষ। বিজ্ঞানময় কোষ কর্তৃত্বোপাধি যুক্ত। শ্রুতিতে আছে, বিজ্ঞানময় কোষ যজ্ঞাদি ও কর্মজাল সৃষ্টি করে। অন্তঃকরণের সত্ত্ববৃত্তি দ্বিবিধঃ—নিশ্চয়বৃত্তি ও সুখাকারবৃত্তি। নিশ্চয়বৃত্তিমান অন্তঃকরণকে বুদ্ধি বলা হয়। সুখাকার বৃত্তিমান অন্তঃকরণই ভোক্তা বা জীব। শ্রুতিতে আছ, 'প্রিয় বস্তুই তাঁহার শিরঃ, মোদ তাঁহার ডান পাখা, প্রমোদ তাঁহার বাম পাখা, আত্মা আনন্দ স্বরূপ, ব্রহ্মপুচ্ছই প্রতিষ্ঠা'। ইহার কারণ, শরীর পর্য্যন্ত আনন্দময় কোষ। কেহ কেহ অজ্ঞানকে আনন্দময় কোষ বলেন। নিম্নোক্ত সতেরো লিঙ্গযুক্ত সূক্ষ্ম-শরীর সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদে দ্বিবিধ। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত ও তৎকার্য্য সপ্তদশলিঙ্গকে সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীর বলে। উক্ত উপাধিযুক্ত চৈতন্যকে হিরণ্যগর্ভ বা প্রাণ বা সূত্রাত্মা বলা হয়। ইহা উপহিত বা উপাধিযুক্ত ও সর্বব্যাপী বলিয়া জ্ঞান-ক্রিয়া শক্তিমান; অথবা

পূর্বোক্ত অপঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতে যে সর্বব্যাপক লিঙ্গশরীর পৃথক রূপে উৎপন্ন হয়, তাহাই সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর। যেমন গোত্ব গাভী-জাতিতে পরিব্যাপ্ত, তদ্রূপ সর্বব্যষ্টিতে অনুস্যূত সত্ত্বাই সমষ্টিত্ব। শ্রুতিতে আছে, সর্বাত্মক মহৎসূত্ররূপ লিঙ্গদেহ তৎসমূহ হইতে সমুদ্ভূত হইল। কেহ কেহ বলেন, বনবৎ লিঙ্গশরীর সমুদয়ই সমষ্টি লিঙ্গশরীর; প্রত্যেক লিঙ্গশরীরকে ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর বলে। ব্যক্তিবৎ ব্যাবৃত্তত্বই ব্যষ্টিত্ব নামে অভিহিত। ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত চৈতন্য তৈজস নামে উক্ত। তেজোময় অন্তঃকরণ দ্বারা তৈজস উপহিত। সামান্য ও বিশেষবৎ অথবা জাতি ও ব্যক্তিবৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে তাদাত্ম্য বিদ্যমান। সুতরাং ব্যষ্টি উপাধিযুক্ত তৈজস ও সমষ্টি উপাধিযুক্ত সূত্রাত্মার মধ্যেও তাদাত্ম্য বা অভিন্নত্ব অবস্থিত। এই অবিদ্যা কাম-কর্ম-সমন্বিত সূক্ষ্ম শরীরকে অষ্ট পুরীযুক্ত বলা হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয় অন্তঃকরণ চতুষ্টয়, পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চসূক্ষ্মভূত, অবিদ্যা, কাম ও কর্ম—এই অষ্টপুরী সমবায়ে সূক্ষ্ম শরীর নির্মিত। উহাতে কার্য্যাবিদ্যা দ্রষ্টব্য। কার্য্যাবিদ্যা চতুর্বিধা।—অনিত্যে নিত্যত্ববুদ্ধি, অশুচিতে শুচিত্ব বুদ্ধি, অসুখে সুখবুদ্ধি ও অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি। আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, অনিত্য, অশুচি, দুঃখ ও অনাত্মাতে যথাক্রমে নিত্য, শুচি, সুখ ও আত্ম-খ্যাতিই অবিদ্যা। খ্যাতি শব্দের অর্থ বোধ বা বুদ্ধি। ইহার বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ব্রহ্ম লোকাদিও সংসার সুখাদি অনিত্যফলে নিত্যত্ব বুদ্ধিতে একবিধ অবিদ্যা দ্রষ্টব্য। অশুচি স্ব শরীরে ও অশুচি পুত্র ভার্য্যাদির শরীরে শুচিত্ব বুদ্ধি অপরা অবিদ্যা। দুঃখে ও দুঃখ কারণ সমূহে যথাক্রমে সুখবোধ ও সুখ কারণবোধ অন্যবিধ অবিদ্যা।

অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে অহংবোধ বা আত্মবুদ্ধি ইতরা অবিদ্যা। এইরূপে কার্য্যাবিদ্যা চতুর্বিধ হয়। কাম শব্দের অর্থ রাগ বা আসক্তি। কর্ম ত্রিবিধ—সঞ্চিত, আগামী ও প্রারব্ধ। যে স্বকৃত কর্ম ফলদান না করিয়া অদৃষ্টরূপে বিদ্যমান, তাহা সঞ্চিত কর্ম। সন্ধ্যা, বন্দনা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম সঞ্চিত কর্মের উদাহরণ।

এই শরীরে ক্রিয়মাণ কর্মকে আগামী বলে। বর্তমান শরীরের আরম্ভক কর্ম প্রারম্ভক বা প্রারব্ধ কর্ম নামে কথিত। সঞ্চিত ও আগামী কর্মদ্বয় ফলভোগ বা বিরোধী কর্মান্তর বা ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। আর শুধু ভোগ দ্বারাই প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় ঘটে। কর্মতত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বাহুল্য। প্রারব্ধ কর্ম ব্যতীত অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশকে পঞ্চক্লেশ বলে। অনাদি অবিদ্যা কার্য্যরূপে ও কারণরূপে দ্বিবিধ নিরূপিত হয়। অহংকারের সূক্ষ্মাবস্থাই অস্মিতা। এই মহৎ তত্ত্বকে সামান্য অহংকার বলা হয়। রাগ শব্দের অর্থ পূর্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্বেষকে ক্রোধ বলে। স্বকৃত বিষয়ের পুনস্ত্যাগে অসহিষ্ণুতাই অভিনিবেশ। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে সর্বপাশ নাশ ও সর্বপাপ হইতে চিরমুক্তি লাভ হয়। পঞ্চক্লেশই পঞ্চপাশ সৃষ্টি করে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এই পঞ্চপাশকে জাতি, কুল, শীলাদি অষ্টপাশরূপে বর্ণনা করিতেন। উক্ত প্রকারে সূক্ষ্ম শরীরের উৎপত্তি বিবৃত হয়। পঞ্চীকৃত মহাভূতকে স্থূলভূত বলে। পূর্বোক্ত আকাশাদির তামস অংশসমূহের এক একটিকে দুই সমভাগে বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে এক ভাগকে পুনরায় চারিভাগে বিভাগান্তে স্বীয় অংশ পরিত্যাগ পূর্বক অন্য অংশের সহিত সংযোজনকে পঞ্চীকরণ বলে। তন্মধ্যে পৃথ্বী

মল-মাংস মনরূপে, জল মূত্র-লোহিত প্রাণরূপে এবং তেজ অস্থি মজ্জা-বাক্‌রূপে পরিণত হয়। ইহাকে ত্রিবৃৎকরণ বা ত্রিধাভাগ বলে। ত্রিবৃৎকরণ শ্রুতিতে আছে, 'ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ একৈকং করবানি।'

ত্রিবৃৎকরণে পঞ্চীকরণ উপলক্ষিত বলিয়া পঞ্চীকরণই যুক্তিসিদ্ধ, প্রামাণিক। উক্তরূপে আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অভিব্যক্ত হয়। পঞ্চীকৃত পৃথিবী হইতে ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। চতুর্দশ লোক ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্বর্তী। ব্রহ্মাণ্ড হইতে শতবিধ মনুষ্য ও প্রাণী জাত হয়। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্তী পৃথিবী হইতে ওষধি সমূহ এবং ওষধিসমুহ হইতে স্থূল অন্ন উৎপন্ন হয়। পিতা ও মাতা কর্তৃক ভুক্তান্ন পরিপাকের ফলভূত শুক্র ও শোনিত দ্বারা স্থূলদেহ জন্মে। স্থূল শরীর চতুর্বিধ।—জরায়ূজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ। মনুষ্যাদির শরীর জরায়ু জাত। পক্ষী ও পন্নগাদির শরীর অণ্ডজাত। যুকা ও মশকাদির শরীর স্বেদ জাত। তৃণ গুল্মাদির শরীর উদ্ভিজ্জাত।

পূর্বোক্ত স্থূলশরীর সমষ্টি ও ব্যষ্টি প্রকার ভেদে দ্বিবিধ। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ও তৎকার্য্য ব্রহ্মাণ্ড এবং তন্মধ্যবর্ত্তী সর্বকার্য্য সমষ্টিশরীর নামে কথিত হয়। অথবা গোত্ব প্রভৃতি তুল্য ব্যষ্টি শরীর সমূহে অনুস্যূত পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড রূপ শরীরকে সমষ্টি শরীর বলা হয়। যেমন সর্ব বৃক্ষের সমষ্টিকে বন বলে, তদ্রূপ সমস্ত স্থূল-শরীরের সমষ্টি সমষ্টি শরীর নামে অভিহিত হয়। বিবিধ রূপে বিরাজমান ও সর্ব নরাভিমানী হওয়ায় এই উপাধিযুক্ত চৈতন্য বিরাট বৈশ্বানর নামে উক্ত হয়। গাভী প্রভৃতি ব্যক্তি রূপে ব্যাবৃত্ত প্রত্যেক স্থূলশরীর ব্যষ্টি নামে কথিত।

ব্যক্তি উপাধিযুক্ত চৈতন্যকে বিশ্ব বলা হয়। সূক্ষ্মদেহ পরিত্যাগ না করিয়া বিশ্ব স্থূল দেহে প্রবিষ্ট আছেন। বিরাট ও বিশ্ব সমষ্টি ও ব্যষ্টিরূপে সামান্য ও বিশেষ তুল্য। উভয়েরও তাদাত্ম্য উপলব্ধি হেতু বিশ্ব ও বৈশ্বানরের তাদাত্ম্য সিদ্ধ হয়। এক জীবই জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ অবিদ্যায় অভিমান যুক্ত হইয়া বিশ্ব নামে উক্ত। সেই জীবই স্বপ্ন অবস্থায় সূক্ষ্ম শরীরে কারণ অবিদ্যায় অভিমানী হইয়া তৈজস নামে উক্ত হয়। সেই জীব সুষুপ্ত অবস্থায় কারণ অবিদ্যায় অভিমান যুক্ত হইয়া প্রাজ্ঞ নামে উক্ত। সেই জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম ও কারণ দেহত্রয় রহিত হইলে শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত পরমাত্মা পদবাচ্য হন। অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃ অভিন্ন। দেহত্রয়ে অভিমানী জীব জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও মৃত্যুভেদে পঞ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

জাগ্রৎ অবস্থায় দশদিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবগণ কর্তৃক অনুগৃহীত ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা শব্দাদি বিষয় পঞ্চক অনুভূত হয়। জাগ্রৎ কালে ভোগপ্রদ কর্ম উপরত হওয়ায় ইন্দ্রিয় সমূহ উপরত হয় ও জাগ্রৎ জ্ঞান জাত সংস্কার সমূহ হইতে উৎপন্ন বিষয় ও তৎ জ্ঞান স্বপ্ন অবস্থায় উপলব্ধ হয়। জাগ্রৎ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থায় ভোগপ্রদ সর্ব কর্ম উপরত হইলে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে অভিমান নিবৃত্ত হয়। এই নিবৃত্তি দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞানের উপরম মূলক বুদ্ধির কারণ রূপে অবস্থিতিকে সুষুপ্তি বলে। মূর্ছিত অবস্থায় মুদ্গর প্রহারাদি জনিত বিষাদ দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞান উপরত হয়। উক্ত মর্মে বেদান্তদর্শনে (৩য় অধ্যায়, ২য় পাদ, ১০ম সূত্র) কথিত আছে, মূর্চ্ছাবস্থা জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয় হইতে পৃথক বলিয়া ইহাতে অসম্পন্ন ব্রহ্মভাবাপত্তি ঘটে।

উদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার শংকরাচার্য মন্তব্য করেন,

"সর্বৈঃ সুষুপ্তিধর্মৈরসম্পন্নো মুগ্ধঃ সুষুপ্তো ন ভবতি, সর্বৈর্মরণাবস্থা। ধর্মৈরসম্পত্তেঃ মৃতোঽপি ন. কিন্তু অবস্থান্তরং গত ইতি ভাবঃ।"

এই দেহের ভোগ প্রাপক কর্মের উপরম দ্বারা দ্বিবিধ দেহে অভিমান নিবৃত্ত হয়। ইহার ফলে জড়ীভূত ইন্দ্রিয় সমূহের নিষ্ক্রিয় অবস্থা ভবিষ্যৎ দেহ ধারণ পর্যন্ত মরণাবস্থা নামে অভিহিত। কেহ কেহ উক্ত অবস্থাকে উহার অন্তর্ভাব বলেন। আলোচ্য বিষয়ে বেদ, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রসিদ্ধ।

একই পরমাত্মা সমষ্টি ও স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর এবং তৎকারণরূপ মায়োপাধি যুক্ত হইয়া বৈশ্বানর নামে উক্ত হন। 'আমিই বৈশ্যানর হই' এইরূপ উপাসনার দ্বারা তৎপ্রাপ্তি ফল হয়। ব্রহ্মসূত্রের বৈশ্যানরাধিকরণে সূত্রকার ব্যাসদেব ও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য শ্রুতি বাক্যের উক্তরূপ অর্থ প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই পরমাত্মা সমষ্টিগত সূক্ষ্ম শরীর ও তৎকারণরূপ মায়োপাধি যুক্ত হইলে হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হন। এই রূপ উপাসনার দ্বারা তৎ প্রাপ্তি ফল হয়। অনন্তর উপপত্তি হেতু (যুক্তি বলে) এই অধিকরণে উপকোশল বিদ্যায় সূত্রকার ব্যাসদেব ও ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই পরমাত্মা কেবল মায়ারূপ উপাধি যুক্ত হইলে ঈশ্বর নামে কথিত হন। ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়। শাণ্ডিল্য বিদ্যায় 'সর্বত্র প্রসিদ্ধ উপদেশ হেতু' এবং দহর বিদ্যায় 'দহর উত্তরে' সূত্রকার ও ভাষ্যকার উভয়ে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, পূর্বোক্ত ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়। শ্রুতিতেও আছে, লোকে তাঁহাকে যে যে রূপে উপাসনা করে, সে সেই

রূপ সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। অন্য শ্রুতি বাক্য অনুসারে সাম মন্ত্রবলে উপাসক উপাস্য দেবতার সাযুজ্য ও সালোক্য জয় করেন। পুনরায় যাঁহারা বেদান্তোক্ত সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হন, তাঁহারা মন্দ বুদ্ধিবলে বিচারে অসমর্থ হইলে ব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানী গুরুর মুখে ব্রহ্মস্বরূপ 'নিশ্চিত করিয়া' নাম রূপাদি সমস্ত উপাধি রহিত 'নির্গুণ ব্রহ্মই আমি' এইরূপ নির্গুন ব্রহ্মের উপাসনা দ্বারা এই দেহে জীবদ্দশায় বা মৃত্যুকালে বা মৃত্যুর পরে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মদর্শনান্তে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ ফল লাভ করেন। শ্রুতিবলে ও যুক্তিবলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যিনি ওঁ এই একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র দ্বারা পরম পুরুষের অভিধ্যান করেন, তিনি জীবাত্মা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর পুরিশয় পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ওঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক আত্মযোগ, ব্রহ্মযোগ অভ্যাস করিতে হয়। ওঁ জপ করিতে করিতে আত্মধ্যান, ব্রহ্মধ্যান কর। এই সকল শ্রুতি বাক্যে ওঁঙ্কার-মহিমা কীর্তিত। শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় অষ্টম অধ্যায়ে ১৩ শ্লোকে ভগবান কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত এবং মন হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রূযুগলের মধ্যে স্বীয় প্রাণ স্থাপনপূর্বক যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মের একাক্ষর নাম ওঁ উচ্চারণ সহকারে তাঁহার অর্থরূপ আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি পরাগতি প্রাপ্ত হন। কঠ উপনিষদে আছে, 'পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।' ইহার অর্থ, অক্ষর পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন বস্তু নাই। ব্রহ্ম পুরুষই পরাকাষ্ঠা, পরাগতি। অতএব পরাগতি অর্থে ব্রহ্ম-প্রাপ্তি। অন্যান্য সাধকগণ এই গূঢ়তত্ত্ব না জানিয়া ব্রহ্মব্যতীত অন্য দেবতার উপাসনা করেন। সেই শ্রুতিনিষ্ঠ ভক্তগণও জন্ম-মৃত্যু রূপ সংসৃতি-সাগর উত্তীর্ণ হন।

এইরূপে তৎ পদার্থ লক্ষিত মায়ারূপ উপাধি যুক্ত ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রভৃতির কারণরূপে নির্ধারিত। ইহাই অধ্যারোপ নামে কথিত হয়। এখন উহার অপবাদ বিবৃত হইতেছে। ভ্রমবশে অধিষ্ঠানে প্রতীত অসৎ বস্তু ব্যতিরেকে সৎ বস্তুর নিশ্চিত প্রত্যয়কে অপবাদ বলে। যেমন ভ্রমবশে শুক্তিতে (ঝিনুকে) রজত, মরুভূমে জল, আকাশে নীলিমা ও রজ্জুতে সর্প প্রতীত হইলে বিচার বলে রজতাদি অধ্যস্ত বস্তুর অভাব নিশ্চিত হয়, তদ্রুপ জ্ঞানালোকে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম তিরোহিত হয়। ইহা বাধ বিলাপন নামে উক্ত হয়। সেই বাধ ত্রিবিধ—শাস্ত্রীয়, যৌক্তিক ও প্রত্যক্ষ। ইহার অর্থ মোক্ষ শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহলোকের বা বিশ্ব জগতের নানাত্ব নাই, একত্বই আছে। এইরূপ শাস্ত্র বাক্য দ্বারা ব্রহ্ম ব্যতীত প্রপঞ্চের অভাব নিশ্চয়কে শাস্ত্রীয় বাধ বলে। যৌক্তিক বাধদ্বারা মৃৎ (মাটি) ব্যতীত ঘটাভাব নিশ্চিত হয় এবং জগৎ কারণ ব্রহ্ম ব্যতীত প্রপঞ্চের অভাব ও দৃশ্য জগতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধ সুনিশ্চিত হয়। অন্যতম মহাবাক্য অনুসারে এই আত্মা ব্রহ্মরূপে সুদৃঢ় প্রতীত হয়। যজুর্ব্বেদীয় মহাবাক্য 'আমি ব্রহ্ম হই' এবং সামবেদীয় মহাবাক্য 'তুমি সেই (ব্রহ্ম) হও' প্রভৃতি মননজাত প্রত্যক্ষানুভূতি দ্বারা অজ্ঞান ও উহার কার্য্যের নিবৃত্তিকে প্রত্যক্ষ-বাধ বলে। অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে প্রত্যক্ষ বাধিত হয়। উক্ত ক্রমে যৌক্তিকবাধ সিদ্ধ হয়। সমস্ত স্থূল প্রপঞ্চকে পঞ্চ স্থূল ভূতে বিলয় করিলে. পঞ্চভূত ব্যতীত স্থূল প্রপঞ্চের অস্তিত্ব থাকে না। ইহা নিশ্চয় করিয়া সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্থূল ভূত সমূহ ও সূক্ষ্ম শরীরকে সূক্ষ্মভূত সমূহে বিলয় করিয়া তাহাতে ও ক্ষিতিকে জলে বিলয়পূর্বক, জলকে

তেজে ও তেজকে বায়ুতে ও বায়ুকে ব্যোমে ও ব্যোমকে অজ্ঞানে ও অজ্ঞানকে চিৎসত্ত্বায় বিলয় করিবে। উক্ত মর্মে স্মৃতি শাস্ত্রে আছে ; হে দেবর্ষি, দৃশ্য জগতে প্রতিষ্ঠা স্বরূপ পৃথিবী জলে প্রলীন হয়। তেজে অপঃ প্রলীন হয়, জ্যোতি বা তেজ বায়ুতে বিলীন হয়।

বায়ু ব্যোমে, আকাশে লীন হয় ও আকাশ অব্যক্তে লয় প্রাপ্ত হয়। অব্যক্ত নিষ্কল বিরজ ব্রহ্ম পুরুষে সম্যক্ প্রলীন হয়। সেই ব্রহ্ম জ্যোতিঃ শুভ্র প্রভা রূপে আত্মজ্ঞ দর্শন করেন। অন্য শাস্ত্রে কথিত আছে, অকারস্বরূপ বিরাট পুরুষকে উকারে বিলীন করিবে। উকার স্বরূপ সূক্ষ্ম তৈজসকে মকারে বিলীন করিবে। মকার স্বরূপ কারণ প্রাজ্ঞকে চিদাত্মায় বিলীন করিবে। উক্তরূপে স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ জগৎ চিদাত্মায় বিলীন হইলে আত্মদর্শন বা ব্রহ্মদর্শন হয়। উল্লিখিত অধ্যারোপ ও অপবাদ দ্বারা 'তুমি সেই' পদার্থের শোধন সিদ্ধ হন। এইরূপে মায়াদি সমষ্টি ও তৎ উপাধি যুক্ত উপহিত আত্ম চৈতন্য আধারে উপহিত, উপাধি যুক্ত না হওয়ায় অখণ্ড চৈতন্যরূপে অনুভূত হন। অগ্নিতপ্ত লৌহ পিণ্ডতুল্য স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ দেহত্রয় অভিন্নরূপে অবভাসিত হয়। ইহাই তৎ (সেই) পদের বাচ্যার্থ। বিবিক্ত, বিভক্ত, বিচ্ছিন্ন অখণ্ড চৈতন্য তৎ পদের লক্ষ্যার্থ হয়। অবিদ্যাদি ব্যষ্টি ও তৎ উপাধিযুক্ত চৈতন্য আধারে উপহিত, উপাধিযুক্ত না হওয়ায় প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে অভিহিত, হয়। এই দেহত্রয় অগ্নিতপ্ত লৌহপিণ্ডবৎ অবিবিক্ত, অবিভক্ত অবিছিন্ন বলিয়া একরূপে অবভাসমান চৈতন্য ত্বং পদের (তুমি) বাচ্যার্থ হয়। বিবিক্ত, বিভক্ত প্রত্যক্ চৈতন্য ত্বং (তুমি) পদের লক্ষ্যার্থ হয়। এই দুই লক্ষ্যার্থ গ্রহণ করিয়া সম্বন্ধত্রয়ের সহিত তৎ

ত্বম্ অসি (সেই তুমি হও) প্রভৃতি মহাবাক্যের লক্ষণাদ্বারা অখণ্ড অর্থবোধক হয়। সম্বন্ধত্রয়ে পদদ্বয়ের সমান অধিকরণ দৃষ্ট হয়। ভিন্ন প্রবৃত্তি ও ভিন্ন কারণযুক্ত শব্দসমূহে অভিন্ন অর্থবোধক বৃত্তির নাম সামান্যাধিকরণ।

যেমন 'সেই এই দেবদত্ত' এই বাক্যে সেই কালবিশিষ্ট দেবদত্ত বাচক শব্দের ও এই কাল বিশিষ্ট বাচক শব্দে একই অভিন্ন দেবদত্ত দেহে বৃত্তি হয়। সামান্য অধিকরণ যুক্ত পদার্থদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাব বিদ্যমান। যেমন তথায় সেই কালবিশিষ্ট শব্দার্থ ও এই কাল বিশিষ্ট শব্দার্থ মধ্যে ভেদভাব নিবৃত্তি দ্বারা বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাব দৃষ্ট হয়। সেই এই এবং এই সেই পদদ্বয় বা অর্থদ্বয়ের মধ্যে অবিরুদ্ধ দেবদত্ত দেহরূপ বাক্যার্থের সহিত লক্ষ্য ও লক্ষণভাব বর্তমান। যেমন তথায় সেই শব্দ ও এই শব্দ অথবা শব্দার্থদ্বয়ের মধ্যে অবিরুদ্ধ দেবদত্ত দেহরূপ বাক্যার্থ্যের সহিত লক্ষ্য ও লক্ষণভাব বর্তমান।

পূর্বোক্ত জটীল অংশ সমূহের ব্যাখ্যা একত্রে নিম্নে তৃতীয় বন্ধনীতে দিলাম :

[অক্ষর পুরুষ ঈশ্বর জগতের উপদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ। যেমন ঊর্ণনাভি বা মাকড়সা স্বদেহ হইতে সূত্রময় সূক্ষ্ম জাল সৃজন ও গ্রহণ করে, তেমনি ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি ও লয় করেন। এই হেতু ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ। আবার যেমন কুম্ভকার মৃত্তিকা দ্বারা স্বীয় চক্রে কুম্ভাদি নির্মাণ করে, তেমনি ঈশ্বরও জগতের নিমিত্ত কারণ।

সাংখ্য দর্শন মতে যাহা আকাশাদি ভূত সমূহের তন্মাত্রা, তাহাই অপঞ্চীকৃত মহাভূত। ইহাতে একটি মহাভূতের সহিত অন্য কোনও

মহাভূতের মিশ্রণ নাই। পরন্তু ব্যবহারিক জগতে সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় কোন ভূত পাওয়া যায় না। এই জগতে যাহাকে আকাশাদি বিশুদ্ধ ভূত বলা হয়, তাহাতে একটি মহাভূতের অর্ধাংশ ও তদ্ব্যতীত অন্য চারি ভূতের প্রত্যেকের ১/৮ অংশ মিশ্রিত থাকে। পৃথিবীতে পার্থিব অংশ অর্ধেক বা ৮/১৬ ভাগ এবং আকাশ, বায়ু, তেজ ও জল প্রত্যেকের ১/৮ ভাগ আছে। অন্যান্য ভূত সম্বন্ধেও এই রূপ মিশ্রণ জানিতে হইবে। অন্য ভূতের সহিত এই ভাবে মিশ্রিত মহাভূতগুলিকে পঞ্চীকৃত বলা হয়।

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। পঞ্চ-কর্মেন্দ্রিয়, যথা বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। পঞ্চপ্রাণ, যথা প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। পঞ্চকোষ, যথা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। পঞ্চভূত, যথা ক্ষিতি, অপঃ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম।]

ব্রহ্মসাক্ষাৎ আনন্দস্বরূপ। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ও আনন্দময় কোষ এক বস্তু নহে। আনন্দময় কোষ চিত্তের একটি আবরণ। এই আনন্দ অন্তঃকরণ দ্বারা গ্রাহ্য। ইহা ভোগ্য এবং জীব ইহার ভোক্তা। অখণ্ড ব্রহ্ম ভোগ্যও নহে, ভোক্তাও নহে। উহাতে কোনরূপ দ্বৈত ভাবের প্রসঙ্গ নাই। ব্রহ্মসূত্রে (১।১।১২) উক্ত হইয়াছে, 'আনন্দ ময়োঽভ্যাসাৎ'। যে শ্রুতিতে বার বার ব্রহ্মকে আনন্দময় বা আনন্দ স্বরূপ বলা হইয়াছে, উহা অদ্বয় ও অখণ্ড আনন্দ। প্রিয়-মোদ প্রভৃতি আনন্দের মস্তক ও পক্ষ ইত্যাদিরূপে কল্পিত। আনন্দের মস্তক-পক্ষ ইত্যাদি থাকা সম্ভব নহে। পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীদেহে মস্তক-পক্ষাদির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অনুসারে এই কল্পনা করা হইয়াছে।

অর্থাৎ প্রিয় মস্তক বলিতে তাহার প্রাধান্য, মোদপক্ষ বলিতে তাহার প্রধান সহায়, এই পর্য্যন্ত বুঝায়। উহার অধিক কিছু নহে। প্রিয়—মোদ—প্রমোদাদি কোষের ধর্ম, ব্রহ্মের নহে। ইহাদের হ্রাস-বৃদ্ধিও আছে। অন্ন-প্রাণ-মন-বিজ্ঞান ও আনন্দময় কোষ সমূহের মধ্যে অন্ন অপেক্ষা প্রাণ, প্রাণ অপেক্ষা মন, মন অপেক্ষা বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান অপেক্ষা আনন্দময় কোষ সূক্ষ্মতর। স্থূল হইতে যতই সূক্ষ্মের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, সাধক ততই ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধির পথে অগ্রসর হন। অতএব আনন্দময় কোষ পর্য্যন্ত উপলব্ধির সাহায্যে অগ্রসর হইতে পারিলে ব্রহ্মোপলব্ধিও আসন্ন হইয়া থাকে। আচার্য্য শঙ্করও ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে (৩।৩।১২) বলেন, 'প্রিয়শিরস্ত্বাদ্য প্রাপ্তিরূপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে'। উক্ত ভাষ্যকার আরও বলেন, 'পরস্মিন্ ব্রহ্মণি চিত্তাবতারোপায় মাত্রত্বেনৈতে পরিকল্প্যন্তে'। পরব্রহ্মের দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্ত পঞ্চকোষ কল্পিত।

ব্রহ্মলোকাদিতে গমন করিতে পারিলে সেই লোকে অনন্তকাল ধরিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করা যায়, অনেকে এইরূপ ধারণা করেন। বস্তুতঃ তাহা সত্য নহে। গীতা মুখে শ্রীভগবান্ বলেন, 'ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।' পৃথিবীতে স্বকর্মার্জ্জিত পুণ্যের পরিমাণ অনুসারে ব্রহ্মলোকাদিতে নির্দ্দিষ্ট কাল অবস্থান করা যায়। সেই পুণ্যের ক্ষয় হইলে পুনরায় এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিতে হয়। মহাভারতে শান্তিপর্বে ১৯৮ অধ্যায়ে জাপকোপাখ্যানে এই সকল লোক নিরয় বা নরক রূপে বর্ণিত। তথায় কথিত হইয়াছে।—

চতুর্ণাং লোকপালানাং শুক্রস্যাথ বৃহস্পতেঃ
মরুতাং বিশ্বদেবানাং সাধ্যানামশ্বিনোরপি।
রুদ্রাদিত্যবসূনাঞ্চ তথান্যেষাং দিবৌকসাম্
এতে বৈ নিরয়াস্তাত স্থানস্য পরমাত্মনঃ॥

পুর্য্যষ্টকে জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ইত্যাদি লইয়া পৃথক্ পৃথক্ আটটি পুরী বা নগর কল্পিত। প্রত্যেকের কাজ পৃথক হওয়ায় পৃথক্ পুরী কল্পিত। সমস্ত মানুষ এই অষ্টপুরীর সমবায়ে সুগঠিত। আত্মাই তাহার অধ্যক্ষ বা নিয়ন্তা।

হরিবংশে (হরিবংশ পর্ব ১-২ অধ্যায়) উক্ত হইয়াছে, আপব নামে প্রজাপতি নিজ শরীরকে নর ও নারীরূপে দ্বিধাবিভক্ত করেন। এই নারীই শতরূপা। আপব বশিষ্ঠের নামান্তর। শতরূপা শত শত রূপ ধারণ পূর্বক প্রজাসৃষ্টির সহায়তা করিয়াছিলেন। শতরূপার নাম বৃহদারণ্যক উপনিষদে উল্লিখিত। ইহার পূর্ব সৃষ্টি অযোনিজ। নানা প্রাণীতে বিভক্ত শতরূপা হইতে যৌনসঙ্গমে প্রজা সৃষ্টি আরম্ভ হয়। মৎস্য পুরাণের তৃতীয় অধ্যায়ে আছে, শতরূপা ব্রহ্মার পত্নী। ইহার অন্যান্য নাম সাবিত্রী, সরস্বতী ইত্যাদি।

ব্রহ্মা স্বদেহ নর ও নারীরূপে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া শতরূপার সৃষ্টি করেন। এইহেতু তাহাকে ব্রহ্মার কন্যা বলে এবং তাহাকে অবলম্বন পূর্বক তিনি প্রজা সৃষ্টি করেন বলিয়া তাহাকে ব্রহ্মার পত্নীও বলা হয়। কোনমতে মনু শতরূপার পতি এবং অন্যমতে তাঁহার পুত্র।

উল্লিখিত আরোপ ও অপবাদ দ্বারা 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের অর্থ পরিস্কার হয়। মায়াদির সমষ্টি ও তৎদ্বারা উপহিত চৈতন্য এবং অধিষ্ঠান অনুপহিত অখণ্ড চৈতন্য স্বরূপতঃ অভিন্ন। যাবতীয় স্থুল

শরীরের সমষ্টি দ্বারা উপহিত বৈশ্বানর বা বিরাট চৈতন্য, যাবতীয় সূক্ষ্ম শরীরের সমষ্টি দ্বারা উপহিত হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা বা প্রাণ নামক চৈতন্য এবং মায়াদ্বারা উপহিত অন্তর্য্যামী বা ঈশ্বর চৈতন্য—এই তিনটি অপৃথক্‌রূপে প্রকাশ পায়। অগ্নিতপ্ত রক্তবর্ণ লৌহ পিণ্ডে, অগ্নি ও লৌহ পৃথক্ হইলেও যেমন লৌহ ও অগ্নিকে ভিন্ন বোধ হয় না, তেমনই ওই তিনটি অভিন্ন। বৈশ্বানর প্রভৃতির উক্ত একীভূত সত্বাই 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ। পৃথক্ অখণ্ড চৈতন্যই 'তৎ' পদের লক্ষ্যার্থ। এইরূপ অবিদ্যাদির ব্যষ্টিদ্বারা উপহিত চৈতন্য ও তাহাদের অধিষ্ঠান অপৃথক্। ব্যষ্টি স্থূলশরীর দ্বারা উপহিত বিশ্ব চৈতন্য, ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীর দ্বারা উপহিত তৈজস চৈতন্য এবং অবিদ্যাদ্বারা উপহিত প্রাজ্ঞ প্রত্যক্ চৈতন্য—এই ত্রিবিধ চৈতন্য অগ্নিতপ্ত রক্তবর্ণ লোহপিণ্ড সদৃশ অপৃথক্ রূপে প্রতীয়মান হইলে তাহাই 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ হয়। পৃথক্ প্রত্যক্ চৈতন্যই 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থ। এই দুই লক্ষ্যার্থ সম্বন্ধত্রয়ের সহিত গ্রহণ করিলেই লক্ষণা দ্বারা বোঝা যায়, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য অখণ্ডার্থ বোধক।

[প্রাতিলোম্যেন অঞ্চতি গচ্ছতি ইতি প্রত্যক্। যাহা আত্মা, তাহা দেহ নয়, মন নয়, বুদ্ধি নয়, এইরূপে প্রতিলোম-ক্রমে অগ্রসর হয় বলিয়া ইহা প্রত্যক্। 'অত ধাতু অর্থ সতত গমন বা নিত্যগতি। আত্মা শব্দ এই 'অত ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। আত্মা নিত্য গতি সম্পন্ন, সর্বগ ও সর্বত্র বিদ্যমান।]

সম্বন্ধত্রয় অর্থে এই দুই পদের সামানাধিকরন্য বুঝায়। যখন ভিন্ন প্রবৃত্তিযুক্ত শব্দ সমূহের একমাত্র অর্থে বৃত্তি বুঝায়, তাহাকেই সামানাধিকরন্য বলে। যেমন "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই সেই দেবদত্ত বলিলে

"সঃ বা সেই" পদের পূর্বে কোন বিশিষ্ট অবস্থায় বর্ত্তমান দেবদত্তকে এবং "অয়ং বা এই" পদ দ্বারা বর্ত্তমান কালে বিদ্যমান দেবদত্তকে অভিন্ন বুঝায়। সামানাধিকরণ্যবলে 'সঃ' এবং 'অয়ং' পদদ্বয়ের বিশেষ্য-বিশেষণ ভাব ঘটে।

ইহার অর্থ, একবার "সঃ" বিশেষ্য ও অয়ং বিশেষণ, আর একবার 'অয়ং' বিশেষ্য ও 'সঃ' বিশেষণ হয়। সঃ ও অয়ং পদদ্বয় দ্বারা যাহা বুঝাইয়াছে, তাহা দেবদত্তরূপ এক ব্যক্তিতেই পর্য্যবসন্ন। ইহাকে সামানাধিকরণ্য বলে। সঃ পদদ্বারা লক্ষিত তৎকাল বা কোন পূর্ব্বকাল বিশিষ্ট ও অয়ং পদদ্বারা লক্ষিত বর্ত্তমান কাল বিশিষ্ট দেবদত্ত পরস্পর ভেদের ব্যাবর্ত্তক। স দেবদত্তঃ বলিলে যে দেবদত্ত বুঝায়, অয়ং দেবদত্ত বলিতেও সেই দেবদত্ত বুঝায়। উক্তরূপে উভয়ের মধ্যে বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাব বিদ্যমান। "সঃ অয়ং", সে এই, 'অয়ং সঃ' এই সে, 'সোহয়ং দেবদত্তঃ'। এই বাক্যার্থের অববোধে সঃ এবং অয়ং পদদ্বয় একই দেবদত্তকে লক্ষ্য করিতেছে। ইহাতে কোন বিরোধ নাই। অতএব উক্ত পদদ্বয় ও দেবদত্তের সহিত লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ বিদ্যমান। সঃ ও অয়ং পদ লক্ষণ এবং দেবদত্ত লক্ষ্য ব্যক্তি। তৎ পদে একটি পরোক্ষ সত্তা ও ত্বম্ পদে একটি অপরোক্ষ সত্তা বুঝায়। "সোহয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যে "সঃ" ও "অয়ং" পদের সহিত যেমন "দেবদত্তঃ" লক্ষ্য-লক্ষণ ভাব আছে, তেমনই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যে পরোক্ষ ঈশ্বরত্ব বাচক "তৎ" ও অপরোক্ষ ঈশ্বরত্ব বাচক "ত্বম্" পদের তাৎপর্য্য নিমিত্ত একই অখণ্ড চৈতন্যে বৃত্তি বলিয়া পদদ্বয় সমানাধিকরণ যুক্ত। ঈশ্বর বাচক "তৎ" পদ ও জীব বাচক "ত্বম্" পদ পরস্পরের ভেদ নিবর্ত্তক। অতএব "তত্ত্বমসি", তুমি তাহাই এই বাক্যে "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মধ্যে

বিশেষ্য-বিশেষন ভাব বিদ্যমাণ। যাহা তাহা, তাহাই তুমি। যাহা তুমি, তাহাই তাহা। তৎ ত্বম্ অসি, ত্বম্ তৎ অসি। বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগের ফলে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের "তৎ" ও "ত্বম্" পদোক্ত অখণ্ড চৈতন্যের সহিত লক্ষ্য-লক্ষণ ভাব আছে। উক্ত মর্মে কথিত হইয়াছে।—

> সামানধিকরণ্যং চ বিশেষণ বিশেষ্যতা।
> লক্ষ্য লক্ষণ ভাবশ্চ পদার্থ প্রত্যগাত্মনাম্ ॥ ইতি
> অস্যাঽর্থস্তুক্ত এব এতদভিপ্রায়েণ বাক্য বৃত্তাবপ্যুক্তম্।
> তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং চ তাদাত্ম্য প্রতিপাদনে।
> লক্ষ্যৌ তত্ত্বং পদার্থৌ দ্বাবুপাদায় প্রবর্ত্ততে ॥ ইতি

প্রত্যগাত্মা প্রভৃতি পদের অর্থ সামানাধিকরণ্য, বিশেষ্য ও বিশেষণ ভাব এবং লক্ষ্য-লক্ষণ ভাব—এই সম্বন্ধত্রয় দ্বারা বোদ্ধব্য।

["তৎ" বলিতে সম্মুখে অনুপস্থিত ব্যক্তি ও "ত্বম্" অর্থে সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিকে বুঝায়। যখন "তৎ" ও "ত্বম্" অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়, তখন উহাদের পরোক্ষ ও অপরোক্ষ রূপ পরিচয় বিলীন হয়, বর্জিত হয়। ইহাই বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগ। ইহাকে ভাগত্যাগ লক্ষণা বলে। ইহাতে এক ভাগ ত্যাগ ও অন্যভাগ গ্রহণ করিতে হয়।]

সামানাধিকরণ্য প্রভৃতি পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই অভিপ্রায় আচার্য্য শংকর রচিত 'বাক্যবৃত্তি' গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে। তাঁদাত্ম্য প্রতিপাদনার্থ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্য এবং উহাদের দুই লক্ষ্য "তৎ" ও "ত্বম্" লইয়া প্রবৃত্ত হয়। তাদাত্ম্যপ্রতিপাদন অর্থে অখণ্ডত্ব প্রতিপাদন। সংসর্গই হউক, বিশিষ্ট কিছুই হউক অথবা যাহাতে

বিশিষ্টের সহিত ঐক্য বুঝায়, এমন কিছুই হউক. তাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধ হইলে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যের প্রতিপাদ্য হইতে পারে না। অখণ্ডত্ব অর্থে বিজাতীয়, স্বজাতীয় ও স্বগত ভেদ-শূন্য অবস্থা সূচিত হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত নিখিল প্রপঞ্চ মিথ্যা রূপে কল্পিত হইবার ফলে "তৎ ও ত্বম্" বিজাতীয় ভেদহীন জীবাত্মা ও পরমাত্মার একান্ত ঐক্য হেতু সজাতীয় ভেদও নাই। উভয় "তৎ ও ত্বম্" একরস বলিয়া তাহাদের মধ্যে স্বগত ভেদও নাই। অথবা ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ রহিত অবস্থার নামই অখণ্ডত্ব। "তৎ ও ত্বম্" বিভু, সর্ব্বব্যাপী বলিয়া উহাদের দৈশিক পরিচ্ছেদ নাই; উভয়ই নিত্য বলিয়া কালিক পরিচ্ছেদও নাই। উহারা সর্বাত্মক হওয়ায় বস্তুগত পরিচ্ছেদও নাই। উক্ত মর্মে শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, 'বেদাহমেত-মজং পুরাণং সর্বাত্মকং সর্বগতং বিভুত্বাৎ' ইত্যাদি। ইহার অর্থ, যিনি অজর, পুরাণ, সর্বাত্মক, সর্বগত ও বিভু, তাঁহাকে আমি জানিয়াছি। অথবা পর্য্যায়হীন বহু শব্দ দ্বারা প্রকাশ্য হইয়াও যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অখণ্ড। অন্যত্র উক্ত হইয়াছে, যাহা অবশিষ্ট, অপর্য্যায় ও অনেক শব্দে প্রকাশ্য. একমাত্র বস্তু, বেদান্ত শাস্ত্রে পণ্ডিতগণ তাহাই অখণ্ড রূপে প্রতিপন্ন করেন। ["তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যে যে সকল শব্দ বা পদ দৃষ্ট হয়, তৎ সমুদায় পর্য্যায় শব্দ নহে। কোন মহাবাক্য তত্ত্বমসি, কোনটি অয়মাত্মা ব্রহ্ম, কোনটি অহং ব্রহ্মাস্মি ও কোনটি প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম এই চারি মহাবাক্য চারি বেদে পাওয়া যায়। ইহাদের একটি অন্যটির পর্য্যায় নহে। কিন্তু শ্রবণ, মনন ও নিদি-ধ্যাসনের ফলে প্রতি শব্দ ও তাহাদের অর্থ ও পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে জ্ঞানোদয় না হইয়া সামগ্রিক ভাবে যে নির্বিকল্প জ্ঞান উৎপন্ন হয়,

তাহা সমস্ত ক্ষেত্রেই অভিন্ন। তত্ত্বমসি, অয়মাত্মা ব্রহ্ম ইত্যাদি সমস্ত বাক্যার্থের অপরোক্ষানুভূতি একমাত্র অখণ্ড পদার্থ। এই মহাবাক্য চতুষ্টয় ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উহাদের অনুভূতি অভিন্ন। ইহাই অখণ্ডার্থতা।]

উক্তরূপে 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শ্রুতি বাক্যের অর্থ হইতে অখণ্ড অপরোক্ষ জ্ঞান উদিত হয়। ইহার ফলে অজ্ঞান নিবৃত্ত এবং আনন্দ লাভ হয়। কোন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যাহা প্রত্যগ্‌বোধ রূপে জ্ঞান হয়, অদ্বৈতানন্দই তাহার লক্ষণ। যখন এই প্রকারে অদ্বৈতানন্দ ও প্রত্যগ্‌বোধ অভিন্নরূপে জ্ঞান হয়, তখন 'ত্বং' পদের অব্রহ্মতা অর্থও নিবৃত্ত হয়। ইহার অর্থ, 'ত্বং' বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নয়। ইহার সুদৃঢ় প্রতীতি জন্মে। উক্তরূপে 'তৎ' পদেরও পরোক্ষতার নিবৃত্তি হয়। ইহাব ফলে কি হয় তাহা শ্রবণ কর। 'পূর্ণাঽঽনন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্‌বোবোঽবতিষ্ঠতে' ইতি'। তখন প্রত্যগ বোধে একমাত্র পূর্ণ আনন্দরূপ বর্ত্তমান থাকে। প্রত্যগাত্মার বোধই প্রত্যগ্‌বোধ। তৎ ও ত্বম্‌ পদের পরস্পর তাদাত্ম্য বা অভিন্নতাবোধ অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আমি, এই রূপ অখণ্ড বোধ হয়। সেই জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে 'ত্বম্‌' পদের অব্রহ্মতা ও 'তৎ' পদের পরোক্ষতারও নিবৃত্তি হয়। ইহার ফলে আনন্দস্বরূপ প্রত্যগাত্মা অবস্থান করেন। ইহাই পূর্বোক্ত শ্লোকাংশের তাৎপর্য।

প্রথম পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়-পরিচ্ছেদ

অন্তঃকরণও অজ্ঞানের পরিনামবিশেষ দর্শন-শ্রবণাদিবিষয়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক। তাহাকে বৃত্তি বলে। এই স্থানে যাহা আবরণের নিবর্ত্তক ও সাক্ষাৎ ব্যবহারের জনক, তাহাই অভিব্যঞ্জক রূপে বুঝিতে হইবে। উপাদানের সত্ত্বা ঠিক থাকিয়া যে অন্যথাভাব (যেমন স্নুবর্ণের কুণ্ডলাকারে পরিবর্ত্তন) তাহাকে পরিণাম বলে। উপাদানের বিকৃতি ঘটিয়া যে অন্যথা ভাব (যেমন দুগ্ধের দধিরূপে পরিবর্ত্তন) তাহার নাম বিবর্ত্ত। পরিণাম ও বিবর্ত্তের উক্তভেদ অনুসারে তাহাদের বৃত্তিও ভিন্ন হয়। উপাদান, অন্তঃকরণ ও অজ্ঞানের অপেক্ষায় পরিনাম এবং চৈতন্যের অপেক্ষায় বিবর্ত্ত বলিলে সিদ্ধান্তের কোনও বিরোধ হয় না। শ্রুতি বলেন, "তন্মনোঽকুরুত" ইতি। (মনই তাহা করে) ইত্যাদি শ্রুতি বাক্য অনুসারে অন্তঃকরণই কার্য্যদ্রব্যরূপে পরিণত হইয়া অবয়ব বিশিষ্ট হয় এবং এই ভাবেই পরিণামের উপপত্তি সিদ্ধ হয়। প্রমা ও অপ্রমাভেদে বৃত্তিও দুই প্রকার। প্রমা অর্থে বুদ্ধিদ্বারা দীপ্ত বৃত্তি বা বৃত্তিদ্বারা দীপ্ত অনুভূতি বুঝায়। ঈশ্বরাশ্রয়া ও জীবাশ্রয়া ভেদে প্রমাওদ্বিবিধ। অদ্বৈত বেদান্তে দ্রষ্টব্য বিষয়াকারে পরিণত মায়ার বৃত্তিকে "ঈক্ষণ" বলে। সেই মায়াবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চিৎশক্তি ঈশ্বরাশ্রয়া। শ্রুতিতে আছে, 'তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়'। ইহার অর্থ, তিনি ঈক্ষণ করিলেন, আমি বহু হইব, প্রজনন করিব। অনধিগত ও অবাধিত বিষয়াকারে পরিণত অন্তঃকরণ বৃত্তিতে প্রতি-বিম্বিত চিৎশক্তি জীবাশ্রয়া। ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব প্রমাণ-সিদ্ধ হওয়ায় তাহা অসম্ভব হয় না। সংসার-দশায় প্রপঞ্চও অবাধিত

বলিয়া তাহার প্রমা বিষয়েও অব্যাপ্তি হয় না। শুক্তি ও রজত স্বরূপ থাকায় তাহাদের সত্তা অজ্ঞাত নহে। অতএব এই ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি নাই। প্রমা-করণকেই প্রমাণ বলে।

পূর্বে যে জীবাশ্রয়া প্রমার প্রশ্ন উঠিয়াছে, তাহাও পারমার্থিকী ও ব্যবহারিকী ভেদে দ্বিবিধ। "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন প্রমা পারমার্থিকী। ইহা পূর্বেও নিরূপিত হইয়াছে, পরেও ব্যাখ্যাত হইবে। প্রপঞ্চ হইতে উৎপন্ন প্রমা ব্যবহারিকী। এই প্রমা প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দার্থ, অর্থাপত্তি ও অভাবভেদে বিভিন্ন। যে প্রমাণ-চৈতন্য বিষয়-চৈতন্যের সহিত অভিন্ন, তাহাই প্রত্যক্ষপ্রমা। আবার উপাধি ভেদে একই চৈতন্য চতুর্বিধ, যথা প্রমাতৃ-চৈতন্য, প্রমাণ চৈতন্য, বিষয়-চৈতন্য ও ফলচৈতন্য। যে চৈতন্য অন্তঃকরণ বিশিষ্ট, তাহাই প্রমাতৃ চৈতন্য। অন্তঃকরণ-বৃত্তিদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য প্রমাণ চৈতন্য। ঘটাদি বিষয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যকে বিষয়-চৈতন্য বলে। আর অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত চৈতন্য ফল চৈতন্য নামে অভিহিত।

যখন বৃত্তি ও বিষয় একই সময়ে একস্থানে অবস্থান করে, তখন উভয় দ্বারা উপহিত চৈতন্যও অভিন্ন হয়। উদাহরণ স্বরূপ ইহা বলা যায়। কোন জলাশয়ের ছিদ্র পথে নির্গত ও খাল তুল্য সঙ্কীর্ণ পথে বহিয়া জল যখন কোন ক্ষেত্রে প্রবেশ করে, তখন সেই ক্ষেত্র ত্রিকোণ বা চতুঃষ্কোণ যাহাই হউক, জলও সেই ত্রিকোণাদি আকার ধারণ করে। যখন এই চক্ষুরাদির পথে অন্তঃকরণ বহির্গত হইয়া যে বিষয়ে ব্যাপ্ত ও তৎসহ যুক্ত হয়, তখন সেই অন্তঃকরণও সেই বিষয়ের আকার পরিগ্রহ করে। এইরূপ অন্তঃকরণের পরিণামকে বৃত্তি বলে।

বিষয়-চৈতন্য সেই বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হয়। তৎকালে বৃত্তি ও বিষয় একই সময়ে একই দেশে অবস্থান করে বলিয়া তাহাদের দ্বারা উপহিত চৈতন্যে কোনও ভেদ থাকেনা এবং প্রমাণ-চৈতন্য ও বিষয়-চৈতন্য অভিন্নরূপে প্রতীয়মান হয়। এই প্রতীতিই প্রত্যক্ষ প্রমা। উক্তরূপ ক্ষেত্রে বৃত্তির কোন আবরণ থাকেনা। চৈতন্যদ্বারা অজ্ঞান অথবা প্রমার দ্বারা আবরণ যুক্ত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সাক্ষীরূপে অবস্থিত আত্মার নিকট বিষয় প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত চৈতন্যই সাক্ষী।

বাহ্যপ্রমা ও আন্তরপ্রমাভেদে প্রত্যক্ষ প্রমাও দ্বিবিধ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধভেদে বাহ্য প্রমা পঞ্চবিধ। তৎ সমূহের করণ শ্রবণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়। আন্তর প্রমা আত্মগোচরা ও সুখাদি গোচরা ভেদে দুইপ্রকার। বিশিষ্টাত্মবিষয়া ও শুদ্ধাত্মবিষয়া ভেদে আত্মগোচরা প্রমাও দ্বিবিধ। 'আমি জীব' এইরূপ-আত্মবিষয়ে বিশিষ্ট বোধকে বিশিষ্টাত্মবিষয়া প্রমা বলে। 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বোধই শুদ্ধাত্ম বিষয়া-প্রমা। আমাতে সুখ আছে, ইত্যাদি বোধই সুখাদি গোচরা প্রমা। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র বলেন, অন্তরিন্দ্রিয়ং মন আন্তর প্রমাকরণমিতি। ইহার অর্থ, অন্তরিন্দ্রিয় মনই আন্তর প্রমার করণ। কঠ উপনিষদে (১।৩।১০) আছে—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥

ইন্দ্রিয় হইতে বিষয় সমূহ অবশ্যই শ্রেষ্ঠ, অর্থসমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতেও বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে হিরণ্যগর্ভ শ্রেষ্ঠ। অন্য উপনিষদে আছে, ইন্দ্রিয়াণি পরণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।

উপনিষদের আচার্য্যগণ বলেন, ইন্দ্রিয়সমূহকে অতিক্রম করিয়া শব্দাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সমূহ অবস্থিত। তাহাদিগকে অতিক্রম পূর্বক মন অথবা ইন্দ্রিয় জনিত বোধকে অতিক্রম করিয়াই মন বিদ্যমান। উক্ত প্রকারে শ্রুতি ও স্মৃতি মনকে ইন্দ্রিয়সমূহ হইতে পৃথক করিয়াছেন। অতএব মন ইন্দ্রিয় নহে। বৃত্তি সম্বন্ধে মন উপাদন বলিয়া ইহাকে করণও বলা যায় না। সুখাদির অনুভবে ইহাও প্রমাণ হওয়ায় ইহা প্রমাও নহে। সুতরাং যেরূপ শুক্তি ও রজতের প্রতীতি হয়, তদ্রুপ অন্তঃকরণ ও তদীয় ধর্মসমূহের প্রতীতি হয়। বেদান্ত বাক্যবলে শুদ্ধ আত্মার সাক্ষাৎকার হয় বলিয়া তাহাকে প্রমা বলা যাইতে পারে। 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য হইতে যে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, তাহা পরে কথিত হইবে। প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়ে ইহা উক্ত হইল।

লিঙ্গ অর্থে হেতু বা চিহ্নের জ্ঞান হইতে যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম অনুমান। সাধন ও সাধ্য পদার্থের নিয়ত সমানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে। কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে সাধ্য ও সাধন এক সঙ্গেই থাকে বলিয়া তাহা হইতে এই ব্যাপ্তি স্বীকৃত হয়। ব্যাপ্তি স্বীকার করিলে লিঙ্গ জ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্তির অনুভব হেতু যে সংস্কার উদ্বুদ্ধ হয়, তাহাই অনুমান। এই অনুমানকে স্বার্থানুমান বলা হয়।

পরার্থানুমান ন্যায়ের সাহায্যে প্রতিপন্ন হয়। ন্যায় অর্থে অবয়ব সমূহকে বুঝায়। অবয়ব ত্রিবিধ ; প্রতিজ্ঞা, হেতু ও উদাহরণ অথবা উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন। যেমন জীব পরবস্তু বা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, কারণ তাহা সৎ, চিৎ ও আনন্দ লক্ষণত্রয় যুক্ত। এই বাক্যে জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে, ইহা প্রতিজ্ঞা, সচ্চিদানন্দ

লক্ষণ হেতু। এই হেতুকেই লিঙ্গ বলা হয়। যাহা সচ্চিদানন্দ লক্ষণ, তাহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। ইহার উদাহরণ পরমাত্মা। আমি *আছি, আমি প্রকাশমান, আমি কখনও অপ্রিয় নহি— এইরূপ অনুভবই জীবের সৎ—চিৎ ও আনন্দময়ত্বের প্রমাণ। অতএব এই ক্ষেত্রেও হেতু অসিদ্ধ নহে। ',যাহা সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত, তাহাই ব্রহ্ম।' ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়া জানিবে। শ্রুতিতেও আছে, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ, ইতি। এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে সচ্চিদানন্দময়ত্বই ব্রহ্মের লক্ষণ। অতএব দৃষ্টান্তও অসিদ্ধ নহে। উক্ত প্রকারে গুরুমুখে 'ত্বম্' পদের স্পষ্ট অর্থ অবগত হইলে নিজের মধ্যেও যখন সেই সৎ-চিৎ-ও আনন্দ উপলব্ধ হয়, তখন আমিই ব্রহ্ম এই অনুমান হয়।

*ফরাসী দার্শনিক ডেকারটিস (Decartes) বলেন, cogito ergo sum. ইহার অর্থ, আমি চিন্তাকরি, অতএব আমি আছি।

ব্রহ্মের সহিত আত্মার ঐক্য বা অভেদ শ্রুতিবাক্য দ্বারাই সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি অনুমানের আশ্রয় লইলে কোনও দোষ হয় না। কারণ শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, আত্মা বা অরে মৈত্রেয়ি দ্রষ্টব্য— শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য। যাজ্ঞবল্ক্য স্বপত্নী মৈত্রেয়ীকে বলিতেছেন, অরে মৈত্রেয়ি, আত্মার স্বরূপ গুরু মুখে বা শাস্ত্রমুখে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন করিলে আত্মদর্শন হয়। অনুমান মননের মধ্যেই পড়ে। বেদান্ত সিদ্ধান্তের সহকারী বলিয়া অনুমানও প্রমাণ রূপে অঙ্গীকৃত। পরার্থানুমান ন্যায় অবলম্বনে সিদ্ধ হয়। সেই ন্যায় কিরূপ, তাহা দর্শিত হইয়াছে। ব্রহ্ম ব্যতিরেকে অন্য সমস্তই মিথ্যা, ইহা অনুমান দ্বারা সাধিত হয়। দৃশ্যত্বাদি হেতুদ্বারাই তাহা উৎপন্ন হয়।

মিথ্যা অর্থে অনির্বচনীয়। দৃশ্যত্ব অর্থে চৈতন্যের বিষয়ত্ব বুঝায়। অতএব ব্রহ্ম বিষয়ে ইহার কোনও ব্যভিচার দৃষ্ট হয় না। সেই অনুমান অন্বয়ীরূপে একমাত্র, কেবলান্বয়ী নহে। বেদান্তমতে ব্রহ্ম-ব্যতিরেকে নিখিল প্রপঞ্চ ব্রহ্মনিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী কোনরূপ তাহার অপ্রতিযোগী কেবলান্বয়িত্ব প্রসিদ্ধ নহে। এই ক্ষেত্রে ব্যতিরেকী অনুমানও সম্ভব নহে। সাধনাদ্বারা সাধ্যের (যেমন ধূমদ্বারা বহ্নির) অনুমিতি, সাধ্য ও সাধনের ব্যাপ্তি যেমন অনস্বীকার্যা, সাধ্যের, বহ্নির অভাবে সাধনের, ধূমের অভাব হয়। এই অভাবদ্বয়ের ব্যাপ্তি স্বীকারের কোন উপযোগিতা নাই। যাহারা অন্বয়ের ব্যাপ্তি জানেন না, সাধ্য বিষয়ে তাহাদের যে প্রমাণ, তাহা অর্থাপত্তি দ্বারাই ঘটিয়া থাকে। ইহা স্পষ্টভাবে পরে কথিত হইবে।

সাদৃশ্য করণের নামই উপমান। বাক্য হইতে যে প্রমার উৎপত্তি হয়, তাহা শাব্দী প্রমা। আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসক্তিযুক্ত পদ সমুদায়কে বাক্য বলে। আকাঙ্ক্ষা অর্থে অন্বয়ের অনুপপত্তি, অর্থাৎ যাহা না বলিলে বাক্যার্থ পূর্ণ হয় না। যোগ্যতা বলিতে বাক্যার্থের অবাধ উৎপত্তি এবং অবিলম্বে যথাস্থানে বাক্যের উচ্চারণকে আসক্তি বা সন্নিধি বলে। অব্যুৎপন্ন শব্দের অর্থসংগতি হয় না বলিয়া তাহা প্রমা নহে।

পদ ও পদার্থের স্মার্য্য ও স্মারক ভাবকে সংগতি বলা হয়। লক্ষণা ও শক্তিরূপে উহা দ্বিবিধ। শব্দের শক্তিই উহার মুখ্যবৃত্তি। পদ ও পদার্থের বাচ্য-বাচক ভাবই সম্বন্ধ। ইহাও যোগ ও রূঢ়িভেদে দ্বিবিধ। অবয়ব শক্তি অর্থে প্রকৃতি প্রত্যয়াদি অবয়বদ্বারা বোধিত শক্তিই যোগ। যেমন পাচকাদি পদে পচ্‌+ণ্বুল = পাচক, যে পাক

করে। অবয়ব নিরপেক্ষ বর্ণ সমূহ ঘটিত শব্দের অর্থই রূঢ়ি। যেমন ঘট। ঘট বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা রূঢ় বা প্রসিদ্ধ। ঘটের অর্থ বোধের জন্য প্রকৃতি প্রত্যয়ের অপেক্ষা করিতে হয় না। এই রূঢ়ি সংগতি ব্যবহারাদি দ্বারা জানা যায়। যেমন কোন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি কোন যুবককে 'ঘট আনয়ন কর' বলিলে তাহার কথা শুনিয়া সে ঘট আনিলে সমীপস্থিত যুবক, যে ইতিপূর্বে ঘট কাহাকে বলে জানিত না, উহা দেখিয়া অনুমান করে, এই যাহা আনা হইয়াছে, তাহাই ঘট।

সকলের প্রবৃত্তি, কার্য্যে চেষ্টা যেমন জ্ঞানসাধ্য, তদ্রূপ এই প্রবৃত্তিও জ্ঞান সাধ্য। এইরূপ জ্ঞানের অনুমান বাক্যজাত। এইজ্ঞান, ঘট আনার জন্য আদেশ, ঘট আহরণ ও তাহা দেখিয়া ঘট বিষয়ে জ্ঞান, বাক্য জন্য। দণ্ড সংযোগে মৃত্তিকা হইতে ঘট সৃষ্ট হয়। এই দণ্ড মৃত্তিকার অন্বয়। তুল্য, দণ্ডের সহিত মৃত্তিকার সংযোগ না হইলে ঘট হয় না। যেমন এইরূপ ব্যতিরেক দেখা যায়, এই সকল বাক্য জন্য জ্ঞানও সেইরূপ। ইহার অর্থ, বাক্য শুনিলেই জ্ঞান হয়, অন্যথা হয় না। বৃদ্ধ কর্তৃক যুবককে ঘট আনয়নের আদেশ শ্রবণান্তে অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা শব্দে যে ঘট রূপ বস্তু বুঝায়, উক্ত যুবক ঘট শব্দের সেই শক্তি অবধারণ করে। আদেশ শ্রবণ কালে ঘট শব্দটি মাত্র শুনিয়াছে, প্রকৃত ঘটের অভাব বা ব্যতিরেক ছিল। আদেশ পালন পূর্বক ঘট আনীত হইলে উহা দৃষ্ট হইল। ইহাই অন্বয়। প্রত্যক্ষ ঘট দেখিয়া যুবক বুঝিল, ঘট বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা এই বস্তু।

নৈয়ায়িকগণ শব্দের উক্ত শক্তি পদার্থে, মীমাংসকগণ কার্য্যান্বিত পদার্থে এবং বৈদান্তিকগণ কেবল অন্বয়ের মধ্যে বিদ্যমান বলিয়া

স্বীকার করেন উক্তরূপে ব্যাকরণাদি দ্বারাও শক্তির গ্রহণ বা বোধ হইয়া থাকে। পণ্ডিতগণ বলেন, ব্যাকরণ, উপমান, অভিধান, আপ্তবাক্য, বৃদ্ধ ব্যবহার, বাক্যশেষ, বিশেষ বিবরণ ও অন্য প্রসিদ্ধ পদের সান্নিধ্য হইতে শব্দের শক্তি গৃহীত হয়।

পদের শক্যার্থের সহিত সম্বন্ধকে লক্ষণা বলে।

[যে শব্দে বা পদে যে অর্থ বুঝায়, তাহাই তাহার শক্যার্থ। ইহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া যে অর্থান্তর উদ্‌ভাবিত হয়, তাহাই লক্ষণা। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' বলিলে গঙ্গাতটে আভীর পল্লীকে বুঝায়। গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ জলস্রোত বিশেষ। কোন জলস্রোতে একটী পল্লী বা বহুজন সমন্বিত গ্রামের অংশ থাকিতে পারে না। অতএব গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়াও তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট তীরস্থ প্রদেশই তাহার অর্থ ধরিলে অর্থ বোধে আর কোন অন্তরায় থাকে না। গঙ্গাতীরে আভীর পল্লী থাকা খুবই সম্ভব। শক্যার্থের সহিত এরূপ সম্বন্ধকেই লক্ষণা বলে।] কেবল-লক্ষণা ও লক্ষিত-লক্ষণা ভেদে লক্ষণা দ্বিবিধ। আবার কেবল-লক্ষণা জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা ও জহদ-জহল্লক্ষণা ভেদে ত্রিবিধ। শক্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট অন্য কোন বিষয় বা অর্থের গ্রহণকেই জহল্লক্ষণা বলে। গঙ্গায় ঘোষ (আভীর পল্লী) অবস্থিত। এই বাক্যে গঙ্গা পদের শক্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়াও তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট অর্থান্তরের অর্থাৎ তীররূপ অর্থের যে বোধ, তাহাই জহল্লক্ষণা। 'মঞ্চ চীৎকার করিতেছে'; এইরূপ বাক্যে (মঞ্চের চীৎকার অসম্ভব বলিয়া) মঞ্চপদে মঞ্চকে না বুঝাইয়া মঞ্চোপরি অবস্থিত ব্যক্তিগণকে

বুঝায়। এই ক্ষেত্রে শক্যার্থের একাংশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যাংশের অর্থ গৃহীত হইতেছে। ইহাকেই অজহল্লক্ষণা বলে এবং ইহারই নামান্তর ভাগলক্ষণা। এই ভাগলক্ষণা দ্বারাই 'এই সেই দেবদত্ত' বাক্যে (এই ও সেই পদদ্বয়ের মধ্যে কালাদিগত পার্থক্য অস্বীকার করিয়া) 'এই' ও 'সেই' পদদ্বয়ে এক দেবদত্তকেই বুঝাইয়াছে। অথবা 'তত্ত্বমসি' এই শ্রুতিবাক্যে 'তৎ' ও 'ত্বম্' উভয়পদই (তাহাদের প্রত্যক্ষতা ও পরোক্ষগত পার্থক্য অস্বীকার করিয়া) একমাত্র অখণ্ড চৈতন্যকে বুঝায়। শক্য পরম্পরা সম্বন্ধকে লক্ষিত লক্ষণা বলে, যেমন 'ভ্রমর' শব্দে দুই রেফ বা রকার থাকায় ভ্রমরকে দ্বিরেফও বলা হয়।

[জহৎ শব্দ হাধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ, ত্যাগকারী। জহল্লক্ষণা প্রভৃতিকে জহৎস্বার্থলক্ষণা ইত্যাদিও বলে। যাহা স্বীয় অর্থ পরিত্যাগ করে, তাহাই জহৎস্বার্থা। 'গঙ্গায় ঘোষ অবস্থিত' ইত্যাদি বাক্যে গঙ্গা শব্দে স্রোতস্বতী নদী বিশেষকেই বুঝায়। তাহার শক্যার্থ ঠিক আছে, কিন্তু তাহাকে ত্যাগ করিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট তীরই গৃহীত হইয়াছে। এই ত্যাগের জন্য ইহাকে জহল্লক্ষণা বলে।

মঞ্চ চীৎকার করিতেছে, সাদাগুলি ছুটিতেছে, ইত্যাদি বাক্যের অর্থবোধ কেবল শক্যার্থ দ্বারা হয় না। মঞ্চ জড় পদার্থ। অতএব উহা চীৎকার করিতে পারে না। সাদা একটি গুণ বিশেষ, তাহা ছুটিতে পারে না। কিন্তু মঞ্চশব্দে যদি মঞ্চস্থ পুরুষ ও সাদা শব্দে যদি সাদা ঘোড়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে অর্থের অসঙ্গতি হয় না। রুষেরপু সহিত মঞ্চের ও ঘোড়ার সহিত সাদা রঙের যোগ

আছে। পুরুষগণ মঞ্চ এবং ঘোড়া তাহার সাদা রং পরিত্যাগ করে নাই। এইজন্য ইহাকেঅজহৎ স্বার্থা লক্ষণা বলে। দ্বিরেফ পদদ্বারা দুইটি রকার বিশিষ্ট ভ্রমর পদই লক্ষিত। ইহাদের দ্বারা লক্ষিত বস্তু অভিন্ন।]

এইরূপে ব্যুৎপন্ন ও সঙ্গতি অর্থ যুক্ত বাক্য হইতে যে বাক্যার্থরূপ প্রমা উৎপন্ন হয়, তৎ প্রতি বাক্যস্থ পদ সমূহের আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা, আসক্তি ও তাৎপর্য্যজ্ঞান এই চারিটি কারণ। আকাঙ্ক্ষা ও যোগ্যতা কাহাকে বলে, তাহা পূর্বেই নিরূপিত হইয়াছে। বাক্যস্থ পদের শক্যার্থই হউক বা লক্ষনার্থই হউক, তাহাদের অব্যবধানে উচ্চারণের জন্য যে পদার্থ বা বাক্যার্থ বোধ হয়, তাহাকে আশক্তি বলে। জল শব্দে দুই বর্ণ আছে। 'জ' উচ্চারণ করিয়া ঘণ্টাখানেক পরে 'ল' উচ্চারণ করিলে জল শব্দের অর্থ বোধ হয় না। এইরূপ আজ 'জল' বলিয়া দুইদিন পরে 'আন' বলিলে বক্তা যে 'জল' আনিতে বলিয়াছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পারেনা। উভয়ক্ষেত্রেই 'জ' ও 'ল' এবং 'জল' ও 'আন' ইহাদের উচ্চারণের মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকিলে চলে না।

তাৎপর্য্যও দুই প্রকার—বক্তৃ তাৎপর্য্য ও শব্দ তাৎপর্য্য। পুরুষ বা বক্তার অভিপ্রায়ই বক্তৃ তাৎপর্য্য, তাহার জ্ঞানের নিমিত্ত বাক্যার্থজ্ঞান কারণ নহে। ইহার কারণ যাহার বাক্যার্থজ্ঞান নাই, সেইরূপ অবুৎপন্ন ব্যক্তিরও এই বিষয়ে জ্ঞান দেখা যায়। স্পষ্টভাবে না বলিলেও বক্তা ব্যতীত অন্য সকলের অর্থ-প্রতীতির যে যোগ্যতা, তাহাই শব্দ-তাৎপর্য্য। এই শব্দ তাৎপর্য্য ছয় প্রকার লিঙ্গ দ্বারা নিরুপিত হয় এবং বেদে এই সকল লিঙ্গ দর্শিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য নির্ণয়ের জন্য এই ষড়্‌বিধ

লিঙ্গ প্রয়োজন। যথা—(১) উপক্রম ও উপসংহার, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ, (৬) উপপত্তি।

ইহার অর্থ এইরূপ। (১) প্রত্যেক প্রকরণের আদি, উপক্রম ও অন্তে, উপসংহারে প্রতিপাদ্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বস্তুর প্রতিপাদন। যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রকরণ সমূহে, 'হে সৌম্য, অগ্রে সৎস্বরূপ একমাত্র তিনিই ছিলেন', 'ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও এক', ইত্যাদিরূপে আরম্ভ (উপক্রম) করিয়া 'এই সমস্তই সেই ব্রহ্মাত্মক' বলিয়া উপসংহার হইয়াছে। (২) প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুর পুনঃ পুনঃ উল্লেখ যথা উক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের নয়বার উল্লেখকে অভ্যাস বলে। (৩) প্রতিপাদ্য বস্তু প্রমাণান্তর দ্বারা অধিগম্য নহে। ইহাই অপূর্বতা। 'যেমন উক্ত স্থলেই প্রতিপাদিত হইয়াছে, ব্রহ্মবস্তু উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য ভিন্ন অন্য কোন প্রমান দ্বারা প্রতিপন্ন হয় না। (৪) প্রকরণে প্রতিপাদ্য তৎ পদার্থের জ্ঞান শ্রুত হইলে তাহা হইতে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, অথবা একমাত্র ব্রহ্মবস্তুকে জানিলেই সমস্তই জ্ঞাত হয়। ইহাই ফল। যেমন সেই স্থানেই উক্ত হইয়াছে, গান্ধার দেশে গমনেচ্ছু ব্যক্তি অভিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট গান্ধার কোনদিকে জানিয়া গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম পূর্বক সেই পথে গান্ধার দেশে উপস্থিত হয়, তদ্রূপ আচার্য্য বান পুরুষ ও ব্রহ্মবস্তু বিজ্ঞাত হন এবং কর্মক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্তই তাঁহার মুক্তি লাভ বিলম্বিত হয়। কর্মক্ষয় হইলেই তিনি মুক্তিলাভান্তে ব্রহ্মভূত হইয়া যান। এইরূপে অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর জ্ঞান হইতে ব্রহ্মলাভরূপ ফল বর্ণিত হইয়াছে। (৫) প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুর প্রশংসাই অর্থবাদ ; যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদে পূর্বোক্ত অধ্যায়ে

আছে, যাহা জানিলে অশ্রুতও শ্রুত হয় এবং যাহা জানা যায় নাই, তাহাও জানা যায়। এইরূপে ব্রহ্মবস্তু প্রশংসিত হইয়াছে। (৬) প্রকরণে প্রতিপাদ্য বস্তুর দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদনই উপপত্তি। যেমন উক্ত অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে, 'হে সৌম্য, এক মাত্র মৃৎপিণ্ড জানিলে মৃন্ময় সর্ববস্তু জানা যায়। যাহা বাক্যদ্বারা আরব্ধনাম, (ঘট শরাবাদি ভিন্ন ভিন্ন নাম) তাহা: মৃত্তিকার বিকার মাত্র। একমাত্র মৃত্তিকাই সত্য, ইত্যাদি বাক্যে মৃত্তিকার সমস্ত দৃষ্টান্তই একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুর প্রতিপাদন।

অদ্বৈত বেদান্তে এই ছয় প্রকার উপায়ে বেদান্ত বাক্য সমূহের তাৎপর্য্য যে একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তু, তাহা নির্ণয় করা যায়। ইহার নামান্তর শ্রবণ। যাহা শ্রুত হইয়াছে, উপপত্তি সহকারে তাহার চিন্তার নামই মনন। বিজাতীয় প্রত্যয় পরিহার পূর্বক সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহিত করাকে নিদিধ্যাসন বলে। আলোচ্য বিষয়ে কথিত হইয়াছে, বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ যুক্তিবলে শব্দ শক্তির বিষয় নিরূপণকে শ্রবণ, ব্রহ্মবস্তুর বিষয় নিরূপণকে মনন এবং চিত্তের চৈতন্য মাত্রে অবস্থিতিকেই ধ্যান বলেন। পরমাত্মা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের জন্য এইগুলি অন্তরঙ্গ সাধন। অতএব এইসকল অনুষ্ঠান কর।

সাধন সম্পন্ন সন্ন্যাসীর পক্ষে জ্ঞান লাভার্থ শ্রবণাদি তিনটি অন্তরঙ্গ সাধন। উক্তমর্মে শ্রুতিও বলেন, অরে, একমাত্র আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য।

অনিত্যবস্তু হইতে নিত্য বস্তুর পার্থক্যজ্ঞান, ইহলোকে ও পরলোকে ফল ভোগের প্রতি বৈরাগ্য, শম—দমাদি ষট্ সম্পদ্ এবং মুমুক্ষুত্ব এই চারিটিকে সাধন বলে। কর্মবশে প্রাপ্ত লোক

সমূহকে পরীক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণ যখন বৈরাগ্য লাভ করেন, তখন কর্মবন্ধমুক্ত হওয়ায় তাঁহার আর কোন কর্তব্য থাকে না। সেই ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার নিমিত্ত হস্তে সমিধ্ লইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট গমন করিবে। কোনও কোনও ধীর ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভার্থ আগ্রহী হইয়া বহির্বিষয় হইতে অন্তরে দৃষ্টি পরাবৃত্ত করিয়া প্রত্যগাত্মাকে অবলোকন করিয়াছিলেন। শান্ত, দান্ত, বিতৃষ্ণ ও তিতিক্ষু ব্যক্তি সমাহিত হইয়া নিজ অন্তরে আত্মদর্শন করিবেন। এই সকল শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত সাধন সম্পন্ন ব্যক্তি সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যার অধিকারী রূপে নির্দেশিত।

বিধিপূর্বক বিহিত কর্মের পরিত্যাগই সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা এবং বৈরাগ্যই উহার মূল হেতু। জাবাল উপনিষদে কথিত হইয়াছে, যদহরেব বিরজেৎ, তদহরেব প্রব্রজেৎ। ইহার অর্থ, যেদিনই বৈরাগ্য উদিত হইবে, সেইদিনই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস করিবে। বৈরাগ্যই মোক্ষের চরম সীমা। বৈরাগ্য দ্বিবিধ—অপর ও পর। তারতম্য ভেদে পরম বৈরাগ্য চতুর্বিধ—কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। ইহা ব্যতীত যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয়ত্ব ও বশীকার ভেদে চারি প্রকার অপর বৈরাগ্য আছে। ইহলোকে ইহা সার ও ইহা অসার, এইরূপ বিচারই যতমান বৈরাগ্য। চিত্তগত দোষ সমূহের মধ্যে এইগুলি পক্ক ও এইগুলি অপক্ক, এইরূপ বিচার করিয়া অপক্ক দোষ সমূহ নিরোধার্থ প্রচেষ্টাই ব্যতিরেক বৈরাগ্য। বিষয়ভোগের ইচ্ছা থাকিলেও মানসিক প্রযত্নে ইন্দ্রিয় নিরোধ পূর্বক অবস্থানের নাম একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য। ইহলোকে বা পরলোকে বিষয় ভোগের বাসনা পরিত্যাগের নাম বশীকার বৈরাগ্য। উক্তমর্ম্মে পাতঞ্জল

যোগসূত্রে কথিত হইয়াছে, দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্যম্। দৃষ্ট ও আনুশ্রবিক অর্থাৎ শ্রুতিতে উপদিষ্ট বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণাকে বশীকার বৈরাগ্য বলে। এই বশীকার বৈরাগ্য মন্দ, তীব্র ও তীব্রতর ভেদে ত্রিবিধ। স্ত্রীপুত্রাদির বিয়োগ ঘটিলে 'ধিক্ এই সংসার' এইরূপ বোধ হইলে যে বৈরাগ্য জন্মে, তাহাই মন্দ বৈরাগ্য। সাহিত্যিক চন্দ্রশেখর রচিত 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' গ্রন্থে শ্মশান বৈরাগ্য উত্তমরূপে বিবৃত। এই জন্মে আমার স্ত্রীপুত্রাদির কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ স্থির বুদ্ধিতে ত্যাগের প্রবৃত্তিকে তীব্র বৈরাগ্য বলে। পুনর্জন্ম না হয়, এবং ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়, এইরূপ বাসনা কাহারও কাহারও থাকে, যাহার তাহাও নাই, তাহার বৈরাগ্যই তীব্রতর বৈরাগ্য।

মন্দ বৈরাগ্যে সন্ন্যাসের কোন অধিকার নাই। নারদ পরিব্রাজক উপনিষদে উক্ত হইয়াছে,

"যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তুষু।
তদৈব সংন্যসেৎ বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ॥"

ইহার অর্থ, যখন শুদ্ধ চিত্তে সকল বস্তুর প্রতিই বৈরাগ্য উদিত হয়, তখনই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, অন্যথা মন্দ বৈরাগ্যে পতিত হইতে হয়। তীব্র বৈরাগ্য সত্ত্বেও স্থান হইতে স্থানান্তরে ভ্রমনাদিতে অশক্ত হইলে কুটিচক সন্ন্যাসের অধিকার হয় এবং সেই শক্তি থাকিলে বহূদক সন্ন্যাসের অধিকার জন্মে। বৈরাগ্য তীব্রতর হইলে হংস সন্ন্যাসের অধিকার জন্মে। এইরূপ ত্রিবিধ সন্ন্যাস মোক্ষশাস্ত্রে উপদিষ্ট। এবং ইহাদের আচার সমূহ স্মৃতিশাস্ত্রে বিবৃত। মুক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তির বৈরাগ্য তীব্রতর হইলেই পরমহংস সন্ন্যাসের

অধিকার জন্মে। পরমহংস সন্ন্যাস বিবিদিষা ও বিদ্বৎভেদে দ্বিবিধ। শমদমাদি সাধনসম্পন্ন কোনও ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে যে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাহাই বিবিদিষা সন্ন্যাস। শ্রুতিবাক্যে আছে, 'এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী' ইত্যাদি। ইহার অর্থ, প্রব্রাজকগণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কামনায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। এইরূপ শ্রুতি বাক্যই ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আবার বিবিদিষাও দুই প্রকার—প্রথমতঃ যাহাতে পুনর্জন্ম হইতে পারে, তদ্রূপ কর্মের ত্যাগমূলক এবং দ্বিতীয়তঃ প্রেষমন্ত্রাদি উচ্চারণান্তে, দণ্ডাদি ধারণ পূর্বক পৃথক আশ্রমের অঙ্গীকার স্বরূপ। অষ্টবিধ আত্মশ্রাদ্ধ ও বিরজাহোম অনুষ্ঠানপূর্বক প্রেষমন্ত্র গ্রহণ মোক্ষশাস্ত্রে বিধেয়। শ্রুতিবাক্যে আছে, ন কর্মণা ন প্রজয়া ন ধনেন ত্যাগে-নৈকেণামৃতত্বমানশুঃ। ইহার অর্থ, কর্ম, প্রজা বা ধনদ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না। একমাত্র ত্যাগ বলেই মুমুক্ষুগণ অমৃতত্ব লাভ করিয়ছেন। এই সকল শ্রুতি বাক্য ইহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

যে গৃহস্থগণ সংসারে বিরক্ত হওয়ায় বিশেষ কোন কার্য্য বা কারণ নিমিত্ত তাহাদের সন্ন্যাস গ্রহণে প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছে, প্রথমোক্ত সন্ন্যাসে তাহারা অধিকারী। সন্ন্যাস গ্রহণে নারী জাতির অধিকার আছে। কারণ জনক ও মৈত্রেয়ী প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানীগণের বৃত্তান্ত শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় সন্ন্যাসে দণ্ড, বহির্বাস ও কৌপিন গ্রহণান্তে অবশিষ্ট সর্ববস্তু পরিত্যাগ করিবে। সংসার অসার জানিয়া এবং সারবস্তু দর্শনের ইচ্ছা করিয়া অকৃতদার ব্যক্তি বৈরাগ্য আশ্রয়পূর্বক প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। এইসকল শাস্ত্র বাক্যই ইহার প্রমাণ ।

গার্হস্থ্য আশ্রমে শ্রবণ ও মননাদি দ্বারা যাহাদের ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়, গৃহে অবস্থান করিলে নানারূপে তাহাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে পারে বলিয়া চিত্তের বিশ্রান্তি ও জীবন্মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে যে সন্ন্যাস গৃহীত হয়, তাহাকে বিদ্বৎ সন্ন্যাস বলে। উক্ত মর্মে পরমহংস উপনিষৎ বলেন, এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি অথ যোগিনাং পরম-হংসানাং। ইহার অর্থ, ইহা এইরূপ জানিয়া যতি মুনি হইয়া থাকেন। যখন সনাতন পরম-ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়, তখন একমাত্র দণ্ড অবলম্বন পূর্বক উপবীত ও শিখা পরিত্যাগ করিবে। শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যই ইহার প্রমাণ। তন্মধ্যে প্রথম সন্ন্যাস জন্মান্তরীয় কর্মফলে ঘটিলেও জ্ঞান সাধনে উপকারক হয়। রাজর্ষি জনকাদির তত্ত্বজ্ঞান লাভই ইহার প্রমাণ। শ্রুতি প্রভৃতিতে আছে, যদি বাক্যে বা মনে কেহ আতুর, কাতর হইয়া পড়ে, সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। এইরূপ আতুরের পক্ষেও সন্ন্যাস গ্রহণ বিধান উপদিষ্ট হয়। আতুর হইলেও যে বৈরাগ্য সম্পন্ন হয়, সেও সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকারী। ইহা পৃথক্ সন্ন্যাস নহে। ইহা স্বীকার না করিলে প্রকরণ বিরোধ ঘটে। নিম্নোক্ত শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।—

জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ
সন্ন্যাস পূর্বকমিদং শ্রবণাদিকং চ।
বিদ্যামবাপ্স্যতি জনঃ সকলোঽপি যত্র
তত্রাশ্রমাদিষু বসন্ন নিবারয়ামঃ॥

জন্মান্তরে সঞ্চিত সাধনাদি থাকিলে শ্রবণ-মননাদি সন্ন্যাসপূর্বক হইয়া থাকে। এইরূপ গৃহস্থ আশ্রমাদিতেও বাস করিয়া যেহেতু পরা বিদ্যালাভ করিতে পারে, সেইহেতু আমরা গৃহাশ্রমে বাস প্রভৃতিও নিষিদ্ধ মনে করি না।

[অনেক পুরাণে এবং সন্ন্যাসোপনিষদ্. পরমহংস পরিব্রাজক উপনিষৎ প্রভৃতি বহু উপনিষদে, বিশেষতঃ নারদ পরিব্রাজক উপনিষদে সন্ন্যাস সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা দৃষ্ট হয়। দণ্ড শব্দের অর্থ একদিকে যেমন অবলম্বন, অন্যদিকে তেমনই নিগ্রহ বা শাসন। যাঁহারা একমাত্র জ্ঞানকে অবলম্বন করেন, তাঁহারা একদণ্ডী এবং যাঁহারা কর্মমন-বাক্য এই তিনটিকেই নিগ্রহ করেন, তাঁহারা ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। নারদ পরিব্রাজক উপনিষদে কুটীচক, বহূদক্, হংস ও পরমহংস ব্যতিরেকে তূরীয়াতীত ও অবধূত নামে আরও দুইপ্রকার সন্ন্যাসীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ভাগবতে অবধূতের উপাখ্যান উল্লিখিত। উক্ত অবধূতের চব্বিশ শিক্ষাগুরু ছিল। তন্মধ্যে কুটীচক সন্ন্যাসী শিখা, যজ্ঞসূত্র, দণ্ড, কমণ্ডলু, কৌপিন ও কন্থা ধারণ করিবেন। তিনি পিতা-মাতা ও গুরু সেবায় তৎপর হইবেন। ভূমি খননার্থ একটি খনিত্র ও অন্নাদি পাকের জন্য একটি পাত্রও তিনি সঙ্গে রাখিতে পারেন। যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানেই তিনি ভোজন করিবেন এবং শ্বেতবর্ণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ললাটে ধারণ করিবেন। তিনি প্রত্যহ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়াহ্নে তিনবার স্নান করিবেন। কুটীচক সন্ন্যাসী দুইখানি বস্ত্র রাখিতে পারেন। তিনি চারিমাস অন্তর ক্ষৌর কর্ম করিবেন। তিনি একস্থানে ভিক্ষা গ্রহণ ও মন্ত্র জপতপাদি করিবেন। কুটীচক ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাসী। বহূদক সন্ন্যাসী সমস্ত আচরণ কুটীচকের ন্যায় করিবেন। কিন্তু তাঁহার ললাটে ঊর্দ্ধ ত্রিপুণ্ড্র তিলক থাকিবে। কাহার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিব, পূর্বে এইরূপ কোন সংকল্প না করিয়া তিনি গৃহীবৃন্দের নিকট হইতে মাত্র অষ্টগ্রাস পরিমিত মাধুকরী ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় তিনি দুইবার স্নান করিবেন। তিনি ক্ষৌর কর্ম

করিবেন না। তিনি একখানি মাত্র বস্ত্র ব্যবহার করিবেন এবং মন্ত্র জপে অভ্যস্ত হইবেন। হংস সন্ন্যাসী জটা, কৌপিন ও কমণ্ডলু ধারণ করিবেন। তাঁহার ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্র ও ত্রিপুণ্ড্র তিলক থাকিবে। কাহার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিব এইরূপ সংকল্প পূর্বে না করিয়া তিনি আটজন গৃহস্থের নিকট হইতে অষ্টগ্রাস মাত্র ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। তিনি একমাত্র বস্ত্রখণ্ড ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি একবার মাত্র স্নান করিবেন, ক্ষৌর কার্য্য করিবেন না। অথবা বৎসরে একবার মাত্র ক্ষৌরকর্ম করিবেন। মন্ত্রজপের পরিবর্তে তিনি কেবল ধ্যানাভ্যাস করিবেন। কুটীচক্, বহূদক ও হংস সন্ন্যাসী নিজ কর্তব্য পালনে সর্বদা ব্যাপৃত থাকিবেন, অন্য কাহাকেও উপদেশ প্রদানে আগ্রহ করিবেন না।

পরমহংস সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী হইবেন ; তাঁহার শিখা ও যজ্ঞোপ-বীতাদি থাকিবে না। হাত পাতিয়া পূর্বে অসংকল্পিত অনধিক পাঁচটি গৃহস্থের নিকট মাধুকরী ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবেন, তাহাই তিনি হৃষ্টচিত্তে ভোজন করিবেন। একজোড়া মাত্র কৌপিন তিনি ব্যবহার করিতে পারেন। তিনি বংশ নির্মিত একটি দণ্ড ধারণ ও অঙ্গে ভস্ম লেপন করিবেন। তিনি মানস স্নান করিবেন, ক্ষৌর কার্য্য করিবেন না।

তাঁহার একজোড়া মাত্র কৌপিন থাকিবে, অথবা তিনি সম্পূর্ণ দিগম্বর হইবেন। তাঁহার ললাটে কোন চিহ্ন থাকিবে না, তিনি মনে মনে প্রণব মাত্র জপ করিবেন।

তূরীয়াতীত সন্ন্যাসী স্বীয় শরীরকে শবতুল্য মনে করিবেন। তিনি ফলাহার দ্বারা জীবন ধারণ করিবেন অথবা গাভী সদৃশ নির্ব্বাক্

হইয়া গৃহস্থের বাড়ীর সম্মুখে উপস্থিত হইবেন এবং গৃহস্থ কিছু ভিক্ষা দিলে জীবনধারণের উপযোগী মাত্র অন্ন গ্রহণ করিবেন। যেরূপ তিনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ট হইয়াছেন, সেইরূপ দিগম্বর থাকিবেন। তিনি মস্তকে :শিখাদি বা ললাটে কোন চিহ্ন ধারণ করিবেন না। তিনি ক্ষৌর কর্ম করিবেন না, একমাত্র ব্রহ্মবাচকপ্রণব ধ্যান তাঁহার কর্তব্য। ভস্ম স্নানই তাঁহার স্নান। অবধূত সন্ন্যাসী একমাত্র ব্রহ্ম-বাচকপ্রণব জপে নিবিষ্ট থাকিয়া একস্থানে অজগর সর্পতুল্য পড়িয়া থাকিবেন। সেইস্থানে কেহ উপস্থিত হইয়া যদি কিছু খাদ্য দেয়, তিনি তাহা ভোজন করিবেন। একমাত্র বায়ব্য স্নানই তাঁহার স্নান। তিনি বায়ু স্নান করিবেন, জলস্নান করিবেন না। তিনি ক্ষৌরকার্য্য করিবেন না। তিনি তূরীয়াতীত সন্ন্যাসী সদৃশ মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ নগ্ন শিশুর ন্যায় দিগম্বর থাকিবেন। তিলকাদি বা শিখা ও উপবীতাদি কোন চিহ্ন তিনি ধারণ করিবেন না। কুটীচক ও বহূদক সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য শ্রবণ, হংস ও পরমহংস সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য মনন এবং তূরীয়াতীত ও অবধূত সন্ন্যাসীর প্রধান কর্তব্য নিদিধ্যাসন।

সন্ন্যাসীর ভিক্ষা পাঁচ প্রকার। যথা (১) কাহার নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিব, এইরূপ কোন সংকল্প না করিয়া গৃহস্থের নিকট হইতে মাধুকরী ভিক্ষা। (২) সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে আসার পূর্বেই গৃহস্থ যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখেন, তাহাই গ্রহণ। (৩) অযাচিত ভিক্ষা। (৪) ক্ষুধার সময় যাহা পাওয়া যায়, তাহাই গ্রহণ (৫) স্বয়ং উপস্থিত ভিক্ষা। সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ যাত্রার উদ্যোগ করিলে তৎকালে যদি কেহ আসিয়া নিমন্ত্রণ পূর্বক তাহাকে লইয়া ভোজনাদি করায়, তাহাই তাৎকালিক ভিক্ষা। কোনও ভক্ত স্বগৃহ হইতে অন্নাদি পাক করিয়া আনিয়া দিলে তাহাই উপপন্ন ভিক্ষা।

বৃদ্ধ পিতা ও মাতা, পতিব্রতা ভার্য্যা ও শিশুপুত্র-কন্যা প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ নিষিদ্ধ। কোন কোন স্থলে ইহাদের অনুমতি লইয়া মোক্ষশাস্ত্র সন্ন্যাস গ্রহণের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বৈরাগ্য অতি উৎকট হইলে এইসকল উপদেশ উপেক্ষিত হয়।]

এক্ষণে নিশ্চিত হইতেছে, অন্বয় ও ব্যতিরেক উভয়বিধ প্রমাণ দ্বারাই শ্রবণাদি পূর্বোক্ত অধিকারীর তত্ত্বজ্ঞানের কারণ হয়। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র বলেন, 'আর্হার্থে শ্রোতব্য ইত্যাদি তব্য প্রত্যয় ইতি'। ইহার অর্থ, শ্রোতব্য পদে যে তব্য প্রত্যয় হয়, তাহা আর্হার্থে প্রয়োগ। অতএব শ্রোতব্য অর্থে শ্রবণের যোগ্য। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যাদি আচার্য্যগণ বলেন, আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য মন্তব্য নিদিধ্যাসিতব্য। এই শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য, আত্মা দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও ধ্যেয়। মনন ও নিদিধ্যাসন বা ধ্যান শ্রবণের উদ্দেশ্যে ফলোপদায়ক বলিয়া তাহারা অঙ্গ এবং শ্রবণই অঙ্গী। ইহা দৃষ্টফল বলিয়া ইহাকে অপূর্ব্ব বিধি বলা যায় না। অপূর্ব বিধি অপ্রাপ্ত বিষয়ের প্রাপ্তি বিধান করিয়া থাকে। অতএব ইহা নিয়মবিধি বা পরিসংখ্যা বিধি। আংশিকভাবে প্রাপ্ত অতএব অপূর্ণকে যাহা পূর্ণ করে, তাহাই নিয়মবিধি। যথা 'ব্রীহীন্ অবহন্যাৎ'। এরূপস্থলে ধান্য উদূখলে ভাঙ্গিবার নিয়ম। যে স্থলে উভয় বা একাধিক প্রাপ্তি থাকে, সেইসকল স্থলে একটিকে গ্রহণ করিয়া অন্যগুলির পরিত্যাগের নামই পরিসংখ্যা বিধি। যেমন 'ইমাম্ অগৃভ্ণন্ রশনামৃতস্য ইতি'। 'অশ্বমভিধানীখাদত্তে'। এই স্থলে গর্দভের রশনা (গলবদ্ধরজ্জু) গ্রহণ না করিয়া অশ্বের রশনাই গ্রহণ করিতে বলা হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু, ব্রহ্মবস্তু জানিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি বেদান্ত শ্রবণ

করিবেন। উক্ত নিয়মবিধি এইস্থলে উদ্দিষ্ট। অথবা জিজ্ঞাসু বেদান্ত শ্রবণ ব্যতীত অন্য কিছু করিবেন না। এই পরিসংখ্যাবিধি স্বীকর্ত্তব্য।

[মীমাংসা দর্শনে এই তিন প্রকারবিধি বর্ণিত হইয়াছে। অপূর্ব-বিধি, নিয়মবিধি ও পরিসংখ্যা বিধি। অন্য কিছু হইতে যাহা পাওয়া যায় না, যাহা তদ্রূপ বস্তু নির্দেশ করে, তাহাই অপূর্ব বিধি। দর্শপূর্ণ মাস যজ্ঞে 'ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি' মন্ত্রে জলবিন্দু দ্বারা ব্রীহী বা ধান্য সিক্ত করিতে বলা হইয়াছে। ধান্য সিক্ত করিতে হইবে, তাহা এই বাক্য ব্যতীত অন্য বাক্য দ্বারা জানা যায় না। অপ্রাপ্ত বস্তুর বিধায়ক এই বিধির নাম অপূর্ব বিধি। আবার সেইস্থানে উক্ত হইয়াছে, 'ব্রীহীন্ অবহন্যাৎ', অর্থাৎ ধানগুলি কুটিবে। ধান্য হইতে নখদ্বারা খুটিয়া বা অন্য উপায়েও তণ্ডুল বাহির করা যায়। কিন্তু তাহা না করিয়া ধান্য উদুখলে কুটিতে হয়। এই ক্ষেত্রে ধান্য প্রাপ্ত হয়। কারণ গম বা তিলাদির কথা না বলিয়া ধান্যের নামই কথিত হইয়াছে।

কিন্তু তাহা কি করিবে, উহা উক্ত হয় নাই। আংশিক উক্ত বস্তুর অপ্রাপ্তাংশের পূরক বিধির নাম নিয়ম বিধি। যে স্থানে একাধিক বস্তুর প্রাপ্তি হয়, সেস্থানে অন্য সমস্ত বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নির্দিষ্ট এক বস্তু গ্রহণই পরিসংখ্যাবিধি। ইমামগৃভ্ণন ইত্যাদি বাক্যে রশনা গ্রহণের কথা উক্ত হইয়াছে। গর্দভ ও অশ্ব উভয়ের গলদেশেই রশনা আছে। বিশেষতঃ অশ্বের রশনা গ্রহণের উপদেশ থাকায় গর্দভের রসনা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।] কথিত হইয়াছে, যেহেতু এইস্থানে নিয়ম অথবা পরিসংখ্যা বিধি অভিপ্রেত, সেইহেতু যাহা অনাত্মা (আত্মা ভিন্ন অন্য বস্তু) তাহা দর্শন না করিয়া (আত্মা বা

অরে দ্রষ্টব্যঃ) আমরা পরমাত্মারই উপাসনা করিব। বৈদিক সন্ন্যাসীর পক্ষে শ্রবণ নিত্য অনুষ্ঠেয়। বেদান্ত শ্রবণ ও নিত্যকর্ম না করিয়া যে সন্ন্যাসী অবস্থান করেন, তিনি পতিত হন। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাহা না করিলে পাপগ্রস্ত হইতে হয়, তাহাই নিত্য কর্মরূপে বিহিত। স্মৃতিশাস্ত্রে আছে, "আসুপ্তেরা মৃতেঃ কালং নয়েৎ বেদান্ত চিন্তয়া" ইতি। ইহার অর্থ, যতক্ষণ নিদ্রা না আসে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত মৃত্যু না হয়, সেই পর্য্যন্তই সন্ন্যাসী বেদান্ত চিন্তায় কাল যাপন করিবেন। শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে, যাবজ্জীবন অগ্নিতে হোম করিবে। এই বাক্যে যেমন যতদিন জীবন থাকে, ততদিনই হোম করিতে বলা হইয়াছে, তদ্রূপ সন্ন্যাসীও মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বেদান্ত শ্রবণ করিবেন। ইহাই শাস্ত্রবিধি।

একমাত্র 'ত্বম্' পদার্থ জানার জন্যই যেহেতু সর্বকর্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস শ্রুতিতে বিহিত, সেই হেতুই যিনি তাহা না করেন, তিনি পতিত হন। কারকের (যে সকল কর্ম পুনর্জন্মাদির কারক বা জনক) করণ বা অনুষ্ঠান দ্বারা যেমন সন্ন্যাসী সঙ্গে সঙ্গে পতিত হন, সেইরূপ ব্যঞ্জক অর্থাৎ যাহা 'ত্বম্' পদের অর্থ ব্যক্ত করে, তাহা পরিত্যাগ করিয়াও তিনি পতিত হন। ইহাতে সংশয় নাই। বার্ত্তিককার আচার্য্য সুরেশ্বর ও সংক্ষেপ শারীরককার শ্রীমৎ সর্বজ্ঞাত্ম মুনি আচার্য-দ্বয় এইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন বলিয়া শ্রবণাদি বিরহিত সন্ন্যাসীর পাতিত্যও অভিহিত।

ভক্তিযুক্ত গুরু সেবায় লব্ধ বেদান্ত প্রত্যহ শ্রবণ করিলে অশীতি কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের ফল লাভ হয়। মোক্ষশাস্ত্রে এই বিধি উক্ত হওয়ায় গৃহস্থাদিরও বেদান্ত শ্রবণে কাম্য অধিকার আছে। অন্য

অনেকে বলেন, শম-দমাদি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন একমাত্র সন্ন্যাসীই বেদান্ত শ্রবণের অধিকারী, গৃহস্থাদির উহাতে কোন অধিকার নাই। তবে বৃহদারণ্যক উপনিষদোক্ত যাজ্ঞবল্ক্য-জনক প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞান প্রতিপাদক উপাখ্যান দেখা যায়। উহা আত্মা-ব্রহ্মের সহিত অভেদ প্রতিবাদনার্থ উপাখ্যান মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে উহার কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। ইহা যথার্থ নহে। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি গৃহস্থ ছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে, গৃহস্থ তুলাধারও ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন।

গুণের প্রতি বিতৃষ্ণাই পরম বৈরাগ্য। গুণ-বিতৃষ্ণা বলিতে গুণ পরিহার করার ইচ্ছাই বুঝায়। পাতঞ্জল যোগসূত্রে (১।১৬) উক্ত হইয়াছে, 'তৎ পরং পুরুষখ্যাতে গুণ বৈতৃষ্ণ্যম্'। অর্থাৎ বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ পৃথক। এই ধারণা সুদৃঢ় হইলে গুণময়ী প্রকৃতির ব্যক্ত ও অব্যক্ত বা স্থূল ও সূক্ষ্ম সমস্ত বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণারূপ পরম বৈরাগ্য উদিত হয়। উল্লিখিত যোগসূত্রে (১।২১) কথিত হইয়াছে, তীব্রসংবেগানামাসন্নঃ সমাধিলাভঃ। ইহার অর্থ, বৈরাগ্য মৃদু, মধ্যম ও তীব্র ত্রিবিধ হইতে পারে। যাহাদের বৈরাগ্য তীব্র হয়, তাহাদেরই সমাধিলাভ আসন্ন। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

পূর্বে উপক্রম-উপসংহারাদি বিবেচনান্তে বেদান্ত বাক্যের অর্থ নির্ণয় করিতে বলা হইয়াছে। বৈদিক কর্মানুষ্ঠানের বিধান যে যে শ্রুতিবাক্য সমূহে আছে, তাহাদেরও তদ্রূপ উপক্রমাদি বিচার পূর্বক অর্থ নির্ণীত হয়। প্রকরণ প্রভৃতি বিচার করিয়া লৌকিক বাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা হয়। পূর্বে যে লক্ষণা ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার

বীজ হইতেছে এইরূপ তাৎপর্য্য অথবা অন্বয়ের অনুপপত্তি। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদি বাক্যে এইরূপ অন্বয় বা তাৎপর্যের অনুপপত্তিহেতু লক্ষণা সম্ভব হইয়া থাকে। [জল-স্রোতের মধ্যে জনবহুল কোন গ্রাম থাকিতে পারে না। অতএব উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইলে অন্য কিছুর অনুসন্ধান প্রয়োজন এবং সেই অনুসন্ধানের ফলে লক্ষণা দ্বারা গঙ্গা অর্থে গঙ্গাতীর গ্রহণ।] লক্ষণার বৃত্তি শুধু পদমাত্রে পর্যবসিত নহে, বাক্যেও তাহার সংক্রমণ হইতে পারে। 'গঙ্গায়াং ঘোষ' না বলিয়া যদি 'গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষঃ' (গভীর নদীতে আভীর পল্লী অবস্থিত) এইরূপও বলা হয়, তাহা হইলে পদসমুদায়াত্মক বাক্যেই 'তীর' অর্থ লক্ষণাদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব যে স্থানে অর্থবাদ হয়, সেইস্থানেও প্রাশস্ত্য অর্থে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়; অন্যথা বাক্যের অর্থ ব্যয় হইয়া যায়। সুতরাং অর্থবাদমূলক বাক্যসমূহ প্রাশস্ত্য অর্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া উক্ত বাক্যসমূহ পদস্থানীয় হয় এবং তাহাই এক বাক্যে পরিণত হয়। 'সমিধো যজতি' (যজ্ঞকাষ্ঠ যজ্ঞ করিতেছে) এবং 'দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং স্বর্গকামঃ যজেত' (যিনি স্বর্গ কামনা করেন, তিনি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় যজ্ঞ করিবেন) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে আকাঙ্খা অর্থ দ্বারা একটি বাক্য অন্যটির উপকারক এবং আকাঙ্খিত পদ দ্বারা যেমন বাক্যসমূহ পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনই এই ক্ষেত্রেও একটি বাক্যে অন্যটির আকাঙ্খা পূরণান্তে উভয় বাক্য এক বাক্যে পরিণত হয়।

['সমিধ যজ্ঞ করে', বলিলে কিছুই বোঝা যায় না। জড় পদার্থ সমিধের যজ্ঞ করার সামর্থ্য নাই। অতএব এই স্থানে অর্থ গ্রহণের

জন্য আরও কিছু আকাঙ্খিত। স্বর্গাভিলাষী ব্যক্তি অমাবস্যায় দর্শযজ্ঞ ও পূর্ণিমায় পৌর্ণমাস যজ্ঞ করিবেন, বলায় সেই আকাঙ্খার পূরণ হয়। সুতরাং এই দুই বাক্য লইয়াই পূর্ণার্থ প্রতিপাদক একটি বাক্য হয়।] এইরূপ অবান্তর, আপাততঃ অপ্রাসঙ্গিকরূপে প্রতীয়মান বাক্যসমূহের অর্থজ্ঞানও মহাবাক্যের অর্থজ্ঞানের কারণ। অন্বয়-ব্যতিরেক প্রমাণ দ্বারাও ইহা প্রমাণিত হয়।

[বাক্যস্থিত পদসমূহ দ্বারা অর্থবোধ না হইলে প্রয়োজনীয় অর্থান্তরের কল্পনাই অর্থবাদ। অতএব ইহাও লক্ষণার অন্তর্গত। অগ্নিঃ হিমস্য ভেষজম্, (অগ্নি শৈত্যের ঔষধ) এই স্থানে ঔষধ ভোজন বা পানের বিষয় নহে। যেমন ঔষধ রোগের নিবারক, তেমনই অগ্নিও শৈত্যের নিবারক। ইহাই বুঝিতে হইবে। নিন্দা, প্রশংসা, পরকৃতিও পুরাকল্পভেদে অর্থবাদ চতুর্বিধ।]

এইরূপ যথোক্ত লক্ষণা অর্থবাদাদি সমন্বিত বাক্য পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দ্বিবিধ প্রমা উৎপাদন করে।

পরোক্ষার্থ প্রতিপাদক বাক্যই পরোক্ষ প্রমার উৎপাদক। 'স্বর্গ কামো যজেত' (স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবেন), 'সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ' (ওহে সৌম্য, অগ্রে জগৎ সৎবস্তুই ছিলেন), 'দশমঃ ত্বমসি' (তুমিই দশম) ইত্যাদি বাক্যই হইবে উদাহরণ। যোগ্য বিষয় ও নিরাবরণ সংবিৎ (চৈতন্য) ইহাদের তাদাত্ম্য বা অভিন্নতার অভাবই পরোক্ষত্ব। ধর্ম ও অধর্ম যোগ্যবিষয় নহে বলিয়া (ঘট পটাদির ন্যায় ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণীয় নহে বলিয়া) তাহারা প্রত্যক্ষ নহে। যে বাক্য অপরোক্ষার্থ প্রতিপাদক, তাহাই অপরোক্ষ প্রমার উৎপাদক। 'দশমস্ত্বমসি', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্য ইহার দৃষ্টান্ত। [illegible] নিরাবরণ

সংবিৎ বা চৈতন্যের সহিত তাদাত্ম্য-জ্ঞানই অপরোক্ষত্ব। নিরাবরণ সংবিৎ অর্থে সাক্ষী চৈতন্য। অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে সাক্ষী চৈতন্য বলে। যদি তাহা আবৃত হয়, তাহা হইলে সমস্ত জগৎ অন্ধকার, অপ্রতীত হইয়া পড়ে। তাহা হইতে ভিন্ন যাহা, অথচ তাহা হইতে অভিন্ন, তাহাই তাদাত্ম্য। 'দশমস্ত্বমসি' (দশম তুমি হও) বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা অভিন্ন। এইরূপ অপরোক্ষ প্রতীতিই হইয়া থাকে। বাক্য হইতে পরোক্ষ জ্ঞান এবং মন দ্বারা তাহার সাক্ষাৎকার হয়, তাহা নহে। কারণ মন ইন্দ্রিয়মধ্যে গণ্য নহে। যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, বৃত্তি উৎপাদন কালেও মন সেইরূপ উপাদান অর্থাৎ মনই বিষয়াকারে পরিণত হয় বলিয়া তাহার উপাদান কারণত্ব আছে। কিন্তু মনের করণত্ব না থাকায় তাহা ইন্দ্রিয় নহে। প্রমাণজন্য অপরোক্ষ জ্ঞানই ঐ বিষয়ে ভ্রম নিরাকরণ করে। এরূপ 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যেও 'তৎ' পদের লক্ষ্য ব্রহ্মবস্তু ও 'ত্বম্' পদের লক্ষ্য নিরাবরণ সংবিৎ অভিন্ন বলিয়া নিরাবরণ সংবিৎ-এর সহিত তাহা নিত্যই অপরোক্ষরূপে 'ত্বম্' পদের অর্থ পরিস্ফুট করে। তখন অধিকারী ব্যক্তি মনন, নিদিধ্যাসন ও অন্তঃকরণ সহ কৃত বিচার দ্বারা 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের অর্থ 'আমিই ব্রহ্ম' এই অপরোক্ষ প্রমা উপলব্ধি করে। যখন এই অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, তখনই 'সর্বে বেদা যৎপদমামনন্তি' (সমস্ত বেদই যে পদ ঘোষণা করিয়াছে), 'তম্ ঔপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি' (সেই উপনিষদোক্ত অক্ষর পুরুষ কি তাহা বলিব) এবং নাবেদবিৎ মনুতে তং বৃহন্তম্' (বেদবিৎ ব্যতীত অন্য কেহ সেই বৃহৎ বস্তুকে ধারণা করিতে পারে না) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের গূঢ় অর্থ সমঞ্জস হয়। 'মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্'

(মন দ্বারাই তাহা দর্শনীয়) ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদন করে, মনই বাক্যের সহকারী। তাহা না হইলে 'যন্ মনসা ন মনুতে' (মন দ্বারা যাহা ধারণা করা যায় না) ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যের সহিত বিরোধের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। উক্ত রূপে শাব্দী প্রমা নিরূপিত হইল।

['দশমস্ত্বমসি' (তুমি দশম হও) বাক্যটীর মূলে একটি অদ্ভুত কাহিনী আছে। দশবন্ধু সাঁতার দিয়া নদীর একতীর হইতে অন্য তীরে উপস্থিত হইয়া সকলেই আসিয়া পৌছিয়াছে কিনা দেখার জন্য গণিতে আরম্ভ করিল। যিনি গণনা করিতেছিলেন, তিনি নিজেকে বাদ দিয়া গণনায় নয়জন পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তাইতো আমরা দশজন ছিলাম, নয়জনকে মাত্র পাইতেছি, বাকী দশম ব্যক্তি কোথায় গেল। সেই সময় বাহির হইতে একব্যক্তি তাহাকে এইরূপ চিন্তিত ও বিভ্রান্ত দেখিয়া তাহাকে লইয়া সকলকে গুনিয়া দেখাইয়া দিলেন , এই দেখ, তোমরা দশজনই আছ। যে দশম ব্যক্তিকে খুঁজিতেছিলে, সেই ব্যক্তি তুমি নিজেই। তখন সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারিল, দশম ব্যক্তি ও সে নিজে অভিন্ন। এই অভিন্নতা অপরোক্ষ।]

আর এক প্রকার প্রমা আছে, তাহার নাম অর্থাপত্তি প্রমা। যে স্থানে অর্থের উপপত্তি দেখা যায় না, সেই স্থানে উপপত্তির নিমিত্ত উহা কল্পিত হয়। দেবদত্ত দিনে কিছু খায় না, অথচ সে হৃষ্টপুষ্ট। রাত্রিকালে ভোজন বিনা ইহা সম্ভব নহে বলিয়া সে রাত্রিতে ভোজন করে ; ইহা ধরিয়া লওয়াই অর্থাপত্তি প্রমা। আলোচ্য বিষয়ে হৃষ্ট-পুষ্টত্বের অপ্রাতিপত্তিই এই প্রমার করণ এবং রাত্রিতে ভোজন

কল্পনাই তাহার ফল। দৃষ্টা অর্থাপত্তি ও শ্রুতা অর্থাপত্তি ভেদে অর্থাপত্তি দ্বিবিধ। যখন শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়, তৎপরে উহা রজত নহে, এই জ্ঞানের উদয়ে পূর্বজ্ঞান মিথ্যারূপে জ্ঞাত হয়। রজতজ্ঞান মিথ্যারূপে জানিতে না পারিলে উহার শুক্তিত্বই সত্য, তাহা জানা যায় না। একই সময়ে ইহা শুক্তি ও রজত উভয়ই সত্য, এরূপ দুই প্রকার জ্ঞান হয় না এবং সম্মুখোস্থিত শুক্তিকে রজতরূপে ব্যবহারও করা যায় না। শুক্তি ও রজত উভয়ের মধ্যে একটী সত্য ও অন্যটী মিথ্যা; ইহা স্বীকার করিতেই হয়। তাহা না হইলে প্রকৃত সত্যও বাধিত হয়। যখন সকলেই মনে করেন, শুক্তিতেই রজত দেখিতেছি, তখন রজত দর্শন নিশ্চয়ই অনুভবসিদ্ধ। অতএব যতক্ষণ ভ্রম থাকে, ততক্ষণ শক্তিতে রজতের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। রজতের উৎপত্তি নিমিত্ত সমগ্রভাবে যাহা যাহা প্রয়োজন হয়, তৎসমুদয়ের অভাব থাকিলেও সেই শুক্তির সহিত যখন দর্শনেন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তখন রজতের অস্তিত্বের মানসিক বৃত্তিও উদিত হয়। অর্থাৎ মন ও রজতের আকার ধারণ করে এবং সাক্ষী চৈতন্যেও তাহাই প্রতিভাসিত হয়। শুক্তি সম্বন্ধে এই অবিদ্যা ও ভ্রান্তি হয়। উহার মূলে শুভ্রতাগুণে শুক্তি রজতের সাদৃশ্য হইতে উদ্‌ভূত সংস্কার বিদ্যমান। এই সংস্কার নিমিত্তই শুক্তির আকারে রজতের আকার জ্ঞান হয়। এই জ্ঞান মায়ার কার্য্য রূপে মিথ্যা, এই মিথ্যা দৃষ্ট। যখন শুক্তি সত্য, তখন রজত মিথ্যা। শুক্তি সত্য না হইলে রজত মিথ্যা হইতে পারে না। ইহাই দৃষ্টা অর্থাপত্তি।

[ব্রহ্ম ব্যতীত জগতের অস্তিত্ব নাই। কিন্তু জগৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত

হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জগৎ সত্যরূপে পরিগণিত হয়।] প্রমাণ দ্বারাই নিশ্চিত হয়, আত্মার প্রমাতৃত্ব ও কর্তৃত্বাদি এবং তাহার বন্ধন স্বপ্নবৎ মিথ্যা। অজ্ঞানের প্রভাবে ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়।

এই অভিপ্রায়ে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, পূর্বে দৃষ্ট ও স্মৃত বস্তুর পরে অন্যবস্তুতে যে অবভাস হয়, তাহাকে অধ্যাস বলে। ইহার অর্থ, যেরূপ পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি সংস্কার বশে যাহা থাকিয়া যায়, তাহা এবং পরবর্তীকালে অন্য বস্তুতে তৎসদৃশ যাহা দেখা যায়, এই উভয় সজাতীয়। এইরূপে শ্রুতা অর্থাপত্তি নিরূপিত হয়।

অভাবও একটি প্রমা, যোগ্যবস্তুর অনুপলব্ধিই ইহার কারণ। ভূতলে ঘটের অনুপলব্ধি হইলেই ঘটাভাবরূপ প্রমার উৎপত্তি হয়। এই বিষয়ে অনুপলব্ধিই করণ, ইন্দ্রিয় করণ নহে। ইহার কারণ, অভাবের সহিত তাহার ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ হয় না। ভূতলে ঘটাভাব বলিলে যে স্থানে ঘটের অভাব, সেই অধিকরণ অর্থাৎ ভূতলের সহিত সন্নিকর্ষ মাত্রেই তাহার কার্য্য শেষ হয়। [কোনও কার্য্যের উৎপত্তি নিমিত্ত যাবতীয় অনুকূল দ্রব্যের বিদ্যমানতার নাম যোগ্যতা। যোগ্যতা-সম্পন্ন বস্তুই যোগ্য। ঘট প্রত্যক্ষ করিতে হইলে অক্ষুণ্ণ দৃষ্টিশক্তি, প্রচুর আলোক ইত্যাদি বস্তুর সদ্ভাব আবশ্যক। অতএব ঘট থাকিতেও যদি অন্ধ তাহা দেখিতে না পায়, অথবা অন্ধকারে ঘট থাকিলে তাহা দেখিতে না পাওয়া যায়, তাহাতে ঘটাভাব প্রমাণিত হয় না। ইহার কারণ, সেইস্থলে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই। প্রত্যক্ষের যোগ্যতা থাকিলেও যদি প্রত্যক্ষ না হয়, সেই স্থলেই অভাব বলা যায়।] কারণ দ্বিবিধ, উপাদান ও নিমিত্ত। অসাধারণ কারণকেই করণ বলে। কারণ কার্য্যের নিয়ত পূর্ববর্তী থাকে।

যে কারণ কার্যের সহিত অন্বিত, তাহাই উপাদান কারণ; যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ। যে কারণ কার্য্যের অনুকূল ব্যাপার সম্পন্ন, তাহাই নিমিত্ত কারণ; যেমন কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ। যখন ব্রহ্ম মায়া দ্বারা উপহিত হন, তখন উপাধির প্রাধান্য বলে তিনি প্রপঞ্চের উপাদান কারণ এবং তাহার স্ব প্রাধান্য রূপে তিনি নিমিত্ত কারণ। শ্রুতিবাক্য 'তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়' (তিনি দেখিলেন, আমি একা আছি, বহু হইব) এবং ব্রহ্মসূত্র (১।৪।২৩) 'প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা দৃষ্টান্তানুপরোধাৎ' ইত্যাদি-ই ইহার প্রমাণ।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬।২।৩ উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম লক্ষ্য করিলেন, দর্শন বা চিন্তা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব। অনন্তর তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন ইত্যাদি।

এই শ্রুতি বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন হয়, যেরূপ স্বর্ণকার সুবর্ণ-কুণ্ডলাদির নিমিত্ত কাবণ, তদ্রূপ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ। তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব তিনি সৃষ্টিকর্তা, কিন্তু জগৎ নহেন। 'প্রকৃতিশ্চ' ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ মাত্র বলা চলে না। তিনি উপাদান কারণও বটে। অন্য শ্রুতি বাক্যে উক্ত হইয়াছে, যেমন একমাত্র মৃত্তিকাকে জানিলেই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থকেই জানা যায়, তদ্রূপ একমাত্র ব্রহ্ম-বস্তুকে জানিলে (জগদাদি) সমস্ত জানা যায়। ব্রহ্মকে জানিলে সকল জানা যায়, ইহা প্রতিজ্ঞা। ইহার উদাহরণ, মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ জ্ঞাত হয়। মৃত্তিকা মৃণ্ময় পদার্থের উপাদান কারণ। অতএব যদি ব্রহ্মও জগতের উপাদান কারণ না

হন, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানে সমস্ত বস্তুর জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই স্বীকার করিলে উক্ত প্রতিজ্ঞা ও তাহার দৃষ্টান্তের মধ্যে কোনও বিরোধ থাকে না।]

পূর্বোক্ত কারণ দ্বিবিধ—সাধারণ কারণ ও অসাধারণ কারণ। যাহা কার্য্য মাত্রেরই উৎপাদক, তাহাই সাধারণ কারণ, যেমন অদৃষ্ট। যাহা কার্য্য বিশেষের উৎপাদক, তাহাই অসাধারণ কারণ; যেমন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ্যাদি ব্যাপারে চক্ষুরাদি। এইরূপে ঘটাভাব প্রভৃতি স্থলে ঘটের অনুপলব্ধিই অসাধারণ কারণ এবং তাহাই অনুপলব্ধির কারণ। এখানে ঘট আছে কিনা, এইরূপ তর্ক বা জিজ্ঞাসা উপস্থিত হইলে প্রতিযোগী বিদ্যমান থাকিলে নিশ্চয়ই ঘটের উপলব্ধি হইবে। যাহার অভাব কল্পিত হয়, সেই তাহার প্রতিযোগী, যেমন ঘটাভাবের প্রতিযোগী ঘট। উক্ত উপলব্ধিই যাহার প্রতিযোগী, তাহাই যোগ্যানুপলব্ধি। তাহাদ্বারাই অভাব গৃহীত বা স্বীকৃত হয়।

নঞ্ এর অর্থ দ্বারা যাহা বুদ্ধির বিষয় হয়, তাহাই অভাব। অত্যন্তাভাব একমাত্র, কারণ তাহার ভেদ বা নানাত্বের কোন প্রমাণ নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে ৬।২।১ আছে, 'সদেব সৌম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ' (ওহে সৌম্য, অগ্রে এই একমাত্র সৎ পদার্থই ছিলেন)। আবার ব্রহ্মসূত্র (২।৬।১৬) বলেন, সত্ত্বাচ্চাবরস্য ইতি। ইহার অর্থ, কার্য্যের পূর্বেও কার্য্য কারণরূপে বর্তমান থাকে। এইরূপ কথিত হওয়ায় প্রাগভাবের স্বীকৃতি কঠিন।

আত্মজ্ঞান লাভের পূর্বে কার্য্যরূপ দৃশ্য জগতের সম্পূর্ণ নাশ হয়। ইহা স্বীকার করা যায় না বলিয়া ধ্বংসাভাবও স্বীকার করা কঠিন।

অনাদি নিত্য ও কালত্রয়ে বিদ্যমান অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব থাকিলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সহিত বিরোধ ঘটে। অতএব অত্যন্তাভাব একমাত্র।

এই অভাবও পারমার্থিক ও ব্যবহারিকভেদে দ্বিবিধ। শ্রুতিবাক্যে আছে, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন' (এক ব্যতীত বহু বস্তু নাই)। এই শ্রুতিবাক্যে কথিত জগৎ প্রপঞ্চের অত্যন্তাভাব পারমার্থিক। শ্রুতিতে কথিত হয়, সেই ব্রহ্ম অধিষ্ঠানরূপ, অধিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ইহাই কাহারও কাহারও মতে উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। ভূতলে ঘট নাই, ইত্যাদি স্থলে ঘটের যে অত্যন্তাভাব, তাহাই ব্যবহারিক। ইহাই অভাবের প্রতিযোগী বিষয়ের প্রতীতির প্রকার বিশেষ। তার্কিকগণ বলেন, 'ঘট নাই' ইত্যাদিই অত্যন্তাভাবের দৃষ্টান্তস্থল। সমস্ত বস্তুই অনিত্য এবং সেই অনিত্যতা বোধ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়। অন্যান্য পণ্ডিতবৃন্দ ব্যবহারিক জগতের লৌকিক বা ব্যবহারিক বুদ্ধির অনুসরণপূর্বক অভাবের অন্যবিধ ভেদও স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে অভাব চতুর্বিধ—প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অত্যন্তাভাব ও অন্যোন্যাভাব। উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যের অভাবকে প্রাগভাব বলে। মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপত্তির পূর্বে যে ঘটাভাব, তাহাই প্রাগভাব। প্রতিযোগীর সহিত সামান্যাধিকরণ্যের অভাবই অত্যন্তাভাব, যেমন ভূতলে ঘট নাই ইত্যাদি। তাদাত্ম্য সম্বন্ধ দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীতার নিরূপক অভাবকে অন্যোন্যাভাব বলা হয়। ইহার দৃষ্টান্ত, ভূতলে অবস্থিত দুইটি ঘটের মধ্যে একটী ঘটের অস্তিত্ব অন্য ঘটে নাই। সমস্ত অভাবই অনিত্য। এইরূপে অভাব-প্রমা নিরূপিত হয়। উক্তরূপ ষড়্‌বিধ প্রমাণ দ্বারা আবরণ

সহিত অজ্ঞান নিবর্তিত হয়। পরোক্ষপ্রমা দ্বারা অসত্ত্বা-পাদক মূঢ়তারূপ অজ্ঞান এবং অপরোক্ষপ্রমা দ্বারা অসত্ত্বের আভাস প্রতি-পাদক অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়।

[অদ্বৈত বেদান্তের মুখ্যতম প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নাই। কিন্তু সর্বদা প্রপঞ্চ আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান দেখিতেছি। যদি ব্রহ্ম ব্যতীত কিছু নাই থাকে, তবে দৃশ্য প্রপঞ্চ কি? ইহার উত্তরে বেদান্তবাদী বলেন, ইহার কোন সত্ত্বা বা অস্তিত্ব নাই। মায়া-মোহে অভিভূত হইয়া আমরা এই দৃশ্য জগৎ দেখিতেছি।

মায়াপাশ সংছিন্ন করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেই ইহার অভাব বুঝিতে পারিব। এই ক্ষেত্রে তার্কিকের নিকট প্রশ্ন উপস্থিত হয়, অভাব কি? সত্যই অভাব নামে কোন পদার্থ আছে কি? তর্ক-শাস্ত্রের পরমাচার্য্য গৌতম ষোড়শ পদার্থ ও কণাদ যে ছয় পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, তন্মধ্যে অভাব নামে কোন পদার্থ নাই। কিন্তু পরবর্তী দার্শনিকগণ বলেন, 'কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ', 'ক্রিয়াগুণ দ্রব্য ব্যপদেশাভাবাৎপ্রাগসৎ' ইত্যাদি। তাঁহারা মনে করেন, কণাদকৃত বৈশেষিক দর্শনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অভাব নামক একটি পদার্থও স্বীকার করা প্রয়োজন। ইহাদের মতে অভাব চতুর্বিধ। মৃত্তিকা হইতে ঘটোৎপত্তির পূর্বে ঘট থাকে না। ইহাকে প্রাগভাব বলে। পরবর্তীকালে কার্য্যের উৎপত্তি দ্বারা প্রাগভাবের নিবৃত্তি হয়। উৎপন্ন ঘট বিনষ্ট হইলে আর ঘট থাকে না। ইহাই ধ্বংসাভাব। ধ্বংসাভাবের পূর্বে বস্তুর অস্তিত্ব আছে, পরে নাই। অশ্বে গোত্ব নাই এবং গো জন্তুতে অশ্বত্ব নাই। ইহাই অন্যোন্যাভাব। ভূতলে ঘট নাই অর্থাৎ ভূতল দেখিতেছি, কিন্তু সেখানে ঘট দেখিতে পাইতেছি না।

এইরূপ অভাবকেই অত্যন্তাভাব বলা হয়। ভাব একটি পদার্থ। ইহা কোথায় নাই, কোথাও যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহারই অভাব হয়। এই ঘরে ঘট নাই বলিলে এই ঘরে ঘটের অত্যন্তাভাব সত্ত্বেও অন্যঘরে বা অন্যত্র বহুস্থানে ঘট অছে, ইহা স্বীকার করিতেই হয়। ভাবেরই অভাব হয়। এইজন্য আকাশ কুসুম, অশ্বডিম্ব প্রভৃতি যাহা কোথাও নাই, তাহার ভাব না থাকায় অভাবও নাই। অবশ্য ভাব মূর্ত্ত ও অমূর্ত উভয় হইতে পারে। অতএব আমরা যেমন বলিতে পারি, ঘট নাই; তেমনই বলিতে পারি, দায় নাই, বিশ্বাস নাই ইত্যাদি অভাব পদার্থ; কারণ ইহা বুদ্ধিগ্রাহ্য। যাহা বুদ্ধিগ্রাহ্য, তাহা পদার্থরূপে নিশ্চয় স্বীকার্য্য।

তার্কিকগণ চতুর্বিধ অভাব স্বীকার করিলেও বৈদান্তিকগণ একমাত্র অত্যন্তাভাবই স্বীকার করেন। ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে প্রপঞ্চের অভাবকে অত্যন্তাভাব বলে। সেইস্থানে অন্য কোন অভাবের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না। পূর্বে কথিত হইয়াছে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে জগৎ অবশ্যই আছে ও নিশ্চয়ই তাহা ভাব পদার্থ। ইহা মায়ার খেলা হইলেও ব্রহ্মাই একপক্ষে যেমন ইহার নিমিত্ত কারণ, অন্য পক্ষে তেমনি আবার উপাদান কারণ। এখন প্রশ্ন উঠে, ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার নাশতুল্য দৃশ্য জগৎ জ্ঞান-দৃষ্টি দ্বারা একেবারেই অপসৃত হউক। ব্যবহারিক দশায় জগৎকে সম্যক অস্বীকার করা যায় না। জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, কার্যরূপে পরিণতির পূর্বে ইহা কোথায় বা কিরূপে ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে কথিত হইয়াছে, 'সত্ত্বাচাবরস্য' ইতি। তখন জগৎ কারণরূপে ব্রহ্মে লীন ছিল। যেমন ঘট উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকার মধ্যেই লীন থাকে, তেমনই

প্রত্যেক কার্য্যেই উৎপত্তির পূর্বে স্বকারণে লীন থাকে। অবরকালে, পরবর্ত্তীকালে কার্য্যরূপে তাহা প্রকাশিত হয়। ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগৎ ব্রহ্মেই লীন ছিল, আবার লয় কালে উহা ব্রহ্মে প্রলীন হইবে। যখন দেখিব, ভূতলই আছে, ঘট নাই; ব্রহ্মই আছেন, প্রপঞ্চ নাই, তখন প্রপঞ্চের সেই অভাব অত্যন্তাভাব। ইহাই বেদান্তীর সিদ্ধান্ত।]

অথর্ব বেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে (২।২।৫) এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

যস্মিন্ দ্যৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষম্
ওতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সর্বৈঃ।
তমেবৈকং জানথ আত্মানম্
অন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

যাঁহাতে দ্যুলোক (স্বর্গ) পৃথিবী ও অন্তরিক্ষ এবং ইন্দ্রিয় বর্গ ও মন সহ পঞ্চ প্রাণ সমর্পিত, সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মাকেই বিজ্ঞাত হও। অনন্তর অন্য সর্ব বাক্য বর্জন কর। এই আত্মজ্ঞানই মোক্ষপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সেতু। একমাত্র আত্মজ্ঞানদ্বারা ত্রিতাপ নিবৃত্ত ও সংসৃতি নিরুদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত

তৃতীয়-পরিচ্ছেদ

যে জ্ঞান ভ্রম হইতে অভিন্ন, তাহাই অপ্রমা। যে পর্য্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া ভ্রম নিরসন না করে, সে পর্য্যন্ত শুক্তিতে রজত ভ্রম প্রভৃতিও জ্ঞান। অপ্রমা দ্বিবিধ—স্মৃতি ও অনুভূতি। সংস্কার মাত্র হইতে উৎপন্ন জ্ঞানকে স্মৃতি বলে। এই স্মৃতিও যথার্থা ও অযথার্থা রূপে দ্বিবিধ। যথার্থা স্মৃতিও অনাত্মস্মৃতি এবং আত্মস্মৃতি ভেদে দুই প্রকার। এই ব্যবহারিক প্রপঞ্চ শুক্তিতে রজত বোধ বা মরুভূমে জল ভ্রম তুল্য মিথ্যা। কারণ, ইহা দৃশ্য, জড় ও পরিছিন্ন। এইরূপ অনুমান দ্বারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের যে অনুসন্ধান হয়, তাহাই যথার্থা অনাত্মস্মৃতি। 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যার্থের অনুসন্ধানই যথার্থা আত্ম-স্মৃতি। পূর্বের ন্যায় অযথার্থা স্মৃতিও দুই প্রকার। প্রপঞ্চের সত্যতা অনুসন্ধানই অযথার্থা অনাত্মস্মৃতি, যেহেতু প্রপঞ্চ মিথ্যা বস্তু ভিন্ন আর কিছু নহে। অহঙ্কারাদিতে আত্মানুসন্ধান বা কর্ত্তৃত্বের অনুসন্ধানই অযথার্থা আত্মস্মৃতি। স্বপ্ন একরূপ অনুভব, উহা স্মৃতি নহে। উহা পরে ব্যাখ্যাত হইবে। স্মৃতি ভিন্ন যে জ্ঞান, তাহাই অনুভূতি এবং এই অনুভূতিও যথার্থা ও অযথার্থা ভেদে দ্বিবিধা। ইহা পূর্বেই নিরূপিত হইয়াছে, যথার্থা অনুভূতিকে প্রমা বলে। যে অনুভূতির বিষয় বাধিত হয়, সেই অনুভূতিই অযথার্থা। ইহাও সংশয়াত্মিকা ও নিশ্চয়াত্মিকা ভেদে দুই প্রকার। একই ধর্মীতে ভাসমান বিরুদ্ধ নানা-কোটিক জ্ঞানই সংশয়। কেহ কেহ বলেন, একই ধর্মীতে স্বাকার বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় বিশিষ্ট বস্তুদ্বয়াবগাহী জ্ঞানই

সংশয়। সংশয়ও প্রমাণ সংশয় এবং প্রমেয় সংশয় ভেদে দুই প্রকার। প্রমাণগত সংশয়ই প্রমাণ সংশয়। অনভ্যাস দশায় জলোৎপন্ন জল-জ্ঞান সত্য কিনা, ইহাই সংশয়। প্রামাণ্য নিশ্চিত হইলে এই সংশয় নিবৃত্ত হয়। প্রামাণ্য নিশ্চয় স্বতঃই হয়।

[পণ্ডিত বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন প্রণীত 'ভাষা পরিচ্ছেদ' গ্রন্থে আছে, তচ্ছূন্যে তন্মতির্যাস্যাৎ অপ্রমা সা নিরূপিতা। ইহার অর্থ, যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা আছে বলিয়া যে বোধ হয়, তাহাই অপ্রমা। একই ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের নাম অভ্যাস। ইহা পর্য্যবেক্ষণের নামান্তর। একটি কূপ খনন করিয়া জল দেখিতে পাওয়া গেল, জল দেখিয়া জল আছে বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই জলোৎপন্ন জল-জ্ঞান। এই স্থলে সংশয় উঠে, জল কি পূর্ব হইতেই ছিল, বা খননের ফলে আবির্ভূত হইয়াছে। বারবার একাধিক স্থানে কূপ খনন করিলে খননের ফলে যে জল নিম্ন-দেশ হইতে উত্থিত হয়, তাহা জানা যায়। এইরূপ অভ্যাস বা একই ক্রিয়ার পুনঃ পুনঃ অনুশীলন দ্বারা প্রকৃত তথ্য জানা যায়। তখন আর কোন সংশয় থাকে না। আপাততঃ মনে হইতে পারে, নিশ্চয়ের অভাবই সংশয়, বস্তুতঃ তাহা নহে। জগতে বহু বস্তু আছে, যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের কোন জ্ঞান বা নিশ্চয় নাই। বস্তুসমূহ সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলিয়া সে সম্বন্ধে যেমন কোন নিশ্চয় নাই, তেমনই কোন সংশয়ও নাই। অতএব নিশ্চয়ের অভাবই সংশয় নহে। অস্পষ্ট আলোকে দূর হইতে কোন বস্তু দেখিয়া উহা কি একটি শুষ্ক বৃক্ষ (স্থাণু) বা একজন মানুষ (পুরুষ) এইরূপ যে অনিশ্চয়, একই বস্তুতে পর্য্যায়ক্রমে স্থাণু এবং পুরুষের জ্ঞান, ইহাই সংশয়।]

যাহা যে প্রকার, তাহাতে সেই প্রকার উপলব্ধি প্রামাণ্য নামে অভিহিত এই জ্ঞান স্বতঃ অর্থাৎ স্বাশ্রয় গ্রাহকের গ্রাহ্য। সাশ্রয় অর্থে বৃত্তিজ্ঞান, তাহার গ্রাহক সাক্ষী চৈতন্য। উহা তাহাতে স্থিত প্রামাণ্যকে গ্রহণ করে বলিয়া প্রামাণ্য স্বতঃই হয়। যাহা অপ্রামাণ্য, তাহা অন্য দ্বারা গৃহীত। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তাহা আছে বলিয়া যে জ্ঞান, তাহাই অপ্রামাণ্য। যাহাতে যাহা নাই, বৃত্তিজ্ঞান দ্বারা তাহা উপনীত হয় না বলিয়া সাক্ষী চৈতন্যও তাহা গ্রহণ করিতে পারে না। সেহেতু অপ্রামাণ্যকে অন্য দ্বারা গৃহীত বলা হয়। প্রামাণ্য স্বতঃ হইলেও নানাবিধ দোষ হেতু সংশয় উপস্থিত হয়। ইহাই প্রামাণ্য সংশয়। অদ্বৈত বেদান্তে প্রতিপাদিত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-বস্তু চক্ষুরাদি করণ বা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। সত্যই উক্তরূপ কোন বস্তু আছে কিনা, তাহাতে সংশয় হইতে পারে। কিন্তু বেদান্ত শ্রবণ দ্বারা ওই সংশয় নিবৃত্ত হয়। শ্রবণ কাহাকে বলে, তাহা পূর্বেই নিরূপিত হইয়াছে। ঐ বিষয়ে বেদান্ত দর্শনের প্রথম অধ্যায় পাঠ করিলে বিশিষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়। অনাত্মগতা ও আত্মগতা ভেদে প্রমেয়গত অসংভাবনাও দ্বিবিধ। ইহা কি স্থাণু বা পুরুষ, এইরূপ সংশয়ই অনাত্মগত সংশয়। আত্মগত সংশয় অনেক প্রকার। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় বা সদ্বিতীয়। ব্রহ্ম অদ্বিতীয় হইলেও আনন্দ তাঁহার গুণ বা স্বরূপ ইত্যাদি পরমাত্মগত সংশয়ই আত্মগত সংশয়। আত্মা কি দেহাদি হইতে অতিরিক্ত বস্তু? দেহাদি হইতে অতিরিক্ত হইলেও আত্মা কর্ত্তা বা অকর্ত্তা? যদি আত্মা অকর্ত্তা হন, তিনি কি চিৎ স্বরূপ বা অচিৎ স্বরূপ? চিৎ স্বরূপ হইলেও আত্মা আনন্দ স্বরূপ কিনা, ইত্যাদি জীবগত সংশয় বহুবিধ। জীব

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ হইলেও তাহা কি পরমাত্মা হইতে অভিন্ন? অভিন্ন হইলেও তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানে মোক্ষ লাভ হয় কি না? মোক্ষদ হইলেও সেই জ্ঞান কর্ম্ম সমুচ্চিত অথবা কেবল অগ্নিষ্টোমাদি কর্ম-সমূহের অনুষ্ঠানসমেত জ্ঞানই কি মুক্তিদায়ক অথবা একমাত্র শ্রবণ-মননাদি দ্বারা যে ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তাহাই কি মুক্তিপ্রদ? এইরূপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যগত অনেক সংশয় উত্থিত হয়। এই সকল সংশয় ও তর্কাত্মক মনন দ্বারা নিবৃত্ত হয়। অনিষ্ট প্রসঙ্গের নামই তর্ক।

ইষ্ট অর্থে অভীষ্ট বা অভিপ্রেত। কোনও মতদ্বৈধ বা সংশয় না থাকিলে সেই ক্ষেত্রে তর্ক উঠে না। তার্কিকের যাহা অভিষ্ট, তিনি যাহা চাহেন, তাহা ভিন্ন একটি অনভিপ্রেত বস্তু আসে বলিয়া তর্ক হয়। তর্ক দ্বারা অনভিষ্ট বস্তুর নিরাকরণ করিয়া অভিষ্ট বস্তু প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাপ্য ধূমাদি আরোপণপূর্বক ব্যাপক অগ্নি প্রভৃতির আপাদন বা প্রতিষ্ঠাই তর্ক। যাহা ব্যাপ্তির আশ্রয়, তাহাই ব্যাপ্য এবং যাহা ব্যাপ্তির নিরূপক, তাহাই ব্যাপক। যদি জগৎ প্রপঞ্চ সত্য হয়, তাহা হইলে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই, এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়। যদি পরমাত্মা ও জীবাত্মা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা ঘটাদি সদৃশ অনাত্মা ও অনিত্য হইয়া পড়ে। যদি আত্মা আনন্দ স্বরূপ না হন, তাহা হইলে তাঁহার উপলব্ধির জন্য কেহ কোন চেষ্টাই করিবে না। এইরূপ বিবিধ ব্যাপারে আরোপ দ্বারা যে ব্যাপকের প্রসঙ্গ উঠে, শ্রুতি বাক্যে বর্ণিত তর্কে তাহাই দ্রষ্টব্য। ইহাও পূর্বে নিরূপিত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে মননরূপ এই জ্ঞান লাভ করা যায়।

সংশয়ের বিরোধী জ্ঞানকে নিশ্চয় বলে। এই নিশ্চয়ও যথার্থ এবং অযথার্থভেদে দুই প্রকার। যে নিশ্চয়ে কোনও রূপ অসংগতি নাই, তাহাই যথার্থ নিশ্চয়। এই বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। যে নিশ্চয়ে সংগতি নাই, তাহাই অযথার্থ নিশ্চয়। ইহা তর্ক ও বিপর্য্যয় ভেদে দ্বিবিধ। বিপর্যয় মিথ্যা জ্ঞানের নামান্তর। ইহার অর্থ যাহা যাহা নহে, তাহাতে সেই বস্তুর বোধকে বিপর্যয় বলে। ইহা নিরুপাধিক ও সোপাধিক ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে নিরুপাধিক নিশ্চয় আবার বাহ্য ও অভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। শুক্তি প্রভৃতি বস্তুতে রজত জ্ঞান বাহ্য নিশ্চয়। আমি অপ্রজ্ঞ, ব্রহ্ম কি তাহা আমি জানি না ইত্যাদি আভ্যন্তর নিরুপাধিক নিশ্চয়। সোপাধিক নিশ্চয় বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। যখন জবাকুসুমাদি দ্বারা উপহিত স্ফটিক লোহিতরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাই বাহ্য সোপাধিক নিশ্চয়। আকাশাদি প্রপঞ্চের অস্তিত্ব বোধও বাহ্য নিশ্চয়। কর্ম অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানীবৃন্দের অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হয়, সেই পর্য্যন্ত প্রপঞ্চের উপলব্ধি হইয়া থাকে। 'আমি কর্তা' ইত্যাদি বোধই আভ্যন্তর সোপাধিক নিশ্চয়। স্বপ্নও একপ্রকার আভ্যন্তর সোপাধিক ভ্রম; কিন্তু স্মৃতি তাহা নহে। জাগ্রৎ অবস্থায় যে সমস্ত ভোগপ্রদ কর্ম কৃত হয়, তাহার বিরতি হইলে স্বপ্নাবস্থায় ভোগপ্রদ কর্মসমূহের উদ্রেক হয়। উক্ত অবস্থায় বিষয়-গ্রাহক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বাসনা দ্বারা বাসিত এবং অন্তঃকরণ নিদ্রা নামক দোষ দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে এবং বিষয় গ্রাহক চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহ বৃত্তির আকারে রথাদিরূপে পরিণত হয়। ইহার অর্থ, ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের

আকার ধারণ করে। অন্তঃকরণ দ্বারা উপহিত সাক্ষী চৈতন্যে বাহিরের অন্য কোনও নূতন বস্তুর অবভাস হয় না। এই চৈতন্যই স্বয়ং স্বকীয় আভাস সৃষ্টি করে। এই হেতু স্বপ্নাবস্থায় সাক্ষী চৈতন্যকে স্বপ্রকাশ রূপে জানিতে হয়। জাগ্রৎ অবস্থায় সূর্য্যাদির তেজে নিস্তেজ হওয়ায় সাক্ষী চৈতন্যের স্বপ্রকাশত্ব জানা কঠিন। পরন্তু স্বপ্নাবস্থায় সূর্য্যাদির অনুপস্থিতি হেতু তাহাদের ক্রিয়া না থাকায় সাক্ষীর স্বপ্রকাশত্ব বুঝিতে পারা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (চতুর্থ অধ্যায়ে তৃতীয় ব্রাহ্মণে) আছে, স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্বতো মাত্রামুপাদায় স্বয়ং বিহৃত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্ব পিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি, ন তত্র রথা ন রথ যোগা ন পন্থানোভবন্তি অথ রথান্ রথ-যোগান্ পথঃ সৃজতে ইত্যাদি। ইহার অর্থ, যখন তিনি প্রসুপ্ত থাকেন, তখন জগতের সর্বস্থান হইতে মাত্রা বা ইন্দ্রিয়ের শক্তি গ্রহণ করিয়াই স্বয়ং বিহার করেন। উক্ত শক্তির বলে স্বয়ং সবকিছু নির্মাণপূর্বক নিজ আলোক, নিজ জ্যোতিঃ দ্বারা সমস্ত ব্যাপ্ত করিয়া তিনি প্রসুপ্ত থাকেন। এই হেতু তখন তিনি স্বয়ংজ্যোতি বা স্বপ্রকাশরূপে বিরাজ করেন। সেই স্থানে রথও নাই, রথের সহিত কাহারো যোগ বা কোন পথও নাই, অথচ তিনি নিজেই রথ। রথের সহিত যুক্ত অশ্ব, সারথি প্রভৃতি এবং পথাদি তিনি সৃষ্টি করিয়া থাকেন। উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে যাহাকে স্বয়ংজ্যোতিঃ বলা হইয়াছে, উহার অর্থ স্বপ্রকাশ। তাহা সাক্ষী চৈতন্যই অন্য কোন বিষয় নহে। এইরূপে স্বপ্ন একপ্রকার অনুভূতি মাত্র,স্মৃতি নহে। তাহা না হইলে ‘রথ’ দেখিতেছি, এই অনুভব-মূলক জ্ঞান না হইয়া পূর্ব দৃষ্ট রথ স্মরণ করিতেছি, এইরূপ জ্ঞানই হইত।

উপাধি বিশিষ্ট পদার্থের উপাধি নিবৃত্ত হইলে উপাধিজনিত ভ্রমেরও অবসান ঘটে। যেমন জবাফুলটি সরাইয়া লইলে শুভ্র স্ফটিককে লোহিতরূপে আর ভ্রম হয় না। জাগ্রত অবস্থায়ও যে বিষয় প্রত্যক্ষ করা যায়, তাহার অভাবে তাহা আর প্রত্যক্ষ হয় না। দৃষ্ট রথকে চক্ষুর সম্মুখ হইতে সরাইয়া লইলে আর রথ দেখা যায় না। কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় বিষয়সমূহ অন্তঃকরণস্থ মায়া বলে শুদ্ধচৈতন্যে অধ্যস্ত হয়। এই হেতু প্রকৃত প্রস্তাবে রথাদি না থাকিলেও ইন্দ্রিয়ের শক্তি সমন্বিত অন্তঃকরণে বাসনারূপে অবস্থিত রথাদি দৃষ্ট হয়। এই ক্ষেত্রে কার্য্যরূপ নিদ্রা দ্বারা আচ্ছন্ন অন্তঃকরণই উপাধি।

[বাসয়তি ইতি বাসনা। বস্ ধাতু + নিচ্ + যুচ্ ; যাহা বাস করায়, তাহাই বাসনা। সুগন্ধি পুষ্প ও তিল একত্রে দীর্ঘকাল রাখিলে পুষ্প স্বয়ং তিলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না ; কিন্তু তাহার সৌরভকে তিলের মধ্যে বাস করায়। এই অর্থে কথিত হয়, তিল পুষ্প সৌরভে বাসিত। জাগতিক বস্তুসমূহ অন্তঃকরণে প্রবেশ করে না, কিন্তু তিলে পুষ্পের সৌরভ প্রবেশতুল্য তাহারাই স্বরূপে অন্তঃকরণে বাস করে। জগতের বস্তু দ্বারা অন্তঃকরণ বাসিত হয়। এইরূপ অবস্থিতিই বাসনা। তিলের মধ্যে পুষ্প প্রবেশ না করিলেও তাহার সৌরভরূপ গুণ তিলে প্রবিষ্ট হয়। সশরীরে কোনও রমণী অন্তঃকরণে প্রবিষ্টা না হইলেও তাহার আকার বিশিষ্ট রূপ প্রবেশ করে। সাক্ষী চৈতন্যে তাহারই অবভাস বা প্রতিবিম্ব পতিত হয়। ইহাই বাসনার স্বভাব।]

প্রকারান্তরে অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপে ও অবিদ্যা বৃত্তিরূপে বিপর্য্যয়ও দুই প্রকার। স্বপ্নাদি অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ, শুক্তি প্রভৃতিতে

রজতাদি ভ্রম অবিদ্যার বৃত্তি রূপ। সংশয় অবিদ্যার বৃত্তিরূপ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। নিরুপাধিক বিপর্য্যয় নিদিধ্যাসন দ্বারা নিবৃত্ত হয় এবং সোপাধিক বিপর্য্যয় উপাধি নাশে নিবৃত্ত হয়। নিদিধ্যাসন কাহাকে বলে, তাহা পূর্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রের তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারা অসংভাবনা ও বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তি ঘটিলে যখন কোন প্রতিবন্ধক না থাকে, তখন 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে 'আমিই ব্রহ্ম' এই অপরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন হয়। উক্ত মর্মে শ্রুতি বলেন, ঐহিকমপ্যপ্রস্তুত প্রতিবন্ধেতদ্দর্শনাৎ ইতি। ইহার অর্থ, প্রতিবন্ধক না থাকিলে ইহলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। প্রতিবন্ধকও ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ভেদে ত্রিবিধ। পূর্বানুভূত বিষয়ের আবেশ নিবন্ধন পুনঃপুনঃ স্মরণই ভূত প্রতিবন্ধক। কথিত আছে, কোনও ভিক্ষুর পূর্বানুভূত মহিষীর স্মরণ নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞানের উৎপত্তি না হওয়ায় গুরু কর্ত্তৃক সেই উপাধি বিশিষ্ট ব্রহ্মের অনুসন্ধান করিয়াই সেই প্রতিবন্ধ নিবৃত্ত হইয়াছিল। [শোনা যায়, কোন শিষ্যকে গুরু 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যান করিতে উপদেশ দিলে গৃহাশ্রমে যে মহিষী (স্ত্রী মহিষ) তাহার অতিপ্রিয় ছিল, বারবার তাহার চিন্তাই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিত, অন্য কোন চিন্তা মনে স্থান পাইত না। শিষ্যের অবস্থা দেখিয়া গুরু বলিলেন, আচ্ছা, আজ হইতে তুমি নিজেকে সেই স্ত্রী মহিষী রূপেই চিন্তা কর। উপদিষ্ট শিষ্য সেই চিন্তায় অচিরে সফল কাম হইল। একদিন গুরু তাহাকে গৃহে প্রবেশ নিমিত্ত আহ্বান করিলে শিষ্য বলিল, আমি দরজা দিয়া ঢুকিতে পারিতেছি না, আমার শিঙ্ চৌকাঠে আটকাইয়া যাইতেছে। তখন গুরু সন্তুষ্ট

হইয়া বলিলেন, বৎস তুমি ধ্যানের পথ এত দিনে পাইয়াছ। এইবার যেরূপে অবিরাম আমি 'মহিষী' (পশুরূপ) এই চিন্তা করিতে, তদ্রূপ 'আমি ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তায় মগ্ন হও। যোগ্য শিষ্যও সিদ্ধগুরুর উপদেশ পালনপূর্বক সিদ্ধিলাভ করিলেন।]

ভাবী প্রতিবন্ধক দুই প্রকার। যথা প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় ও ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির ইচ্ছা। প্রারব্ধ কর্মও দ্বিবিধ। একপ্রকার প্রারব্ধ কর্মে ফলাভিলাষ বিদ্যমান থাকে, অন্যবিধ প্রারব্ধ কর্ম কেবল নামে অভিহিত, অর্থাৎ তাহাতে ফলাভিলাষ নাই। ফলাভিলাষযুক্ত প্রারব্ধ কর্ম ফল-দানান্তে নিবৃত্ত হয়। যতক্ষণ তাহা থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ইহার কারণ, সেই পর্য্যন্ত ফলাভিলাষের প্রাবল্য থাকে। উক্ত মর্মে শ্রুতি বলেন, "স যথাকামো ভবতি তথা ক্রতুর্ভবতি। য ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে, যৎ কর্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে ইতি।" ইহার অর্থ, মনুষ্য যেমন কামনা বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ কর্ম করে। সে যেরূপ কর্ম করে, সেইরূপ ফল পায়। ভাবী প্রতিবন্ধের মধ্যে যেটি কেবল রূপ, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান প্রারব্ধ কর্মফলে অর্জিত থাকে। কোনও পাপ বা দোষ দ্বারা তাহা প্রকটিত না হইয়া নিরুদ্ধ থাকে। সেই পাপের নিবৃত্তি ঘটিলে তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয়। শ্রুতিতুল্য স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে, ধর্মবলে পাপ নিবৃত্ত হয়, পাপ কর্মের ক্ষয় হইলে মানুষের চিত্তে জ্ঞানের উদয় হয়। কর্ম দ্বারা কষায় পক্ক হইলে জ্ঞান উদিত হয়। এই প্রকারে ভাবী প্রতিবন্ধরূপ যে প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, তাহা ভোগ ব্যতীত শ্রবণাদি দ্বারাও নিবৃত্ত হয় না। এই সম্বন্ধে শাস্ত্র বলেন, নো ভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি শতৈরপি। শতকোটি কল্পেও বিনা ভোগে কর্মক্ষয় হয় না। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে, বাম-

দেবের প্রারব্ধ কর্ম একজন্মেই ক্ষীণ হয়। কাহারও কাহারও একাধিক জন্মের প্রয়োজন হয়। প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয় নিমিত্ত রাজর্ষি ভরতের পক্ষে তিন জন্মের প্রয়োজন হইয়াছিল। শেষ জন্মে তিনি জড়ভরত নামে আখ্যাত হন। [গীতার ২য় অধ্যায়ে ৫৯নং শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে॥

যখন সাধক বিষয়াসক্তি পরিহার করিয়া ভোগার্থ আর কিছু আহরণ করেন না, তখন নব নব ভোগ্য বিষয়ের আহরণ হইতে বিরত সেই সাধকের চিত্তে যতটুকু বিষয়াভিলাষ পূর্ব-সঞ্চিত থাকে, তাহা ক্রমশঃ নিবৃত্ত হয়। কিন্তু তখনও একটু রস বা কষায় (অন্তঃকরণে সূক্ষ্মভাবে প্রলীন ভোগ বাসনা) থাকিয়া যায়। একমাত্র ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে তাহার নিবৃত্তি হয়। যে ব্যক্তি অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিল, কঠোর চেষ্টায় হয়তো সে সেই পানাভিলাষ সম্পূর্ণ জয় করিতে পারে, মদ্যে তাহার কোন রুচি থাকে না। এইরূপ অবস্থায় কোনও শুঁড়ির দোকানের সম্মুখ দিয়া যাইতে হইলে হঠাৎ বিদ্যুতের চমক সদৃশ ক্ষণেকের জন্য তাহার পানাভিলাষ জাগিয়া উঠিতে পারে। এইরূপ বিষয় বাসনাকে রস বা কষায় বলে। বিনা ভোগে যে প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় না, ভাগবতোক্ত জড়ভরতের উপাখ্যান তাহার উদাহরণ। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৪৫ শ্লোকে আছে।—

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধ কিল্বিষঃ।
অনেক জন্ম সংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্॥

পূর্ব পূর্ব জন্ম হইতে পর পর জন্মে অধিক অধিক প্রযত্ন করিয়া যোগী প্রারব্ধ কর্ম জনিত ভোগ বাসনারূপ পাপ হইতে মুক্ত

হন এবং এইরূপ অনেক জন্মের শেষে পরমাগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।]

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কামনা করিলে তাহাই ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের প্রতিবন্ধক হয়। এই বিষয়ে পঞ্চদশীকার বিদ্যারণ্য মুনি বলেন।—

ব্রহ্মলোকাঽভিবাঞ্ছায়াং সম্যক্ সত্যাং নিরুধ্যতাম্।
বিচারয়েদ্ য আত্মানং নন্তু সাক্ষাৎ করোত্যয়ম্॥

ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির অভিলাষ থাকিলে সম্যক্ প্রকারে সেই অভিলাষ নিরোধ করিয়া যিনি আত্মস্বরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারেন। এইরূপ সাধক বেদান্ত শ্রবণাদির মহিমায় ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। উক্তমর্মে শ্রুতি বলেন,—

বেদান্ত বিজ্ঞান সু নিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাস যোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বে॥

যে যতিবৃন্দ সুনিশ্চিত বেদান্তজ্ঞান সম্পন্ন শুদ্ধসত্ত্ব, তাঁহারা ব্রহ্মলোক গমনপূর্বক প্রলয়াবসানে পরম অমৃতস্বরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের ফলে মুক্তি লাভ করেন। সেই ব্রহ্মলোকেই তাঁহারা মুক্তি প্রাপ্ত হন, পৃথিবীতে আর পুনর্জন্ম লাভ করেন না।

[গ্রন্থকার মহাদেবানন্দ এইস্থানে বিদ্যারণ্য মুনি প্রণীত 'পঞ্চদশী' হইতে বহু বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। আলোচ্য বিষয়ে 'পঞ্চদশী' গ্রন্থের ধ্যানদীপ নামক নবম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। বিদ্যারণ্য মুনি ঐ গ্রন্থের অন্যস্থলে (৬।২৮৪) বলেন,—'ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্যাবধির্মতঃ'। যখন ব্রহ্মলোককেও তৃণ তুল্য তুচ্ছ মনে হয়, তখন তাহাই বৈরাগ্যের শেষ সীমা বলিয়া জানিবে।]

বর্তমান প্রতিবন্ধক এবং ইহার নিবৃত্তির উপায় বিদ্যারণ্য মুনি পঞ্চদশী গ্রন্থে (৯।৪৩-৪৪) শ্লোকদ্বয়ে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।—

প্রতিবন্ধো বর্ত্তমানো বিষয়াঽঽসক্তি লক্ষণাঃ।
প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্যয়দুরাগ্রহঃ॥
শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদ্যৈর্বা তত্র তত্রোচিতৈঃ ক্ষয়ম্।
নীতেঽস্মিন্ প্রতিবন্ধে তু স্বস্য ব্রহ্মত্বমশ্নুতে॥

বিষয়ের প্রতি আসক্তি, বুদ্ধিমান্দ্য, কুতর্ক ও দেহাদিতে আত্ম-বুদ্ধিরূপ বিপর্যয়ে একান্ত বিশ্বাস—এইগুলিও বর্ত্তমান প্রতিবন্ধের লক্ষণ। শম-দমাদি সাধন এবং শ্রবণাদির মধ্যে যাহা দ্বারা যে প্রতি-বন্ধক নিবৃত্ত হয়, শ্রবণ দ্বারা সংশয়, মনন দ্বারা অসৎ ভাবনা ও নিদিধ্যাসন দ্বারা বিপরীত ভাবনা বা বিপর্য্যয়ের নিবৃত্তি, তত্তৎ উপায় অবলম্বনে প্রতিবন্ধকসমূহ নিবৃত্ত হইলে স্বীয় ব্রহ্মত্ব উপলব্ধ হয়। তদনন্তর শ্রবণাদি দ্বারা সমস্ত প্রতিবন্ধক নিবৃত্ত হইলে 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার নিমিত্ত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা ও সমাধানই অন্তরঙ্গ সাধন। শম অর্থে অন্তরেন্দ্রিয় নিগ্রহ ও দম অর্থে বাহ্যেন্দ্রিয় নিগ্রহ বুঝায়। সন্ন্যাসই উপরতি। শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা তিতিক্ষা। শঙ্করাচার্য্যকৃত 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে আছে, সর্ব দুঃখের অপ্রতিকার পূর্বক চিন্তা-বিলাপ রহিত সহনকে তিতিক্ষা বলে। গুরু বাক্যে ও বেদান্তে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা এবং শ্রবণাদিতে একাগ্রচিত্ততাই সমাধান। উক্তমর্মে শ্রুতি বলেন, 'শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহি তো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ' ইতি। ইহার অর্থ, শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধাযুক্ত ও সমাহিত হইয়া আত্মাতে আত্ম দর্শন করিবে। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে

(৩।৪।২৭) আছে, শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপি তু তদ্‌বিধেস্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। শম দমাদি যুক্ত হইয়া যজ্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠানে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায়। শম-দমাদি সহকারে যজ্ঞাদি কর্ম করিতে হয়। অতএব শম-দমাদি যজ্ঞের অঙ্গ, অঙ্গের ন্যায় অঙ্গী যজ্ঞাদিও অনুষ্ঠেয়। বেদে লিঙ্ বিভক্তির প্রয়োগ থাকিলে বিধি বুঝায়। যাহা বিধি, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। 'যজ্ঞেন বিবিদিষন্তি', (যজ্ঞ দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।) এই সকল শ্রুতি বাক্যে লিঙ্ বিভক্তির অভাবে উহা বিধি নহে। অতএব যজ্ঞ না করিলেও চলে। শম-দমাদি যোগে ব্রহ্মবিদ্যালাভার্থ যজ্ঞ করিবে। অতএব যজ্ঞের জন্য শমদমাদির সাধন প্রয়োজন। 'শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ', এই শ্রুতি বাক্যে পশ্যেৎ ক্রিয়ায় স্পষ্টভাবে লিঙ্ বিভক্তি থাকায় শমদমাদির সাধন বিধি অবশ্য কর্তব্য। যদি যজ্ঞের অঙ্গ রূপে শমদমাদিই সাধন কর্তব্য হয়, তাহা হইলে যজ্ঞই বা অনুষ্ঠেয় হইবে না কেন ?

যজ্ঞাদি বহিরঙ্গসাধন, অন্তরঙ্গ সাধন নহে। এই মর্মে শ্রুতি বলেন, 'তমেতৎ বেদানু বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন ইতি'। ইহার অর্থ, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান ও অনাশক তপস্যা দ্বারা ও বেদান্ত বাক্য অনুসরণপূর্বক তাঁহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। এই শ্রুতি বাক্যে 'সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদি শ্রুতেরশ্ববৎ' (যেমন গমন ব্যাপারে অশ্ব বহিরঙ্গসাধন, তেমনই যজ্ঞাদিও বিদ্যালাভের বহিরঙ্গ সাধন) উহার সমর্থক। যজ্ঞাদি কর্ম নানা দ্রব্য সহায়ে বহিরঙ্গ অনুষ্ঠান মাত্র। শমদমাদি দ্বারা ইন্দ্রিয় সংযম আভ্যন্তরিক ব্যাপার বলিয়া যজ্ঞাদি বহিরঙ্গ অনুষ্ঠা নও শমদমাদি অন্তরঙ্গ সাধন।

এইরূপে মননাদি দ্বারা পরিমার্জিত চিত্ত-দর্পণের সাহায্যে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' (আমি ব্রহ্ম হই) এই মহা বাক্যের অনুশীলনপূর্বক প্রতিবন্ধকহীন ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয় এবং সঞ্চিত কর্মসমূহ নষ্ট ও আগামী কর্মের সহিত কোনও সংশ্রব উপস্থিত হয় না। তখন একমাত্র প্রারব্ধ কর্মজনিত বিষয়সমূহ অনুভব করিয়া সাধক অখণ্ডৈকরস সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ আত্মায় অবস্থান করেন। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায় অধ্যয়ন দ্বারা এই ফল লাভ হয়। ইহাই সাম্প্রদায়িক প্রথা। অন্য অনেকে বলেন, গুরুমুখ হইতে নিঃসৃত সম্পূর্ণ শাস্ত্র শ্রবণই যথার্থ শ্রবণ। উক্তরূপে যুক্তির আলোকে অতীত বিষয়ের অনুসন্ধানই মনন এবং পুনঃপুনঃ মননের অভ্যাসই নিদি-ধ্যাসন। ইহার ফলে যথাসময়ে আত্মদর্শন হয়। বস্তুতঃ যাঁহারা শুদ্ধসত্ত্ব ও মুখ্য অধিকারী, তাঁহারা শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হউন বা না হউন, একমাত্র অথবা অর্দ্ধমাত্র শ্লোক শ্রবণ করিলেও ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন। আলোচ্য বিষয়ে শব্দের অচিন্ত্য শক্তিই হেতু। শারীরক শাস্ত্রাদি মুখ্য অধিকারীর নিত্য পাঠ্য। উক্ত মর্মে মহাভারতেও কথিত হইয়াছে—

আত্মানং বিন্দতে যস্তু সর্বভূত গুহাশ্রয়ম্।
শ্লোকেন যদি বাঽর্দ্ধেন ক্ষীণং তস্য প্রয়োজনম্॥

. একমাত্র বা অর্দ্ধমাত্র শ্লোক শ্রবণ করিয়া যিনি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করেন, তাঁহার অন্যান্য সমস্ত প্রয়োজন ক্ষয় হয়। সাম্প্রদায়িক আচার্য্যগণ বলেন, মহাবাক্য শ্রবণ মাত্রই পিশাচের ন্যায় সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।

[সাংখ্য দর্শনে (৪।২) এই সূত্র আছে, 'পিশাচ বদন্যার্থোপ-

দেশেঽপি'। সূত্রোদ্দিষ্ট উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে, কোনও আচার্য্য নির্জন নিভৃত স্থানে যোগ্য শিষ্যকে তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিতেছিলেন। তাহার নিকটে লতাগুল্মের অন্তরালে আসিয়া এক পিশাচ তাহা শ্রবণপূর্বক মুক্তিলাভ করিয়াছিল।]

ব্যুৎপন্ন ও অব্যুৎপন্নের মধ্যে এই মাত্র পার্থক্য যে, যাহারা অব্যুৎপন্ন, তাহাদের জ্ঞান লাভ অন্যের উপদেশের উপর নির্ভর করে বলিয়া সিদ্ধিলাভে নানাবিধ অসংভাবনা আসিতে পারে। এই হেতু তাহাদের ধ্যাননিষ্ঠা বিশেষভাবে অপেক্ষিত।

গীতা মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ২৬ শ্লোকে বলেন।—

অন্যেত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতি পরায়ণাঃ॥

কেহ কেহ জ্ঞানযোগাদি দ্বারা আত্মদর্শনে অক্ষম হইয়া আচার্য্য প্রভৃতির নিকট শাস্ত্র শ্রবণপূর্বক উপাসনা করেন। তাঁহারা শ্রবণাদি পরায়ণ হইয়া মৃত্যু সাগর উত্তীর্ণ হন। বিদ্যারণ্য মুনি কৃত 'পঞ্চদশী' গ্রন্থে (৯।৫৪ শ্লোকে) আছে।—

অত্যন্ত বুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যা বাঽপ্যসংভবাৎ।
যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽনিশম্॥ ইতি

সামগ্রীর অভাবে বা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্দ্য হেতু যে ব্যক্তি বিচার করিতে অসমর্থ, সেও সর্বদা ব্রহ্মোপাসনা করিলে মরণান্তে অথবা ব্রহ্মলোকে গমনপূর্বক ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া মুক্তিলাভে সমর্থ হয়। ভগবান পতঞ্জলি-কৃত যোগসূত্রে (১।২৯) আছে, 'ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগ-মোঽপ্যন্তরায়াঽভাবশ্চেতি।' ইহার অর্থ, প্রণব জপাদি দ্বারা

ব্রহ্ম ভাবনা করিলে যাবতীয় বিঘ্নও অপসৃত হয় এবং প্রত্যক্-চৈতন্যেরও সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

যে সকল প্রমাণ-কুশল পণ্ডিত সংশয়াদি গ্রস্ত হন, তাঁহাদেরও ধ্যাননিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে ৩।২।২৪ আছে, 'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাম্।' প্রত্যক্ষ শ্রুতি ও তন্মূল্ স্মৃতি হইতেও জানা যায়, আরাধনা কালে ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহেন, ভক্তি-ধ্যান ইত্যাদি সাধন দ্বারাই তাঁহার উপলব্ধি হয়। অন্যত্রও কথিত হইয়াছে।—

বহুব্যাকুল চিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধীর্ণচেৎ।
যোগো মুখ্যস্তত স্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥

যাহাদের চিত্ত অতিশয় ব্যাকুল ও বিচার দ্বারা যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান উদিত হয় না, ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ যোগই তাহাদের পক্ষে উত্তম উপায়। ইহার দ্বারা বুদ্ধির দর্প বিনষ্ট হয়। যদি সংশয়াদি রহিত ব্যক্তিগণের ধ্যান-নিষ্ঠা জন্মে, তাহা হইলে তাহাদের সুখই দৃষ্ট হয়। গীতা মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ৯।২২ শ্লোকে বলেন।—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাঽভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

আমাকেই (ভগবানকেই) আত্মভাবে চিন্তাপূর্বক যে যে যোগি-গণ আমায় ধ্যান করেন, সেই নিত্য সমাহিত ভক্তগণের যোগক্ষেম (অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ) আমি বহন করি। উক্ত মর্মে গীতার ১০ম অধ্যায়ের নবম শ্লোকে ভগবান বলেন।—

মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

যাঁহারা আমাকে মন অর্পণ করিয়াছেন ও যাঁহাদের চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আমাতে উপসংহৃত হইয়াছে, তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে জ্ঞান, বল ও বীর্য্যাদিবিশিষ্ট আমার কথা-প্রসঙ্গ করিয়া ও মদীয় বিষয় পরস্পরকে বুঝাইয়া পরম সন্তোষ ও আনন্দ লাভ করেন।

জ্ঞানীর পক্ষে ধ্যানেরও বিধি নাই। জ্ঞানী দেহাভিমান শূন্য হওয়ায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব বোধও থাকে না। এইরূপ অবস্থায় তাঁহাকে কোনও বিধির দাসত্ব স্বীকার করিতে হয় না। উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রে (২।৩।৪৮) আছে, অনুজ্ঞা পরিহারৌ দেহ সম্বন্ধাজ্জ্যোতিরাদিবৎ। ইহার অর্থ, অগ্নিষোমীয় পশু বধ করিবে। এইরূপ অনুজ্ঞা, অথবা 'কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না', এইরূপ নিষেধ দেহ সম্বন্ধে কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানযুক্ত ব্যক্তির জন্য হইয়া থাকে। অগ্নি এক হইলেও শ্মশানাগ্নি পরিহর্ত্তব্য, যজ্ঞাগ্নি উপাস্য। এইরূপ আচরণ ভেদ শ্মশান ও যজ্ঞের উপাধি নিমিত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার দেহাদিতে অভিমান নাই, সেই নিরুপাধিক আত্মার পক্ষে কোনও বিধিও নাই, কোনও নিষেধও নাই। নিস্ত্রৈগুণ্য পথে বিচরণশীল জ্ঞানীর পক্ষে কোন বিধি বা নিষেধ নাই। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য মন্তব্য করেন, 'অহং ব্রহ্মাস্মীত্যেতদবসানা এব সর্বে বিধয়ঃ সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধি-প্রতিষেধ মোক্ষ পরাণীতি দেহেন্দ্রিয়াদিষ্বহং মমাভিমানহীনস্য প্রমাতৃত্বাঽনুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তিরিতি।' অর্থাৎ মোক্ষমূলক সমস্ত শাস্ত্রোক্তি 'আমিই ব্রহ্ম' এই বোধ হইলে সমস্ত বিধি ও নিষেধের অবসান ঘটে। যিনি দেহ ও ইন্দ্রাদিতে 'অহং' ভাবহীন হন, তাঁহার প্রমাত্বের অনুপপত্তি নিমিত্ত প্রমাণ প্রবৃত্তিও অনুপপন্ন হয়।

যখন স্ত্রী, পুত্র ও দেহাদির বন্ধন যুক্ত গৌণ ও মিথ্যা আত্মার সত্তা থাকে না, তখন আমি 'তৎ ও সৎ পদাভিধেয় ব্রহ্ম' এই মুখ্য বোধ হয়, তখন তাঁহার কোন কর্ত্তব্য থাকে না।

জ্ঞানীর পক্ষে ধ্যান-ধারণাদি অপ্রয়োজনীয় হইলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহার প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। বহু জ্ঞানীকেও ধ্যাননিষ্ঠ দেখা যায়। ইহা দেখিতে বিস্ময়জনক। কিন্তু তাহা মোক্ষলাভের প্রতিবন্ধক নহে। পূর্বোক্ত ব্রহ্মসূত্রে ১।১।৭ আছে, 'তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ।' যে যোগী আত্মধ্যাননিষ্ঠ, তাঁহারই মোক্ষলাভ হয়। ইহাই শ্রুতির উপদেশ। অর্থাৎ অন্য সমস্ত কর্ত্তব্য পরিহারপূর্বক সেই ব্রহ্মরূপ আত্মায় নিষ্ঠা হেতু তাহাতেই যাঁহার পরিসমাপ্তি বা পর্য্যবসান হয়, জ্ঞান মাত্রই যাহার একক শরণ, তাহাকেই তন্নিষ্ঠ বলা যায়। শ্রীভগবান্ গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোকে বলেন।—

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভি জায়তে॥

যিনি ব্রহ্মপুরুষকে সাক্ষাৎ আত্মভাবে জানেন ও সকল বিকারের সহিত অবিদ্যারূপ প্রকৃতিকে মিথ্যারূপে অনুভব করেন, যে কোন অবস্থায় বিদ্যমান থাকিয়াও তিনি পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। গীতায় অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১৭ শ্লোকে ভগবান বলেন।—

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্নহন্তি ন নিবধ্যতে॥

'আমি কর্তা' এই অভিমান যাঁহার নাই এবং যাঁহার বুদ্ধি কর্মফলে লিপ্ত হয় না, তিনি জগতের সর্ব প্রাণী হত্যা করিলেও হন্তা হন না, বা হত্যাক্রিয়ার ফলে আবদ্ধ হন না। শেষাচার্য্যও নিম্নোক্ত শ্লোকে বলেন,

হয় মেধ-শতসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মঘাত লক্ষাণি।
পরমার্থ বিন্ন পুণ্যৈর্নচ পাপৈঃ স্পৃশ্যতে বিমলঃ॥

যদি বিমলচিত্ত পরমার্থবিৎ শত সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন অথবা লক্ষ ব্রহ্মহত্যা করেন, তাহা হইলেও তজ্জনিত মহাপাপ অথবা মহাপুণ্য তাঁহাকে স্পর্শ করে না।

বিদ্যারণ্য মুনি নিম্নোক্ত শ্লোকে বলেন।—

পূর্ণে বোধে তদন্যৌ দ্বৌ প্রতিবন্ধৌ যদা তদা।
মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিং তু দৃষ্টং দুঃখং ন নশ্যতি॥

পূর্ণবোধ উৎপন্ন হইলে প্রারব্ধ ও সঞ্চিত কর্মরূপ দুই প্রতিবন্ধ তখনও থাকে, কিন্তু তৎসত্বেও মুক্তিলাভ নিশ্চয়ই হয়। কেবল কর্মভোগের জন্য যে দুঃখ দৃষ্ট হয়, তাহার নাশ হয় না। ভোগ দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় হইতে থাকে এবং তজ্জনিত দুঃখাদিও লোকে দেখিতে পায়। পরন্তু জ্ঞানীকে সেই দুঃখ স্পর্শ করে না। বিষ্ণুপুরাণেও ভগবান্ পরাশর ব্রহ্মবোধের পরিপূর্ণতা এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।—

অহং হরেঃ সর্বমিদং জনার্দনো, নান্যত্ততঃ কারণ কার্যজাতম্।
ঈদৃঙ্মনো যস্যন তস্যভূয়ো ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগতা ভবন্তি।। ইতি

আমি একান্তই শ্রীহরির, এই যাহা কিছু দেখা যায়, সমস্তই জনার্দন হরি ভিন্ন অন্য কিছু নাই। যাঁহার মন এইরূপ ভাবাপন্ন, তাঁহার জাগতীক সুখ-দুঃখাদির বোধ হয় না।

ব্রহ্মগীতায় ব্রহ্মাকে শিব বলিয়াছেন।—

অহং হি সর্বং ন চ কিং চিদন্যন্নিরূপনায়ামণিরূপ ণায়াম্।
ইয়ং হি বেদস্য পরাহি নিষ্ঠা মমাহনুভূতিশ্চ ন সংশয়শ্চ॥ ইতি

যাহাকিছু নিরূপণ করা যায় অথবা নিরূপণ করা যায় না, তৎ

সমুদায়ই আমি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সংশয়রহিত আমার অনুভূতিই সর্ব বেদের শেষ সীমা। শঙ্করাচার্য্য রচিত 'উপদেশ সাহস্রী' গ্রন্থে তত্ত্বজ্ঞান স্বভাব প্রকরণে ৪ শ্লোকে আছে।—

দেহাত্মজ্ঞান বদ্ জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবাধকম্।
আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য সোঽনিচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥ ইতি

যেমন দেহকেই আত্মরূপে বোধ হয়, তদ্রূপ তাহার বাধক আত্মাতেই একমাত্র যাঁহার আত্মজ্ঞান হয়, মুক্তির অভিলাষ না থাকিলেও অচিরে তাঁহার মুক্তিলাভ হয়।

'অয়মস্মীতি পুরুষঃ' (আমিই পুরুষ) এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য প্রতিপাদনার্থ শ্রীমৎ বিদ্যারণ্য মুনি 'পঞ্চদশী'র তৃপ্তিদীপে (৭।১৯) বলিয়াছেন।—

অসংদিগ্ধাঽবিপর্যস্ত বোধো দেহাত্মতাক্ষয়ে।
তদ্বদাত্মনি নির্ণেতুময়মিত্যুচ্যতে পুনঃ॥

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে 'অস্মি' পদে কূটস্থকেও বুঝাইতে পারে। কিন্তু 'অয়ং' পদের তাৎপর্য্য এইরূপ। যাঁহারা দেহকে আত্মরূপে অনুভব করেন, তাঁহারা যেমন মনে করেন না, তাঁহাদের কোন সন্দেহ বা ভ্রম আছে, সেইরূপ 'আমিই সেই কূটস্থ আত্মা' ইহাতেও কোন সন্দেহ বা ভ্রম থাকে না, ইহার মমপ্রকাশার্থ 'অয়ং' পদের প্রয়োগ হইয়াছে।

বিবিধ প্রকারে ইহাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে, শ্রবণাদি দ্বারাই ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হয়। অনন্তর ব্রহ্মভাব লক্ষণ 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বোধ স্বরূপা মুক্তিলাভ ঘটে। ইহা সিদ্ধ সত্য, কুত্রাপি ইহার অন্যথা হইতে পারে না। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যু মেতি" (তাঁহাকে জানিলে

মৃত্যু অতিক্রান্ত হয়)। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ' (আত্মজ্ঞ শোক মুক্ত হন)। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি' (ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মই হন)। উক্ত সম্প্রসাদ এইরূপ যে, এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া জ্যোতিরূপ ধারণ করিয়া সেইরূপেই অবস্থান করেন। যিনি ইহা করেন, তিনিই উত্তম পুরুষ। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহ ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 'এই আমিই সেই পুরুষ', এইভাবে কেহ যদি আত্মাকে জানিতে পারেন, তখন কি আর তিনি ইচ্ছা বা কামনা করিয়া শরীর গ্রহণপূর্বক দুঃখভোগ করিবেন! আমিই একমাত্র পূর্ণানন্দ বোধ স্বরূপ, আমিই ব্রহ্ম, সাধক এই ধারণায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠ হইলে কৃতকৃত্য হন। উক্ত মর্মে শেষাচার্য্য বলেন।—

বৃক্ষাগ্রাৎচ্যুত পাদো যদ্বৎ অনিচ্ছন্নপি ক্ষিতৌ পততি।
তদ্বদ্গুণ পুরুষ জ্ঞোঽনিচ্ছন্নপি কেবলী ভবতি॥

যেমন বৃক্ষাগ্র হইতে পদদ্বয়বিচ্যুত হইলে লোক অনিচ্ছায় ভূপতিত হয়, তদ্রূপ যিনি গুণময়ী মায়া ও পরম পুরুষের স্বরূপ বিদিত হন, ইচ্ছা না থাকিলেও তিনি কেবলী বা বিমুক্ত হন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত।

ঋগ্বেদে প্রথম মণ্ডলে ১৬৪ সূক্তে ৪৬ ঋকে এই মন্ত্র দৃষ্ট হয়।

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো
দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং
যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥

মেধাবিগণ আদিত্যকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি পক্ষবিশিষ্ট ও সুচারু গমন শীল। ইনি এক হইয়াও বহু নামে কথিত হন। ইহাকে অগ্নি, যম ও মাতরিশ্বা বলা হয়। ঋগ্বেদে 'বিষ্ণু' অর্থে আদিত্য বা সূর্য্য। আদিত্য গরুত্মান্ বা পক্ষযুক্ত। এই বৈদিক উক্তি হইতে পুরাণে বিষ্ণুর বাহন গরুরপক্ষী কল্পিত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বিদেহ মুক্তি ও জীবন্মুক্তি ভেদে মুক্তি দ্বিবিধ। ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্ম ক্ষয়ান্তে তত্ত্বজ্ঞের বর্তমান শরীর পাতকেই বিদেহ মুক্তি বলে। ইতর সকলে ভোগ দ্বারা কর্মক্ষয়পূর্বক মুক্তিলাভ করেন। কেহ কেহ বলেন, যে অবস্থায় উপনীত হইলে ভবিষ্যতে শরীরোৎ-পত্তির সম্ভাবনা থাকে না, তাহাই বিদেহ মুক্তি এবং জ্ঞানোৎপত্তি কালেই ইহা হইয়া থাকে। জ্ঞানোদয়ের সহিত বিদেহ মুক্তি হয়, সেই সম্বন্ধে এই মুক্তি প্রদত্ত হয়। যখন জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি, সঞ্চিত কর্মের বিনাশ, আগামী কর্মের সহিত সংশ্রবরাহিত্য এবং ভোগ দ্বারা প্রারব্ধ কর্মেরও ক্ষয় হয়, তখন আর ভবিষ্যতে শরীরোৎপত্তির কোন সম্ভাবনা থাকে না। শাস্ত্র বলেন—

তীর্থে শ্বপচ গৃহে বা নষ্ট স্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্।
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ॥

নষ্ট স্মৃতি হইয়াও তীর্থস্থানে বা চণ্ডাল গৃহেই হউক, দেহ পরিত্যাগ করিলে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ যাবতীয় শোকমুক্ত হন ও কৈবল্য লাভ করেন।

যে বিদ্বৎ সন্ন্যাসী শ্রবণাদি দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করেন এবং যাঁহার কর্তৃত্বাদি সমস্ত বন্ধের আভাস পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইয়াছে, তাঁহার সেই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলে। উক্ত অবস্থায় ভোগপ্রদ প্রারব্ধ কর্মের প্রাবল্য থাকিলেও যোগাভ্যাস বলে তাহা অভিভূত হয়। প্রারব্ধ কর্ম অপেক্ষাও যোগাভ্যাসের ফল প্রবলতর হয়। ইহা স্বীকার না করিলে পুরুষ-প্রযত্ন বা পুরুষকারকে অস্বীকার করিতে হয় এবং চিকিৎসা শাস্ত্র হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষশাস্ত্র পর্য্যন্ত

সর্বশাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া পড়ে। পুরুষকারের সাফল্য সম্বন্ধে মহর্ষি বশিষ্ঠ বলেন—

আ বাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্রসৎসঙ্গমাদিভিঃ।
গুণৈঃ পুরুষ যত্নেন সোঽর্থঃ সম্পাদ্যতে হিতঃ॥

বাল্যকাল হইতে শাস্ত্র পাঠ ও সাধু সঙ্গাদিতে অভ্যস্ত হইলে যে সদ্‌গুণ উৎপন্ন হয়, তদপেক্ষাও পৌরুষ প্রভাবে অধিক মঙ্গল সাধিত হয়। আলোচ্য বিষয়ে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণের বচন-সমূহ উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

শ্রুতি বলেন, 'বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে'। পৌরুষের বলে মুক্ত ব্যক্তিই মুক্তিলাভ করে। যোগবাশিষ্ঠে কথিত হইয়াছে—

যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্নবিদ্যতে।
যস্য নির্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥

যিনি সুষুপ্তি মগ্ন হইয়াও জাগিয়া থাকেন, তদ্ব্যতীত যাঁহার অন্যবিধ জাগরণ নাই এবং যাঁহার আত্মজ্ঞান বাসনা বর্জিত, তাঁহাকেই জীবন্মুক্ত বলে। বাংলার সিদ্ধ সাধক রামপ্রসাদ সত্যই গাহিয়াছেন—

ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই যোগে যাগে জেগে আছি।
যোগ নিদ্রা তোরে দিয়ে মা ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি।

জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের ভেদ জীবন্মুক্তের নিকট তিরোহিত হয়।

ভগবান্ গীতার ২য় অধ্যায়ে ৫৫ শ্লোকে বলেন—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিত প্রজ্ঞস্তদোচ্যতে॥

হে পার্থ, যখন বাহ্যলাভে নিরপেক্ষ ও পরমার্থ দর্শনে প্রত্যগাত্মাতেই পরিতৃপ্ত হইয়া সিদ্ধ যোগী সমস্ত মনোগত বাসনা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিত-প্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন। গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৩—১৪ শ্লোকদ্বয়ে ভগবান্ বলেন, 'সর্ব প্রাণীর প্রতি যিনি দ্বেষ রহিত, দয়ালু ও সর্ব ভূতের প্রতি মিত্র-ভাবাপন্ন, মমত্ব বুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখে আসক্তি ও দুঃখে দ্বেষ বর্জ্জিত, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিতচিত্ত, সদা সংযত স্বভাব, সদা তত্ত্ব বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় এবং যাঁহার মন ও বুদ্ধি সর্বদা আমাতে সমর্পিত, তিনি আমার প্রিয় ভক্ত।' উক্ত স্থলে জীবন্মুক্ত পুরুষই প্রিয়ভক্ত রূপে বর্ণিত; গীতার চতুর্দশ অধ্যায়োক্ত 'প্রকাশং চ প্রবৃত্তিঞ্চ' হইতে 'গুণাতীত স উচ্যতে' (দ্বাবিংশ হইতে পঞ্চবিংশ শ্লোক) পর্য্যন্ত শ্লোক সমূহে জীবন্মুক্তের লক্ষণ বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীভগবান গীতা মুখে বলেন, 'হে পাণ্ডব, গুণ ত্রয়ের কার্য্য প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহ আবির্ভূত হইলে যিনি দ্বেষ করেন না এবং এই সকল নিবৃত্ত হইলে যিনি আকাঙ্খা করেন না, তিনিই গুণাতীত। যেমন উদাসীন ব্যক্তি কাহারো পক্ষ অবলম্বন করেন না, তেমনই যিনি গুণ কার্য দ্বারা আত্মস্বরূপ দর্শনে লব্ধ অবস্থা হইতে বিচ্যুত হন না এবং গুণসমূহ গুণে প্রবৃত্ত জানিয়া কূটস্থ জ্ঞানেই অবিচলিত থাকেন ও আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন, তিনিই গুণাতীত। যিনি সুখে দুঃখে রাগ-দ্বেষ শূন্য এবং আত্মস্বরূপে অবস্থিত, মৃৎপিণ্ড ও প্রস্তর ও সুবর্ণে যাঁহার সমদৃষ্টি, যিনি প্রিয় ও অপ্রিয়ে সমভাব, নিন্দা ও প্রশংসায় যাঁহার সমবুদ্ধি, সেই ধীর ব্যক্তিই গুণাতীত। যিনি সম্মানে ও অপমানে নির্বিকার, যিনি শত্রুপক্ষে নিগ্রহ ও মিত্রপক্ষে অনুগ্রহ

করেন না, যিনি দৃষ্টাদৃষ্ট ফল-প্রদ সর্ব কর্ম ত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র দেহ ধারণোপযোগী কর্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই গুণাতীত নামে উক্ত হন। ত্রিগুণাতীত মহাপুরুষ সর্বারম্ভ পরিত্যাগী হন।' জীবন্মুক্তের লক্ষণসমূহ ভগবান্ কর্তৃক শ্রীমুখে বর্ণিত। মহাভারতেও জীবন্মুক্তের লক্ষণ নিম্নোক্ত শ্লোকে কথিত।—

নিরাশিষ মনারম্ভং নির্ন্নমস্কারমস্তুতিম্।
অক্ষীণং ক্ষীণ কর্মানং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

যাঁহার কোন অভিষ্ট প্রার্থনা নাই, যিনি কোন কর্মে প্রবৃত্ত নহেন, যিনি কাহাকেও নমস্কার অথবা স্তুতি করেন না অথবা কাহারো নমস্কার ও স্তুতি গ্রহণ করেন না, কর্ম্মসমূহ ক্ষীণ হইলেও যাঁহার আত্মবোধ সর্বদা অক্ষীণ থাকে, দেবগণ তাঁহাকেই ব্রাহ্মণ বা ব্রহ্মজ্ঞ বলেন। আলোচ্য বিষয় কোন পুরাণের নিম্নোক্ত শ্লোকে কথিত হইয়াছে।—

যথা স্বপ্ন প্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়া বিজৃম্ভিতঃ।
এবং জাগ্রৎপ্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়া বিজৃম্ভিতঃ॥

যেমন স্বপ্ন প্রপঞ্চ আমার নিকট মায়ার সৃষ্টি, তেমনি জাগ্রৎপ্রপঞ্চও আমার নিকট মায়ার বিজৃম্ভণ বা মিথ্যা মাত্র। বেদ ও বেদান্ত শ্রবণে যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনিই বর্ণাশ্রমের অতীত।

তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ প্রভৃতির পুনঃ পুনঃ অনুশীলন (অভ্যাস) করিলেই জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহারও পুনঃ পুনঃ স্বরূপানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধানের নামই অভ্যাস। কোন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—

তচ্চিন্তনং তৎ কথনমন্যোন্যং তৎ প্রবোধনম্।
এতদেব পরং তত্ত্বং ব্রহ্মাঽভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥

সেই ব্রহ্ম বিষয়ে চিন্তা, সেই বিষয়ে আলোচনা, পরস্পর আলোচনা দ্বারা তাহার উদ্‌বোধন, ইহাকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বানুশীলন ও ব্রহ্মাভ্যাস বলেন।

যদিও তত্ত্বজ্ঞানের পূর্বেও বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের অভ্যাস (বার বার অনুশীলন) অপেক্ষিত, তথাপি বিবিদিক্ষু সন্ন্যাসীর পক্ষে এই সকল গৌণ, শ্রবণাদি অভ্যাসই মুখ্য। আর বিদ্বৎসন্ন্যাসীর পক্ষে তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসই গৌণ, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশের অভ্যাসই মুখ্য। ইহা বুঝিলে কোন বিরোধ থাকে না। যাঁহারা কৃতোপাসন বা উপাসনা সিদ্ধ, সেই মুখ্য অধিকারিগণের পক্ষে তাহার অপেক্ষা না থাকিলেও যাহারা মৎ সদৃশ অকৃতোপাসন, সেই অভ্যাস ব্যতীত তাহাদের চিত্তের বিশ্রান্তি হয় না। ইহার ফলে উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞানও অবাধিত বিষয়ের সম্পর্কে আসার জন্য প্রমারূপে অজ্ঞানের নিবর্ত্তক হইয়াও অসংভাবনাদির দ্বারা সংক্রামিত হইতে পারে। উক্তরূপ অসংভাবনার উৎপত্তি অতি সুকর। এই হেতু বাসনাক্ষয় ও মনো-নাশের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন প্রয়োজনীয়।

রাম গুরু বশিষ্ঠদেব বাসনার সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ, বিভাগও প্রয়োজন সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকসমূহে বলিয়াছেন।—

দৃঢ় ভাবনয়া ত্যক্তপূর্বাহপরবিচারণম্।
যদ দানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্তিতা॥
বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধা জন্মবিনাশিনী॥
জন্মমৃত্যুকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ।
পুনর্জন্মাহঙ্কুরং ত্যক্ত্বাস্থিতা সম্ভ্রষ্টবীজবৎ॥
দেহার্থং ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে॥

লোক বাসনয়া জন্তোর্দেহ বাসনয়া অপি চ।
শাস্ত্র বাসনয়া জ্ঞানং যথা বন্নৈব জায়তে॥ ইতি -

দৃঢ় ভাবনার পূর্বাপর বিচার পরিত্যাগপূর্বক পদার্থের গ্রহণকেই বাসনা বলে। শুদ্ধা ও মলিনাভেদে বাসনা দ্বিবিধ। মলিনা বাসনা জন্মের হেতু ও শুদ্ধা বাসনা জন্ম বিনাশিনী। পণ্ডিতগণ মলিনা বাসনাকে জন্ম ও মৃত্যু উৎপাদিনী বলিয়াছেন; পরন্তু যে অবস্থায় যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা জ্ঞাত হইয়াছে এবং সম্যক ভৃষ্ট বীজ তুল্য পুনর্জন্মের অঙ্কুরকে পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র দেহধারণার্থ যাহা বিদ্যমান থাকে, সেই বাসনাই বিশুদ্ধা বাসনা। ইহাও দর্শিত হইয়াছে, পুনর্জন্মের হেতু মলিনা বাসনাও অনেক প্রকার।

মনুষ্যগণের লোকবাসনা, দেহবাসনা এবং শাস্ত্র বাসনা হইতে যথাযথ জ্ঞানলাভ হয় না।

গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে শ্রীভগবান্ আসুরী সম্পদের বর্ণনা করিয়াছেন।

দম্ভোদর্পঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥

হে পার্থ, যাহারা আসুরী সম্পদলাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তন্মধ্যে ধর্মধ্বজিত্ব, ধন ও স্বজননিমিত্ত দর্প, অহংকার, ক্রোধ, বাক্যে ও ব্যবহারে কর্কশভাব ও কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে অবিবেক —এই সকল আসুরী সম্পদ ভাবী অকল্যাণের কারণ রূপে আবির্ভূত হয়। স্ত্রী পুত্র ও বিষয় সম্পদে অভিলাষ মলিন বাসনার ভিন্নরূপ।

আত্মানাত্ম বিবেক, প্রকৃতিতে দোষ দর্শন, সাধুসঙ্গ ও বিষয়িগণের সান্নিধ্যত্যাগ এবং প্রতিকুল বাসনা বা মলিন বাসনার বিপরীত

মৈত্রী প্রভৃতির উৎপাদনান্তে উক্ত অন্তঃকরণগত মলিনবাসনা যাহাতে পুনরুৎপন্ন না হয়, সেই চেষ্টাই বাসনাক্ষয়ের অভ্যাস বা অনুশীলন।

বশিষ্ঠাদি মুনিগণ কর্তৃক নিম্নোক্ত শ্লোকে ইহা বর্ণিত।

দৃশ্যাঽসম্ভব বোধেন রাগ দ্বেষাদি তানবে।
রতির্ধনোদিতা যা তু বোধাঽভ্যাসং বিদুঃপরম্ ॥ ইতি

রাগ ও দ্বেষাদি অতিশয় ক্ষীণ হইলে যাহা কিছু দৃশ্য হয়, তাহা অসম্ভব, অস্তিত্ব বিহীন। এইরূপ বুদ্ধির প্রতি যে দৃঢ়ারতি, তাহাকেই অতি উত্তম বোধাভ্যাস বলিয়া জানিবে। অন্যান্য পুরাণেও এই বিষয় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ভব ভাবনা বা পুনর্জন্ম বিষয়ে চিন্তা বর্জন, শরীর নিশ্চয়ই নষ্ট হইবে—এই বোধ এবং ব্যবহারিক জগতে ব্যবহার নিষ্পন্ন করিলেও আত্মা অসঙ্গ— এই জ্ঞান হইলে আর বাসনার উদয় হইতে পারে না। এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে নৈষ্কর্ম্ম্য বা কর্মানুষ্ঠান কোনটির প্রয়োজন নাই এবং যাঁহার মন বাসনাশূন্য, সমাধি ও জপাদি তাঁহার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আত্মা অসঙ্গ ও দৃশ্য জগৎ ইন্দ্রজাল বা মায়া মাত্র—এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হইলে আর কিরূপে মনে বাসনার উদয় হইতে পারে! জন্ম, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দুঃখ মাত্র, সংসারও দুঃখময় এবং ইহার মধ্যে প্রাণিগণ বার বার ক্লেশ ভোগ করে। উক্তমর্মে বিষ্ণুপুরাণে নিম্নোক্ত বচন দৃষ্ট হয়।

নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ।
আরূঢ় যোগোপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগোকিমুতঽল্প সিদ্ধিঃ ॥ ইতি—

নিঃসঙ্গতাই যতিবৃন্দের মুক্তিপ্রদ। অসৎ সঙ্গ হইতে অশেষ দোষ প্রাদুর্ভূত হয়। সঙ্গদোষে যোগারূঢ় যতিগণেরও পতন হয়। যাঁহারা সিদ্ধিমার্গে অল্পমাত্র অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের কথা কি আর বলিব!

উক্ত মর্মে শ্রীমদ্ ভাগবতেও কথিত হইয়াছে।—

সঙ্গং ত্যজেৎ মিথুন ব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ
সর্বাত্মনা ন বিসৃজেৎ বহিরিন্দ্রিয়ানাম্।
একশ্চরেদ্রহসি চিত্তমনন্তঈশে
যুঞ্জীত তদ্রতিষু সাধুষু চেৎপ্রসঙ্গঃ ॥ ইতি—

যাহাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম বহির্মুখ ও যাহারা মিথুনব্রতী (স্ত্রী পুরুষে একত্র অবস্থানকারী), মুমুক্ষু যতি সর্বপ্রকারে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত ঈশ্বরে চিত্তনিবেশ পূর্বক একাকী অবস্থান করিবেন। যদি একান্তই সঙ্গের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরে দৃঢ় রতিযুক্ত সাধুবৃন্দের সঙ্গ করিবেন। আত্মবান্ সাধক রমণিগণ ও যাহারা রমণী সঙ্গ করেন, তাহাদের সঙ্গ দূরে পরিহার করিয়া মঙ্গলময় (নির্বিঘ্ন) নির্জন প্রদেশে অবস্থানপূর্বক নিরলস চিত্তে আমাকে চিন্তা করিবেন। মহাজন সাধুগণের সপ্রেম সেবায় মুক্তিদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়। রমণী ও তাহাদের প্রতি আসক্ত ব্যক্তিগণের সঙ্গ-দ্বারা তমো বা নরক প্রাপ্তি হয়। যাঁহাদের চিত্ত প্রশান্ত ও সর্বভূতে সমত্ববুদ্ধি সম্পন্ন, রাগ-দ্বেষ রহিত, সুহৃদয়, সেই সকল ব্যক্তিকে মহান্ বা মহাজন বলা হয়। রমণী, স্বর্ণাদি ধাতু, বস্ত্রাভরণ প্রভৃতি সমস্তই মায়ার সৃষ্টি। যে মূঢ় ব্যক্তি উপভোগ বাসনায় ইহাদের দ্বারা প্রলোভিত হয়, তাহারা নষ্ট-দৃষ্টি ও পতঙ্গ তুল্য বিনষ্ট হয়।

[নানা শাস্ত্রে বিস্ময়কর নারী নিন্দা দেখা যায়। নারীসঙ্গ পুরুষের পক্ষে মুক্তি লাভের প্রতিবন্ধকরূপে বহু স্থলেই নিন্দিত হইয়াছে। স্মরণ রাখিতে হইবে, রমণী ও পুরুষ উভয়েই মুমুক্ষু হইতে পারেন। কারণ, পুরুষ ও নারীর মধ্যে একই আত্মা অবস্থিত। যেমন রমণী সঙ্গ পুরুষের পক্ষে মুক্তির বাধক, তেমনি পুরুষ সঙ্গও রমণীগণের পক্ষে মুক্তিলাভের অন্তরায়। ভাগবতের বহু স্থানে ইহা বিশদরূপে বর্ণিত। শ্রীমদ্-ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধে ২৮ অধ্যায়ে (৬০-৬১) শ্লোকদ্বয়ে বর্ণিত হইয়াছে, মৃত্যুকালে পুরঞ্জয় স্ত্রী-চিন্তার ফলে পরজন্মে রমণীরূপে জন্মিয়াছিলেন। রমণী জন্মে তৎপতি মলয়ধ্বজের দেহাবসানে তিনি অগ্নি প্রবেশে উদ্যতা হইলে কোনও ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ তাহাকে বলিয়াছিলেন।—

> ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়ং বীরঃ সুহৃত্তব।
> ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জন্যা রুদ্ধোনব মুখে যয়া॥
>
> মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ পুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্।
> মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈহংসৌ পশ্যাব নৌগতিম্॥

তুমিও বিদর্ভরাজের কন্যা নহ, এই বীরও তোমার সুহৃৎ নহে। যে পুরঞ্জনী দ্বারা তুমি নবদ্বার শরীরে বদ্ধ ছিলে, তুমি তাহারও পতি নহ। তুমি পূর্বজন্মে নিজে পুরুষ ও বর্তমান জন্মে নিজেকে পতিব্রতা পত্নী মনে করিতেছ, উভয়ের কোনটিও সত্য নহে। আমরা উভয়ে হংস, শুদ্ধাত্মা। ইহা জানিয়া আত্মস্বরূপ অবলোকন কর। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য স্বপত্নী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিতেছেন, ন বা অরে মৈত্রেয়ি পত্যু কামায় পতিঃপ্রিয় ভবতি,

আত্মনস্তু কামায় পতিঃপ্রিয় ভবতি। শ্রীমদ্ ভাগবতের নিম্নোক্ত (৩।৩১।৪১-৪২) শ্লোকদ্বয়ে কথিত হইয়াছে।—

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্॥
তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্য গৃহাত্মকম্।
দৈবোপাসিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা॥

মোহবশে স্ত্রী সঙ্গ নিমিত্ত স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া তুমি বিত্তাপত্য ও গৃহাদির দাতা পতিরূপে তুমি যাহাকে মনে করিতেছ, আমার মায়া প্রভাবে পুরুষের রূপ ধারণপূর্বক তুমি পূর্ব জন্মে পুরুষবৎ আচরণ করিয়াছ। পতি, অপত্য ও গৃহাদি বলিয়া যাহা ভাবিতেছ, সেই মায়াকে ব্যাধের সঙ্গীত সদৃশ দৈবযোগে লব্ধ মৃত্যুরূপে জানিবে। উক্তগ্রন্থের অন্যত্র (৫।৫।৮) নিম্নোক্ত শ্লোক দৃষ্ট হয়।—

পুংসঃ স্ত্রিয়া মিথুনীভাবমেতং
তয়োর্মিথো হৃদয়গ্রন্থি মাহুঃ।
অতো গৃহক্ষেত্র সুতাপ্ত বিত্তৈর্জনস্য
মোহোঽয়মহং মমেতি॥

পুরুষ ও রমণীগণের পরস্পর মিলনের ফলে উভয়ের প্রতি আসক্তি হৃদয়-গ্রন্থিরূপে অবস্থিত। উহার ফলে 'আমি' এই অহঙ্কার ও এই গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র, বান্ধব ও বিত্ত আমার বলিয়া মোহ হয়। মৃত্যুকালে আসক্তিবশে স্ত্রীচিন্তা করিলে পরজন্মে পুরুষের নারীদেহ লাভ হয়। আর যদি মৃত্যুকালে রমণী আসক্তি বসে পুরুষ চিন্তা করে, পরজন্মে তাহারও পুরুষ দেহ লাভ হয়। অতএব নারীত্ব এবং পুংস্ত্ব আসক্তির ফল। মৃত্যুকালে রাজর্ষি ভরত

স্বীয় আশ্রমে সযত্নে পালিত হরিণের চিন্তায় মগ্ন থাকায় পরজন্মে হরিণরূপে জন্মিয়াছিলেন। ইহা মহাভারতে বর্ণিত। পরমাত্মা স্ত্রীও নহেন, পুরুষও নহেন। উক্ত মর্মে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে দশম শ্লোকে আছে—

নৈব স্ত্রী ন পুমানেষ ন চৈবায় ন পুংসকঃ।
যদ্‌যদ্ শরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে ॥

এই আত্মা অবশ্যই নারী নহেন, পুরুষও নহেন বা নপুংসকও নহেন। তিনি যে যে শরীর গ্রহণ করেন, তত্তৎশরীরে আত্মা-ভিমান হেতু তাহাতেই অবস্থান করেন। রমনীর প্রতি পুরুষের এবং পুরুষের প্রতি রমণীর যে আসক্তি হয়, তাহাই তাহাদের হৃদয়-গ্রন্থি। যাঁহার এই গ্রন্থি নাই, তিনিই নির্গ্রন্থ, তিনিই বিমুক্ত। শ্রীমদ্ ভাগবতে নির্গ্রন্থ পুরুষ আত্মারাম নামে অভিহিত।

প্রতিকুল বাসনা অর্থে মৈত্রী প্রভৃতি সদ্‌গুণ নির্দেশিত।

ভগবান্ পতঞ্জলীকৃত যোগসূত্রে (১।৩৩) আছে.

'মৈত্রী করুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখ দুঃখ পুণ্যাপুণ্য বিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্ত প্রসাদনম্।' সুখী প্রাণী মাত্রেই আত্মীয় বুদ্ধিকে মৈত্রী বলে। যেমন আমার দুঃখ আমি চাহি না, তেমনি ইহাদেরও দুঃখ না হউক, দুঃখী প্রাণীদের সম্বন্ধে এইরূপ মনোভাবই করুণা। পুণ্যবানগণের পুণ্যদর্শনে যে সুখ হয়, তাহা মুদিতা। প্রাণিদের পাপেব প্রতি উপেক্ষার নাম উপেক্ষা। এই সকল ভাবনা দ্বারা রাগ-দ্বেষ-অসূয়া-মদ-মাৎসর্য্য প্রভৃতি নিবৃত্ত হইলে চিত্তের প্রসন্নতা জন্মে।

এইরূপ দৈবী সম্পদের অভ্যাস দ্বারা আসুরী সম্পদ্ বিনষ্ট

হয়। ভগবান গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের প্রারম্ভে দৈবী সম্পদের নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছেন। হে অর্জ্জুন, যাঁহারা দৈবী (সাত্ত্বিকী) অবস্থা লাভের যোগ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের অভীরুতা, ব্যবহার কালে পরবঞ্চন ও মিথ্যা-কথন বর্জন, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা, স্ব-সামর্থ্যানুসারে অন্নাদি দান, বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম, বেদ-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি এবং স্মৃতিশাস্ত্র বিহিত চতুর্বিধ যজ্ঞ (ব্রহ্ম-যজ্ঞাদি জপযজ্ঞ), বেদ পাঠ, তপস্যা, সরলতা, অহিংসা, সত্য, ক্রোধ-হীনতা, ত্যাগ, শান্তি, পরদোষ প্রকাশ না করা, দীনে দয়া লোভ-রাহিত্য, মৃদুতা, অসৎ চিন্তা ও অসৎ কর্মে লজ্জা, অচাপল্য, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচ, অবৈরভাব, অনভিমান—এই ছাব্বিশটী সদ্‌গুণ লাভ হয়। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ৮—১৩ শ্লোকসমূহে কথিত হয়, উৎকর্ষ সত্ত্বেও আত্মশ্লাঘারাহিত্য, প্রাণী পীড়নে অনিচ্ছা, দম্ভশূন্যতা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বহিরন্তঃ শৌচ, মোক্ষ মার্গে স্থিরতা, স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া সন্মার্গে পরিচালনা, ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তুতে বিরক্তি, অভিমান হীনতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা ও ব্যাধিরূপ দুঃখে পুনঃ পুনঃ দোষ দর্শন, বিষয়ে অনাশক্তি, স্ত্রী পুত্র গৃহাদিতে মমত্বাভাব, শুভাশুভ, প্রাপ্তিতে সদা চিত্তের সাম্য ভাব, 'ভগবানই একমাত্র গতি' – এই নিশ্চিত বুদ্ধি দ্বারা আমাতে (ঈশ্বরে) অচলা ভক্তি নির্জন, স্থানে বাস, প্রাকৃত জনের সংসর্গ ত্যাগ, আত্মানাত্ম বিবেক, জ্ঞান নিষ্ঠা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন প্রভৃতি আত্ম-জ্ঞানের উত্তম সাধন। উল্লিখিত অমানিত্বাদি অভ্যাসের ফলে বিপরীত অভিমান প্রভৃতি বিনষ্ট হয়। সংকল্পপূর্ব্বক মৈত্রী প্রভৃতি সদগুণ অভ্যাসান্তে অজিহ্বত্বাদি ধর্ম সাধন

করিবে। অজিহ্বাতাদি সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, অজিহ্ব, ষণ্ড, পঙ্গু, অন্ধ, বধির ও মুগ্ধ এই ষড়বিধ সন্ন্যাসী নিঃসংশয়ে মুক্তি লাভ করে।

যে সন্ন্যাসী এইটি রুচিকর ও এইটি অরুচিকর ইত্যাদি বিবেচনা না করিয়া ভক্ষণ করেন এবং হিত ও পরিমিত ও সত্য কথা বলেন, তাহাকে অজিহ্ব বলা হয়। সদ্যোজাতা বালিকা, ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী ও শতবর্ষীয়া বৃদ্ধা সকলের সম্বন্ধেই যে ব্যক্তি সমভাবে নির্বিকার থাকে, তাহাকে ষণ্ড বলে। যে একমাত্র মল-মূত্র ত্যাগ ও ভিক্ষার জন্য স্বস্থান ত্যাগ করিয়া দূরে যায়, এবং তন্নিমিত্ত এক যোজনাধিক দূরে যায় না, সে পঙ্গু নামে কথিত। কোথাও বসিয়া থাকুক অথবা পথে চলিতেই থাকুক, যে সন্ন্যাসীব চক্ষুদ্বয় চারিটি যূপকাষ্ঠ (জোয়াল) পরিমিত ভূমি অতিক্রম করে না, তিনিই অন্ধ। হিত বা অহিত হউক, মনঃপূত বা শোকাবহ বাক্যই হউক, যিনি তাহা শুনিয়াও শোনেন না, তিনিই বধির। বিষয়সমূহ নিকটে আসিলে এবং বিষয় ভোগের সামর্থ্য থাকিলেও যাঁহার ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিত হয় না, পরন্তু সুপ্ত ব্যক্তিতুল্য অবস্থান করেন, সেই সন্ন্যাসীকে মুগ্ধ বলে। অনন্তর মুমুক্ষু সন্ন্যাসী কেবল চিন্মাত্র বাসনা অভ্যাস করিবেন।

এই জগৎ নাম রূপাত্মক ও ব্রহ্ম-চৈতন্যে কল্পিত। এতৎ ভিন্ন ইহার কোন স্বতন্ত্র সত্তা নাই। চৈতন্য সত্তার স্ফুরণেই ইহা স্ফুরিত হয়। নাম ও রূপ উভয়ই মিথ্যা জানিয়া ও তাহা উপেক্ষা করিয়া 'আমিই চিৎ অথবা চৈতন্য স্বরূপ' এই ধারণায় অবস্থিতির নাম চিন্মাত্র অভ্যাস। এই চিন্মাত্র বাসনাও দ্বিবিধ। একটি ভাবনাতে কর্তা, কর্ম ও করণাদির অনুসন্ধান দ্বারা সমস্ত

জগৎই চিন্মাত্র ভাবিয়া আমি মনে মনে ধারণা করিতেছি, এইরূপ চিন্তা করা হয়। তাহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্ভুক্ত। যখন কর্তা কর্ম-করণাদির সহিত সম্বন্ধ রহিত হয়, ভাবনার কর্তা আমি, ভাব্য বিষয় জগৎ ও ভাবনার করণ মন—এরূপ বোধ না থাকে, 'আমিই চৈতন্য স্বরূপ' ইহার ভাবনা ও উপলব্ধিই কেবলরূপা চিন্মাত্রবাসনা। দৈত্যগুরু ভগবান শুক্রাচার্য্য বলীরাজকে এই উপদেশ দিয়াছেন। "কেবলমাত্র চিৎ বা চৈতন্য আছে, একমাত্র চৈতন্যই সত্য, এই সমস্ত চিন্ময়, তুমিও চৈতন্য স্বরূপ, আমিও চৈতন্যস্বরূপ, এই জগৎ চৈতন্যময়—সংক্ষেপে ইহাই তত্ত্বজ্ঞান জানিও।"

দ্বিতীয়া চিন্মাত্রবাসনা, কেবলরূপা ভাবনা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তর্গত। এই চিন্মাত্র বাসনায় দৃঢ়রূপে অভ্যস্ত হইলে পূর্বোক্ত মলিন বাসনার ক্ষয় হয়। এই বাসনা ক্ষয়ের অভ্যাস অর্থে বুঝিতে হইবে, উক্ত অবস্থায় মন সাবয়ব বা আকার বিশিষ্ট থাকে। যেমন স্বর্ণালঙ্কারের মধ্যে জতু বা গালা অদৃশ্যভাবে থাকে, তেমনি উক্ত অবস্থায় অদৃশ্যভাবে কতিপয় মলিন বাসনা লুপ্ত থাকে। কামাদি রিপু বৃত্তিরূপে পরিণত হইয়া অন্তঃকরণের আকার ধারণ করে। মননাত্মক বলিয়া ইহাকে মনও বলা যায়। সেই মন সত্ত্ব-রজ-তমঃ-ত্রিগুণাত্মক এবং উক্ত-গুণাশ্রিত বলিয়া সত্ত্ব-রজঃ ও তমো গুণের বিকার-রূপ সুখ, দুঃখ ও মোহ উৎপন্ন হয়। রজঃ ও তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণ অতি স্থূল ও আত্ম দর্শনের অযোগ্য হয়। এইজন্য বৃত্তিসমূহের নিরোধ-পূর্ব্বক উহাদের সূক্ষ্মতা সম্পাদন করিতে হয়। ইহাকেই মনোনাশ বলে। মুনি বিদ্যারণ্য কৃত 'জীবন্মুক্তি বিবেক' গ্রন্থে মনোনাশের

বিবিধ উপায় নিম্নোক্ত প্রকারে কথিত হইয়াছে। "অধ্যাত্ম বিদ্যার অধিগম, সাধুসঙ্গ, বাসনা পরিত্যাগ এবং প্রাণ বায়ুর স্পন্দন নিরোধ এইগুলি পরিপুষ্ট হইলে চিত্ত জয় হয়।" প্রাণবায়ু নিরোধ সম্বন্ধে যোগ শাস্ত্রে কথিত হয়, গুরুদত্ত উপদেশ অনুসারে খাদ্য গ্রহণ, আসন পরিকল্পনা ও প্রাণায়ামের দৃঢ় অভ্যাস দ্বারাই প্রাণ বায়ুর স্পন্দন নিরুদ্ধ হয়। কিরূপে প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়, তাহাও নিম্নোক্ত প্রকারে উপদিষ্ট। ঈড়া নাড়ী দ্বারা ষোল বার বায়ু পান কর এবং দশ বা বারোবার ক্রমে ধীরে ধীরে পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা চৌষট্টিবার উদর-গহ্বরে বায়ু ত্যাগ কর। ঈড়া বাম নাসিকা ও পিঙ্গলা দক্ষিণ নাসিকা। বায়ু পান অর্থে পুরণ বা পূরক ক্রিয়া এবং বায়ু ত্যাগ অর্থে রেচন বা রেচক ক্রিয়া। নিম্নোক্ত শ্রুতি বাক্যে প্রাণায়াম মনোনাশের উপায়রূপে কথিত।

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সুযুক্তচেষ্টঃ
ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিব বাহমেনং
বিদ্বান্মনো ধারয়েতা প্রমত্তঃ ॥ ইতি—

উপযুক্ত চেষ্টার সহিত প্রাণবায়ুকে পীড়ন করিবে ও প্রাণ ক্ষীণ হইয়া আসিলে নাসিকা দ্বারা উচ্ছ্বাস বা ধীরে ধীরে শ্বাস ত্যাগ করিবে। যেমন দুষ্টাশ্ববাহনকে সংযত করিতে হয়, তেমনি বিদ্বান যোগী অপ্রমত্ত ভাবে মনকে সংযত করিয়া ধারণ করিবেন। পরমর্ষি পতঞ্জলী কৃত 'যোগসূত্র' গ্রন্থের সাধনপাদের ৪৬ সূত্রে আছে, 'তত্র স্থির সুখমাসনম্'। স্থিরভাবে সুখে যে ভাবে বসা যায়, তাহাই আসন। সিদ্ধাসন ও পদ্মাসনাদি যোগাসন বহুবিধ। তন্মধ্যে যে

স্থিরতা ও সুখ অনুভব করেন এবং তাহার কোনরূপ উদ্বেগ হয় না, সেইরূপ আসন অভ্যাস করিবেন। এই সম্বন্ধে উল্লিখিত যোগসূত্রে সাধনপাদে ৪৭ সূত্রে আছে, 'প্রযত্ন শৈথিল্যাহনন্তসমাপত্তিভ্যাম্'। প্রযত্ন-শৈথিল্য অর্থে লৌকিক ও বৈদিক কর্মত্যাগ। আলোচ্য বিষয়ে বৃত্তিকার মণিপ্রভাকার শ্রীমৎ রামানন্দ যতি বলেন, মানুষের স্বাভাবিক প্রচেষ্টা চাঞ্চল্যযুক্ত, প্রযত্ন-শৈথিল্য বলিতে সেই চঞ্চলতার শিথিলতা-সম্পাদন। প্রযত্ন-শৈথিল্যের ন্যায় আসন-প্রতিষ্ঠার একটি উপায় অনন্ত সমাপত্তি। সহস্র-ফণার উপর বিশাল ধরণী ধারণপূর্বক অনন্তদেব নিঃস্পন্দরূপে অবস্থান করেন। 'আমিই সেই অনন্তদেব' এই ধারণার প্রতিষ্ঠাকে অনন্ত সমাপত্তি বলে। ভগবান পতঞ্জলী অনন্তদেবের অবতার রূপে সম্পূজিত। যোগসূত্রের বৃত্তিকার ভোজরাজ বলেন, আকাশাদিগত অনন্তভাবে চিত্তের সমাপত্তিই অনন্ত সমাপত্তি। ইহার দ্বারা আসন সিদ্ধির সমস্ত প্রতিবন্ধক বিদূরিত হয়। উল্লিখিত যোগসূত্র গ্রন্থের সাধনপাদে ৪৮ সূত্রে আসন যোগের ফল বিবৃত্ত।

'ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ'। এইরূপে আসন সিদ্ধ হইলে তাহার ফলে সর্ব দ্বন্দ্ব নিবৃত্ত হয়। তখন যোগী ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব দ্বারা আর পীড়িত হন না। আসন সাধন সম্বন্ধে গীতাতে কথিত হইয়াছে, আহারকালে যোগী উদরের দুই ভাগ অন্ন দ্বারা ও এক ভাগ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বায়ুর অবাধ সঞ্চরণার্থ শূন্য রাখিবেন।

উক্তরূপে প্রাণায়ামাদি অভ্যাস দ্বারা প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইলে যাবতীয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। ইহার কারণ, প্রাণ-স্পন্দনরূপ আধান বা আধারের উপর চিত্তবৃত্তিসমূহ উদিত হয়। ইহার পর অন্তঃকরণস্থ

অনাত্মরূপ বৃত্তি-নিরোধের ফলে সমস্তই আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। ভগবান পতঞ্জলী বলেন, যোগঃ চিত্তবৃত্তির্নিরোধঃ। ইহার অর্থ, সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যোগ বা সমাধি লাভ হয়। শাস্ত্রকারগণ বলেন, আত্মার মধ্যেও স্বভাবতঃ সর্বদাই চিত্ত অনাত্মাকারে অবস্থিত। আত্মার সহিত সর্ববস্তুর একীকরণ পূর্বক অনাত্মদৃষ্টি তিরোহিত করিবে। মোক্ষমূলক যোগতত্ত্ব সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। ভগবান পতঞ্জলি যোগসূত্রের (১।১২) সূত্রে বলেন, 'অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।' অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারাই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়। গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে ৩৫ শ্লোকে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলেন, অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে। ইহার অর্থ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা চঞ্চল মনও নিগৃহীত হয়। বৈরাগ্য বিষয় পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে।

সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিভেদে নিরোধ দ্বিবিধ। কর্তৃত্বাদি ক্লেশ রহিত অবস্থায় যে সমাধিতে কেবল চিদ্ বস্তুকে কেন্দ্র করিয়া প্রত্যয়-ধারা প্রবাহিত হয়, তাহাই সংপ্রজ্ঞাত। কোন শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়সমূহ মনে, মন অহঙ্কারে, অহঙ্কার মহত্তত্ত্বে ইত্যাদি যাহা হইতে যাহার উৎপন্ন, বিলোমক্রমে তাহাতে তাহা লীন করিয়া, যাহা হইতে যাহা উৎপত্তি, তাহাতে বিলোপ ক্রমে প্রকৃতির সমস্ত বিকৃতিকে লয় করিয়া অবশিষ্ট একমাত্র সদানন্দ চৈতন্যকেই ধ্যান করিবে। ধ্যান ও অভ্যাস প্রকর্ষ লাভ করিলে অহং প্রত্যয়-রহিত ব্রহ্মাকারে পরিণত মনোবৃত্তির প্রশান্ত প্রবাহকে সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে।

এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি যমাদি অষ্টাঙ্গ যুক্ত। ইহাদের মধ্যে যম,

নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার বহিরঙ্গ এবং ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ সাধন.

মহর্ষি পতঞ্জলী কৃত 'যোগসূত্র' গ্রন্থে সাধন পাদে ৩০ সূত্রে আছে, 'অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্যা পরিগ্রহাঃ যমাঃ'। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহকে যম বলে। দেশকালাদি বিচার না করিয়া সর্বভাবে যাবতীয় প্রাণীহিংসা হইতে বিরতি অহিংসা। বাক্যে ও মনে যথার্থ ভাষণ সত্য। অস্তেয় অর্থে পরস্বাপহরণে ও তাদৃশ চিন্তায় অপ্রবৃত্তি। অষ্টাংগ মৈথুন বর্জ্জনকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। কাহারও নিকট হইতে কোন ভোগ্যবস্তু গ্রহণ না করাকে অপরিগ্রহ বলে। ব্রহ্মচর্য্যের সংজ্ঞা দক্ষসংহিতায় (৭।৩১-৩২) নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে প্রদত্ত।

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণংগুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিষ্পত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মণীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥

পুরুষ এবং রমণী পরস্পরকে স্মরণ; একে অন্যের নিকট তাহার গুণ কীর্ত্তন বা কথোপকথন, পরস্পর একত্রে খেলা, প্রত্যক্ষে বা গোপনে পরস্পরকে দর্শন, নিভৃতে উভয়ে একত্রিত হইয়া গুহ্য বিষয়ে আলাপ, মনে মনে একে অন্যের সহিত মিলিত হইলে রমণাদি ব্যাপারে কি কি করিবে, তাহার চিন্তা ও তাহার জন্য চেষ্টা এবং শেষ পর্য্যন্ত মৈথুন-ক্রিয়া সম্পাদন—ইহাই অষ্টবিধ মৈথুন। মৈথুনের বিপরীত ক্রিয়াকে ব্রহ্মচর্য্য বলে। মুমুক্ষু যোগিগণ ব্রহ্মচর্য্য অনুষ্ঠানে নিযুক্ত হইবেন। স্ত্রী-পুরুষের সংসর্গ ও সন্নিধিত্যাগ এবং সংসর্গাদির ফলে যে দোষ-

সমূহ উৎপন্ন হয়, তৎসমুদয় পর্য্যালোচনা করিলে উল্লিখিত মৈথুন পরিহার করা যায়। সেই হেতু রমণীগণের সহিত বাক্যালাপ মুমুক্ষু-গণের পক্ষে নিষিদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবতে বিশদরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে, কোনও রমণীর সহিত বাক্যালাপ করিবে না। কোন পূর্বদৃষ্ট রমণীকে স্মরণ করিবে না। তাহাদের সম্বন্ধে আলোচনা পরিহার করিবে। এমন কি, তাহাদের চিত্রগত প্রতিকৃতিও দেখিবে না। যেমন পুরুষের সঙ্গে রমণীর সংসর্গ নিষিদ্ধ, তেমনই রমণীর সঙ্গে পুরুষের সঙ্গও নিষিদ্ধ।

ভগবান পতঞ্জলী কৃত যোগসূত্রে সাধনপাদে ৩২ সূত্রে নিয়ম এইরূপে সংজ্ঞিত। 'শৌচসন্তোষতপঃ স্বাধ্যায়েস্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।' ইহার অর্থ, শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধানকে নিয়ম বলে। মৃত্তিকা ও জলাদির দ্বারা বাহ্য শৌচ এবং মৈত্রী প্রভৃতি ভাবনা দ্বারা অন্তঃশৌচ হয়। সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর প্রনিধান নিয়মের অন্তর্গত। আসনের বর্ণনা পূর্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। পদ্মাসন, সিদ্ধাসন ও স্বস্তিকাসন প্রভৃতি বহুবিধ যোগাসন প্রচলিত। রেচক, পূরক ও কুম্ভক দ্বারা প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে হয়। বিষয়সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়বর্গের নিবর্তনই প্রত্যাহার। এই সকল বহিরঙ্গ সাধনে সিদ্ধি লাভান্তে অন্তরঙ্গ সাধনের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধন। মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক ষট্‌চক্র অন্তঃশরীরে সুষুম্নানাড়ী মধ্যে অবস্থিত। আজ্ঞাচক্রের ঊর্দ্ধে সহস্রদল মহাপদ্ম বিরাজিত। যে কোন এক চক্রে বা প্রত্যগাত্মায় চিত্ত স্থাপনের নাম ধারণা। একমাত্র তদ্‌বস্তুর স্মরণই ধারণা।

[বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে সপ্তম অধ্যায়ে আছে, 'এষাং বৈ ধারণাজ্ঞেয়া যচ্চিত্তং তত্র ধার্য্যতে'। আরাধ্য দেবতার মূর্তিতেও ধারণার উপদেশ প্রদত্ত। আরাধ্য দেবমূর্তির পদাঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সর্বাঙ্গ মানস চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া একাগ্রতা সহকারে সমগ্র মূর্তিতে, ও তৎপরে নিম্ন হইতে ক্রমে ক্রমে এক একঅঙ্গ ত্যাগ করিয়া অন্য অঙ্গ ধারণপূর্বক ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতে থাকিবে। ক্রমশঃ সমস্ত অবয়বের ধারণা সমাপ্ত হইলে অবয়বী আত্মস্বরূপে চিত্ত নিবেশ করিলে ধারণায় সিদ্ধ হইবে। পূর্বোক্ত ভগবন্ মূর্ত্তিতে চিত্তকে নিবিষ্ট করা হয় বলিয়াই এই ক্রিয়াকে ধারণা বলে।]

কোন বস্তুতে তৈলধারাবৎ প্রত্যয়-প্রবাহ বা বোধানুভূতির একতানতা বা তন্ময়তাই ধ্যান। এই অবস্থায় উক্ত প্রত্যয়-প্রবাহ দ্বারা একমাত্র লক্ষ্যবস্তু গোচরীভূত হয়। প্রত্যয়-প্রবাহ দ্বিবিধ— বিজাতীয় প্রত্যয় দ্বারা অন্তরিত এবং বিজাতীয় প্রত্যয় রহিত। তন্মধ্যে প্রথমটি ধ্যান ও দ্বিতীয়টি সমাধি। সমাধিও দ্বিবিধ। একটিতে আমি করিতেছি ইত্যাদি কর্তৃত্ব বোধ থাকে, অন্যটিতে তাহা থাকে না। ইহাদের মধ্যে প্রথমটিকে অঙ্গ সমাধি ও দ্বিতীয়টিকে অঙ্গী সমাধি বলে।

[যে বস্তুতে ধ্যানাভ্যাস করা হয়, তাহা ও প্রত্যয় প্রবাহ একজাতীয় নহে। ধ্যেয় বস্তু প্রত্যয় প্রবাহে বিজাতীয়, সমাধিতে ধ্যেয় বস্তু ও প্রত্যয় প্রবাহ একীভূত হয়। তখন উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ উপলব্ধ হয় না]

সম্প্রজ্ঞাত সমাধি উদিত হইলে লয়, বিক্ষেপ, কষায় ও রসাস্বাদ নামক চারি বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। ইহাদের মধ্যে লয়

অর্থে নিদ্রা, পুনঃ পুনঃ বিষয়ানুসন্ধানই বিক্ষেপ, রাগ বা বিষয়াসক্তি প্রভৃতি দ্বারা চিত্তের স্তব্ধতা কষায় এবং সমাধির আরম্ভ সময়ে 'আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি' এইরূপ অহঙ্কারযুক্ত বোধই রসাস্বাদ। লয় উপস্থিত হইলে চিত্তকে সংবোধিত ও বিক্ষেপ আসিলে চিত্তকে প্রশমিত করিবে। কষায় উঠিলে তাহা প্রায় ব্রহ্মপ্রাপ্তি ভাবিয়া চিত্তকে বিচলিত করিবে না এবং রসাস্বাদে বিরত থাকিয়া ব্রহ্ম-প্রজ্ঞা বা আত্মজ্ঞানে মগ্ন হইয়া নিঃসঙ্গ থাকিবে। ইহার অর্থ, প্রাণায়ামাদি অভ্যাস দ্বারা লয়াভিমুখ চিত্তকে জাগরিত করিয়া তুলিবে। বিষয়াদিতে দোষ দর্শন ও ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা দ্বারা বিক্ষিপ্ত চিত্তকে প্রশমিত করিবে। চিত্ত ব্রহ্মগত হইলে তাহাকে চঞ্চল করিবে না এবং সমাধির আরম্ভে যে সবিকল্প আনন্দের আস্বাদ অনুভূত হয়, তাহা হইতে বিরত ও ব্রহ্মপ্রজ্ঞার সহিত যুক্ত হইয়া উদাসীন ভাবে অবস্থান করিবে।

এইরূপ সম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা আত্মপ্রসাদ লাভ হইলেই মনে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা উদিত হয়। অতীত ও ভবিষ্যৎ দূরবর্তী অন্যবস্তু দ্বারা ব্যবহিত ও সূক্ষ্মবস্তু বিষয়ে যোগীবৃন্দের যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, তাহাই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। সেই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাকে নিরোধপূর্বক সমাধি অভ্যাস করিলে ত্রিগুণের প্রতি অতিশয় বিতৃষ্ণাযুক্ত অতি উচ্চগ্রামের বৈরাগ্য উদিত হয়। এই বৈরাগ্যের স্বরূপ পূর্বে কথিত হইয়াছে। উক্ত বৈরাগ্য আবির্ভূত হইলে ইহার পুনঃ পুনঃ অনুশীলন কর্তব্য। উৎসাহ যুক্ত চেষ্টাকে অভ্যাস বলে। পতঞ্জলীকৃত যোগসূত্রের সাধনপাদে ১৪ সূত্রে আছে, তত্রস্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ'। অর্থাৎ রাজসিক ও তামসিক বৃত্তিশূন্য চিত্তের

একাগ্রতাই স্থিতি। সেই স্থিতিতে বিদ্যমান থাকার জন্য পুনঃ পুনঃ যত্নই অভ্যাস। ইহা নিরুদ্ধ হইলে সর্ববিধ ধীশক্তি নিরোধ হয়। সেই অবস্থাকে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে। [এই অবস্থায় অহংভাব প্রভৃতি কোন বিকল্প থাকে না। যেমন জলে সৈন্ধব লবণ খণ্ড মিশ্রিত হয়, তেমনই মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্মানন্দে বিলীন হইয়া তাহাতে একাকার হইয়া যায়।] কেবল পরবৈরাগ্য দ্বারা সমাধিলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রণিধানের ফলেও সমাধি লাভ হয়। ভগবান্ পতঞ্জলিও যোগসূত্রের সাধন-পাদে ২৪ সূত্রে বলেন, ঈশ্বর প্রণিধানাদ্ বা। ইহার অর্থ, কায়মনো-বাক্যে ভক্তি ভরে ঈশ্বরে চিত্ত নিরোধ করিলেও সমাধি লাভ হয়। উল্লিখিত যোগসূত্রের সমাধিপাদে ২৫ সূত্রে ঈশ্বরের সংজ্ঞা প্রদত্ত। যথা—

'ক্লেশকর্ম বিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ।'

অবিদ্যা প্রভৃতি ক্লেশ, ধর্মাধর্মাধি কর্ম, কর্মফলই বিপাক, ফলের অনুকূল চিত্তে অবস্থিত সংস্কারসমূহই আশয়। যিনি এই পঞ্চক্লেশ দ্বারা কোন কালেই সংশ্লিষ্ট নহেন, সেইরূপ পুরুষ বিশেষকে ঈশ্বর বলে। যোগসূত্রের সমাধি পাদে ২৮ সূত্রে আছে, 'তস্যবাচকঃ প্রণবঃ।' প্রণব বা ওম্কারই সেই ঈশ্বরের বাচক। যেমন দেবদত্ত শব্দ দেবদত্তরূপ ব্যক্তির বাচক, তদ্রূপ ওম্কার সেই ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ নাম। এই ক্ষেত্রে নাম ও নামীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। যোগসূত্রের সমাধিপাদে ২৯ সূত্রে আছে, 'তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।' সেই সার্ধত্রিমাত্র যুক্ত ওম্কারের জপ, তাহার যথাযথ উচ্চারণ এবং সেই ওঁঙ্কারের বাচ্য ঈশ্বরকে পুনঃ পুনঃ চিত্তে নিবেশনপূর্বক ভাবনা দ্বারা সমাধি লাভ হয়।

ভগবান পতঞ্জলী স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন, ক্লেশাদি রহিত পুরুষ বিশেষকে সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর বলে। ওঁকার তাঁহার বাচক এবং একমনে ওঁকার জপ ও ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা সমাধি লাভ হয়।

মাণ্ডুক্য উপনিষদের আগম প্রকরণে এবং আচার্য্য শঙ্কর রচিত পঞ্চীকরণ গ্রন্থে এবং উহার বার্তিকে যেরূপে প্রণবজপ উপদিষ্ট, তদ্রূপ প্রণব জপ করিবে। প্রণবের গূঢ়ার্থ অনুসন্ধানই ঈশ্বরানুসন্ধান বা তত্ত্বানুসন্ধান বা স্বরূপানুসন্ধান। মোক্ষ শাস্ত্র বলেন,'তদ্‌যোঽহং সোঽসৌ যোঽসৌ সোঽহম্'। ইহার অর্থ, সেই হংসও যে, আমিও সে। যঃ অহং, সঃ অসৌ। যঃ হংস, সঃ অসৌ। যঃ অসৌ, সঃ অহম্। উক্ত বাক্যের সঃ শব্দে পরমাত্মাকে বুঝায়। অহং শব্দের অর্থ প্রত্যগাত্মা। ইহাদের সামান্যাধিকরণ্য হেতু 'ব্রহ্মাই আমি' এই অর্থে উপনীত হওয়া যায়। সেই ব্রহ্মাই আমি। ইহার অর্থ যেরূপ হয়, প্রণব ও ঈশ্বরের অর্থও তদ্রূপ। অর্থাৎ যেমন ব্রহ্মে এবং আমাতে কোন ভেদ নাই, তেমনি প্রণব ও ঈশ্বর অর্থতঃ অভিন্ন। ইহা ব্যতীত উক্তবাক্যে 'সোঽহম্' পদদ্বয়ের সকার ও হকার লোপ করিলে শেষ পর্য্যন্ত 'ও অম্' থাকে। ইহাদের সন্ধি করিলে 'ওঁম্' বা প্রণব পাওয়া যায়। এই বিষয়ে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সোঽহং পদের সকার ও হকার লোপান্তে সন্ধি করিলে প্রণবই হয়। সেই প্রণবকে জপে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে জানা যায়, ওঁম্ শব্দে পরমাত্মা নির্দেশিত। প্রণবজপও প্রণবার্থ অনুধ্যানরূপ ঈশ্বরানুসন্ধান করিলে নিশ্চয়ই সমাধি লাভ হয়।

এইরূপ সমাধি অভ্যাস দ্বারা অন্তঃকরণের সূক্ষ্মতা সম্পাদনকেই মনোনাশ বলে। এই সূক্ষ্মমন দ্বারা 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে ত্বম্ পদে

যাহা লক্ষিত হয়, তাহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। উক্তরূপে মহাবাক্যের অর্থানুসন্ধানপূর্বক মুমুক্ষু সাধক উপলব্ধি করেন, তিনি স্বয়ংই ব্রহ্ম। কেবল সমাধি দ্বারা ব্রহ্ম লাভ হয় না, বিবেক বা বিচার বলেও তাহা সম্ভব হয়। অন্তঃকরণ ও তদীয় বৃত্তিসমূহের অবভাসক সাক্ষীস্বরূপ চিদাত্মা। তাঁহাকে দর্শন করিলে ব্রহ্মলাভ হয়। উক্তমর্মে যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয় দৃষ্ট হয়।—

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগোজ্ঞানং চ রাঘব .
যোগো বৃত্তি নিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥
অসাধ্যঃ কস্য চিদ্যোগঃ কস্য চিদ্ জ্ঞান নিশ্চয়ঃ ।
প্রকারৌ দ্বৌ তদা দেবো জগাদ পরমেশ্বরঃ ॥

হে রাঘব, যোগ ও জ্ঞান এই দুইটি চিত্ত নাশের উপায়। তন্মধ্যে যোগ দ্বারা মনোবৃত্তির নিরোধ হয় এবং জ্ঞান অর্থে সম্যক্‌দৃষ্টি। কাহারও পক্ষে যোগ এবং কাহারো পক্ষে জ্ঞানসাধন অসাধ্য। এইহেতু পরমেশ্বর চিত্ত নাশের দ্বিবিধ উপায় বলিয়াছেন। জ্ঞানই বিবেক। উক্ত মর্মে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ৪২-৪৩ শ্লোকদ্বয়ে শ্রীভগবান্ বলেন, "স্থূল দেহ হইতে ইন্দ্রিয়সমূহ শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রিয় হইতে মন এবং মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। যিনি দেহাদিবুদ্ধ্যন্ত সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত, তিনিই বুদ্ধির দ্রষ্টা পরমাত্মা। হে অর্জুন, শুদ্ধবুদ্ধি দ্বারা মনকে সমাহিত করিয়া বুদ্ধির দ্রষ্টা পরমাত্মাকে এইরূপে জানিয়াই অজ্ঞান মূলক দুর্জ্জয় বৈরী কামকে জ্ঞানবলে মূলোচ্ছেদপূর্বক বিনাশ কর।" সাংখ্যবাদী জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসীবৃন্দ যে স্থান প্রাপ্ত হন, যোগ বলেও সেই স্থান লব্ধ হয়। উক্ত ভাবে সর্বজ্ঞ ভগবান্ বাসুদেব যোগ সাধনের

উপযোগীতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান, বাসনাক্ষয় ও মনোনাশ অভ্যাস দ্বারা জীবন্মুক্তি সিদ্ধ হয়।

জীবন্মুক্তি দ্বারা নিম্নোক্ত পঞ্চবিধ প্রয়োজন পূর্ণ হয়।—জ্ঞানরক্ষা, তপস্যা, বিসংবাদাভাব, দুঃখনিবৃত্তি ও সুখাবির্ভাব। যিনি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, যে চেষ্টায় আর সংশয় ও বিপর্য্যয়রূপ অবস্তুতে বস্তুদৃষ্টি না হইতে পারে, জ্ঞানরক্ষা বলিতে তাহাই বুঝায়। যখন কখনও কখনও রাঘব ও নিদাঘ প্রভৃতি জ্ঞানিগনেরও সংশয়াদি দেখা গিয়াছে, তখন মৎসদৃশ উপাসনা রহিত ব্যক্তিবৃন্দের চিত্তবিশ্রান্তির অভাব নিমিত্ত কখন কখন সংশয় ও বিপর্য্যয় অবশ্যই আসিতে পারে। এই হেতু জ্ঞানরক্ষা প্রয়োজনীয়। উল্লিখিত সংশয় এবং বিপর্য্যয়ও অজ্ঞানতুল্য মোক্ষের প্রতিবন্ধক।

ভগবানও গীতামুখে (৪।১০) বলিয়াছেন, অজ্ঞশ্চাশ্রদ্ধধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। অজ্ঞ, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন, জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠানে সন্ধিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি পরমার্থের অযোগ্য হয়। জীবন্মুক্তি অভ্যাসের ফলে সংশয় ও বিপর্য্যয় নিবৃত্ত হয়। সেজন্য জ্ঞানরক্ষাই প্রথম প্রয়োজন।

[যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে এবং মহাভারতের শান্তিপর্বে বর্ণিত হইয়াছে, কখন কখন শুকাদি জ্ঞানিগণও সংশয়গ্রস্ত হইয়াছিলেন। বশিষ্ঠ ও জনকাদি মুনিগণের উপদেশে সেই সংশয় বিনষ্ট হইয়াছিল।]

চিত্তের একাগ্রতার নামই তপস্যা। মন ও ইন্দ্রিয়সমূহের একাগ্র ভাবই পরম তপস্যা। উহাই সর্বধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধন এবং পরম ধর্ম নানা শাস্ত্রে উহা বিশদভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মজ্ঞানী জীবন্মুক্তের যাবতীয় চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয় বলিয়া নির্বিঘ্নে চিত্ত একাগ্র হয়। ইহাই যথার্থ তপস্যা। জনসাধারণের উপকারার্থ সাধক লোকসংগ্রহ করেন।

শ্রীভগবানও বলিয়াছেন, বিশেষ বিবেচনা সহকারে লোকসংগ্রহ কর্ত্তব্য। যে সমস্ত লোক সংগ্রহ করিতে হয়, তাহারাও শিষ্য, ভক্ত ও তটস্থ ভেদে ত্রিবিধ। তন্মধ্যে সন্মার্গবর্ত্তী শিষ্য গুরূপদিষ্ট সৎপথে চলিয়া শ্রবণাদি দ্বারা ব্রহ্ম সাক্ষৎকারে সমর্থ হয়। শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, 'আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ। তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষে অথ সংপৎস্যে' ইতি। আচার্য্যবান পুরুষই ব্রহ্মকে জানিতে পারেন। যে পর্য্যন্ত তিনি মুক্তিলাভ করিতে না পারেন, সে-পর্য্যন্ত সেই ভাবেই থাকেন। অতঃপর তিনি ব্রহ্মরূপ অক্ষয় সম্পদ্ লাভ করেন। জ্ঞানী ব্যক্তির পূজা ও তাঁহাকে অন্নপানাদি দান করিয়া ভক্ত অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হন। মুণ্ডক উপনিষদের ৩।১।১০ শ্লোকে আছে—

যংযং লোকং মনসা সংবিভাতি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তংতং লোকং জয়তি তাংশ্চ কামান্
তস্মাৎ আত্মজ্ঞং হ্যর্চয়েদ্ ভূতি কামঃ॥

নির্মলান্তকরণ আত্মজ্ঞ পুরুষ যে যে লোক মনে সংকল্প করেন এবং যে সকল ভোগ্যবস্তু কামনা করেন, সেই সকল লোক ও তৎসমুদয় ভোগ্যবস্তু যথাকালে প্রাপ্ত হন। সুতরাং যিনি বিভূতি আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি আত্মজ্ঞানীর অর্চনা করিবেন। অতএব মঙ্গলার্থী ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষগণের সেবাদি শ্রদ্ধাভরে করিবেন। উক্ত মর্মে স্মৃতি শাস্ত্রে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

যদ্যেকো ব্রহ্মবিৎ ভূঙ্‌ক্তে জগত্তর্পয়তেঽখিলম্।
তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদে দেয়ং যদ্যস্তি বস্তু কিঞ্চন॥

যদি একজনও ব্রহ্মবিৎ ভোজন করেন, তাহা হইলে অখিল

জগৎ তৃপ্ত হয়। অতএব যদি কোন ধন থাকে, তাহা ব্রহ্মবিদ্‌কে প্রদান করা উচিৎ।

সন্মার্গবর্ত্তী ও অসন্মার্গবর্ত্তী ভেদে তটস্থ ভক্তও দ্বিবিধ। তন্মধ্যে যিনি সন্মার্গবর্ত্তী, তিনি সদাচারে মুক্ত পুরুষের প্রবৃত্তি দেখিয়া স্বয়ং সদাচারে প্রবৃত্ত হন। গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে ২১ শ্লোকে শ্রীভগবান বলেন—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ততে॥

কোন সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা যাহা আচরণ করেন, সেই সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ লোক তাহা তাহাই অনুকরণ করে। তিনি যে লৌকিক বা বৈদিক কর্ম প্রামাণিকরূপে অনুষ্ঠান করেন, অন্য লোকে তাহাই অনুসরণ করে। অসন্মার্গবর্ত্তী ব্যক্তিগণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পূত দৃষ্টিপাত দ্বারা পাপমুক্ত হয়। উক্ত মর্মে স্মৃতি শাস্ত্রে এই শ্লোক দৃষ্ট হয়।

যস্যাঽনুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে।
তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্বে মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ॥

তত্ত্ববিষয়ে, ব্রহ্ম বা পরমাত্মায় যাঁহার বুদ্ধি অনুভব পর্য্যন্ত বিস্তৃত, বা যাঁহার ব্রহ্মানুভূতি হইয়াছে, যাহারা তাঁহার দৃষ্টি গোচর হন, তাহারা সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্ত হন।

ভাগ্যদোষে যাহারা জ্ঞানিগণের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ, তাহারা জ্ঞানীবৃন্দের সম্ভাবিত সমস্ত দুষ্কৃতি গ্রহণ করে। শ্রুতিতে আছে, তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধু কৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামিতি। তাহার পুত্রগণ তদীয় দায় গ্রহণ করে। যাহারা সুহৃৎ, তাহারা

সাধুকার্য্যের ও যাহারা বিদ্বেষ পরায়ণ, তাহারা দুষ্কৃতির দায়ভাগী হয়। এইরূপে জীবন্মুক্ত যে তপস্যা করেন, তাহা লোক সংগ্রহার্থ অনুষ্ঠিত হয়। এই তপস্যাই জীবন্মুক্তের দ্বিতীয় প্রয়োজন।

ব্যুত্থিত দশায় কাহারো অনাদর ও নিন্দাদি শ্রবণে অথবা পাষণ্ড-গণ দ্বারা আচরিত নিষ্ঠুরতাদি দর্শনেও জীবন্মুক্ত ব্যক্তির চিত্তবৃত্তি উত্থিত হয় না। এই কারণে তাঁহার চিত্তে কোনপ্রকার বিসংবাদেরও আবির্ভাব হয় না। আলোচ্য বিষয়ে তত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—

জ্ঞাত্বা স্ব বয়ং তত্ত্বনিষ্ঠাং ননু মোদামহে বয়ম্।
অনুশোচাম এবাঽন্যান্ন ভ্রান্তৈর্বিবদামহে॥

আমরা তত্ত্বনিষ্ঠা জানিয়াই আনন্দিত হই, ভ্রান্তগণের সহিত বিবাদ করি না ও অন্য সকলের সম্বন্ধে করুণাবশে কেবল অনুশোচনা করি। এই বিসংবাদের অভাব জীবন্মুক্তের তৃতীয় প্রয়োজন।

ঐহিক ও পারত্রিক দুঃখ নিবৃত্তি ভেদে দুঃখ নিবৃত্তিও দুই প্রকার। প্রারব্ধ ভোগ সত্ত্বেও জ্ঞান বলে ভ্রম নিবৃত্ত ও যোগাভ্যাসের ফলে সমস্ত চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইলে যখন চিত্ত আত্মার সহিত একীভূত হয়, তখন যাবতীয় ঐহিক দুঃখের নিবৃত্তি হয়। আত্মজ্ঞানে আত্যন্তিক দুঃখ নাশ ও অতীন্দ্রিয় সুখ লাভ হয়। শ্রুতিও বলেন, 'আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ।' যদি আত্মাকে জানিতে পারে, ইত্যাদি বাক্যে কথিত হইয়াছে, মুক্ত ব্যক্তির ঐহিক দুঃখাদি চিরতরে নিবৃত্ত হয়।

[বৃহদারণ্যক উপনিষদে ৪।৪।১২ শ্লোকে আছে,—আত্মানং চেৎ বিজানীয়াৎ অয়মস্মিতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরম্ অনুসংজ্বরেৎ॥ যখন লোকে আত্মাকে জানতে পারে, 'আমি সেই

ব্রহ্ম,’ তখন আর কি ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় শরীর গ্রহণপূর্বক দুঃসহ ক্লেশ ভোগ করিবে।]

জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে সঞ্চিত কর্মের ক্ষয় ও আগামী কর্মের সহিত অসংস্রব হেতু পারলৌকিক সর্ব দুঃখ নিবৃত্ত হয়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিও বলেন, কিমহং পাপমকরবং, কিমহং সাধুনাকরবম্ ইত্যাদি। ইহার অর্থ, কেন আমি পাপকর্ম করিলাম বা কেন সাধুকর্ম করিলাম না, এই চিন্তায় জ্ঞানী আর সন্তপ্ত হন না। এইরূপ দুঃখ নিবৃত্তিই জীবন্মুক্তের চতুর্থ প্রয়োজন।

জ্ঞানলাভ ও যোগাভ্যাসের ফলে মায়ার আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তি উভয় বিনষ্ট হয়। ইহার ফলে পরিপূর্ণ ব্রহ্মানন্দ লাভে মুক্ত ব্যক্তির আর কোনও অন্তরায় থাকে না এবং তাঁহার হৃদয়ে বিমল সুখ উদিত হয়। শ্রুতিও বলেন,

সমাধিনির্ধূত-মলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুংগিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥ ইতি

সমাধি দ্বারা যাঁহার সর্ববিধ চিত্তমল দূরীভূত হইয়াছে ও সেই শুদ্ধ চিত্তে যাঁহার আত্মা অভিনিবিষ্ট হইয়াছে, তাঁহার অসীম আনন্দ বাক্যে বর্ণনা করা যায় না। সাধক স্বয়ংই অন্তঃকরণে তাহা উপলব্ধি করেন। জীবন্মুক্তের জীবনে এই সুখাবির্ভাব পঞ্চম প্রয়োজন। মুক্তির স্বরূপ, প্রমাণ, সাধন ও ফল নির্ণয় দ্বারা উক্তরূপ দ্বিবিধ মুক্তি নিরূপিত হইল।

অতএব জীবন্মুক্ত ব্রহ্মবিৎ ভোগ দ্বারা প্রারব্ধকর্ম ক্ষয় করিলে দেহ

নাশান্তে অখণ্ড একরস ব্রহ্মানন্দরূপ পরমাত্মায় অবস্থান করেন। ইহাকেই ব্রহ্মনির্বাণ বলে। শ্রুতিও বলেন, ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি, অত্রৈব সমবলীয়ন্তে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি ইত্যাদি। তাঁহার পঞ্চপ্রাণ উৎক্রমণ করে না, পরব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায়। তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মই লাভ করেন। যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মই হন।

স্মৃতিতেও আছে—

বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥
তদ্ভাবভাবমাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদো, ভেদশ্চ তস্যাঽজ্ঞান কৃতো ভবেৎ ॥

বিভেদজনক অজ্ঞানের অত্যন্তনাশ হইলে যখন আত্মা ও ব্রহ্মের সহিত কোন ভেদ থাকে না, তখন উভয়ের মধ্যে ভেদবুদ্ধি কে আর সৃষ্টি করিতে পারে?

পরমাত্মার সহিত তদ্‌ভাবে ভাবিত হইলে তাহার সহিত আর কোন ভেদ থাকে না। লোকে যে ভেদ মনে করে, তাহা অজ্ঞান কৃত। শত শত শ্রুতি ও স্মৃতি একবাক্যে এইরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান বাদরায়ণ (১।১।১৯) সূত্রে বলেন, 'অস্মিন্ অস্য চ তদ্যোগং শাস্তি'। শ্রুতিও বলেন, এই আনন্দময় ব্রহ্মই জীবাত্মার সহিত মিলিত হন।

অতএব ইহা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইল, 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি মহা-বাক্য হইতে 'আমিই ব্রহ্ম' এইজ্ঞান উদিত হইলে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ

মোক্ষলাভ হয়। আর এইরূপ মুক্ত পুরুষের পুনর্জন্ম হয় না। শ্রুতি —স্মৃতিতেও কথিত হইয়াছে—

ন স পুনরাবর্ত্ততে।
তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মা ন স্তন্নিষ্ঠস্তৎ পরায়ণাঃ॥
গছন্ত্য পুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ॥

জ্ঞানবলে যাঁহাদের সর্ব্বপাপ দূরীভূত হইয়াছে, সেই ব্রহ্মবুদ্ধি, ব্রহ্মাত্মা, ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রহ্মপরায়ণ যতিগণের পুনর্জন্ম হয় না।

করুণাবশে শ্রীমৎ স্বয়ং প্রকাশ নামক জ্ঞানী গুরু জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যরূপ তত্ত্ব যেভাবে আমাকে উপদেশ করিয়াছেন, আমি তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম।

ব্রহ্মা, শিব, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ স্ব স্ব অধিকারে ভীত চিত্তে যাঁহার আদেশে স্ব স্ব স্থানে অবস্থান করেন, আমি সেই আদি দেব শ্রীকৃষ্ণের অভয় শরণ গ্রহণ করিতেছি।

যে ভারতীকে শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ সর্ব্বদা উপাসনা করেন, করাগ্রে অক্ষমালা ধারিনী সেই বাগ্ বাদিনী সরস্বতীকে সভক্তি প্রণাম করি।

সমগ্র বিশ্বকে আমি আকাশে কুসুম সদৃশ মিথ্যা দেখিতেছি। আমি নিত্য সুখ বোধরূপ অমৃত সাগরে নিমগ্ন হইয়াছি। শ্রীগুরুর চরণ চিন্তা করিয়া আমি একমাত্র আনন্দস্বরূপ অদ্বয় অনন্ত প্রত্যগাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতেছি।

যাঁহার চরণ কমলযুগলের আশ্রয় বিনা সংসার সমুদ্রে পতিত হইয়া সুখ-দুঃখ ভাগী হওয়ার সম্ভাবনা ছিল এবং যাঁহার—চরণকমল-

যুগল আশ্রয়পূর্ব্বক আমি তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি, আমি সেই উপদেষ্টা সিদ্ধগুরুর চরণকমলে নিয়ত প্রণাম করি।

পরমানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবগণকে দেহধারী উপদেষ্টা মাত্র জানি এবং সমস্ত সংসার অসার, অসত্য জানিয়া পূর্ণসত্য ও আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দময় পরমাত্মায় অবস্থিত হইয়া আমি জগতের অস্তিত্বও বোধ করিতেছি না।

যদুকুলের শ্রেষ্ঠরত্ন শ্রীকৃষ্ণ, অন্যান্য দেবগণ, মানবগণ, পশু সমূহ ও ব্রাহ্মণবৃন্দকেও আমি জানি না। পরমানন্দ সমুদ্রে নিমজ্জনের ফলে আমার যাবতীয় ভেদবুদ্ধি বিগলিত হইয়াছে এবং আমি সত্য-জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মা।

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতীর পূজ্য শিষ্য ভগবান মহাদেবানন্দ সরস্বতী মুনি কর্ত্তৃক বিরচিত তত্ত্বানুসন্ধান নামক গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদের অনুবাদ সমাপ্ত।

অভয় বচন

সর্ব্বদা-সর্বকার্য্যেষু নাস্তি তেষাম্ অমঙ্গলম্।
যেষাং হৃদিস্থো ভগবান্ মঙ্গলায় তনো হরিঃ॥

যে সকল পুরুষের হৃদয়ে সমস্ত মঙ্গলের মূলীভূত ভগবান হরি বিরাজ করেন, কোনকালে কোন কর্মে তাহাদের অমঙ্গল হয়না; সর্বদা সর্বকর্ম্মে তাহাদের মঙ্গল হয়।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

কতিপয় গ্রন্থকারের পরিচয়

১। শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য। ন্যায় শাস্ত্রের একটি প্রধান পুস্তক "ভাষাপরিচ্ছেদ" ইহার রচনা। ইনি নবদ্বীপের প্রখ্যাত নৈয়ায়িক বাসুদেব সার্বভৌমের ভ্রাতা রত্নাকর বিদ্যাবাচস্পতির পৌত্র। তিনি সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। "ভাষা-পরিচ্ছেদ" ব্যতীত গৌতম কৃত ন্যায়সূত্রের উপর তাঁহার বৃত্তি আছে।

২। শ্রীমৎ সর্বজ্ঞাত্ম মুনি। ইনি "সংক্ষেপ শারীরক" প্রণেতা এবং নিত্যবোধাচার্য্য নামেও পরিচিত। ইনি ৭৫৮ খ্রীঃ হইতে ৮৪৮ খ্রীঃ মধ্যে জীবিত ছিলেন এবং শৃঙ্গেরী মঠের পীঠাধীশরূপে অদ্বৈত বেদান্তের প্রখ্যাত পুস্তক "সংক্ষেপ শারীরক" রচনা করেন। "ব্রহ্ম-সূত্র" সদৃশ "সংক্ষেপ শারীরক"ও চারিপাদে বিভক্ত এবং ১২২৮ শ্লোকে সমাপ্ত ও পদ্যে রচিত। শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী কৃত "সার-সংগ্রহ" নামে এবং রামতীর্থ প্রণীত "অন্বয়ার্থ প্রকাশিকা" নামে "সংক্ষেপ শারীরক" গ্রন্থের ২ টীকা বিদ্যমান। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার বলেন, "শ্রীদেবেশ্বর পাদ পঙ্কজ রজঃ সম্পর্ক পূতাশয়ঃ, সর্বজ্ঞাত্ম-নিরাঙ্কিতোমুনিবরঃ সংক্ষেপ শারীরকম্। চক্রে সজ্জনবুদ্ধি বর্ধন-মিদং রাজন্যে বংশে নৃপে, শ্রীমত্যক্ষত শাসকে মনুকুলাদিত্যে ভূবং শাসতি"। অনেকে অনুমান করেন, দেবেশ্বর স্বয়ং সুরেশ্বরাচার্য্য। আবার অনেকে বলেন, তিনি অন্য লোক। যে রাজার সময়ে এই গ্রন্থ রচিত হয়, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি রাষ্ট্রকূট

বংশের শ্রীকৃষ্ণ, কাহারও মতে তিনি চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য। ব্যাসকৃত "ব্রহ্মসূত্রের" উপর শংকরাচার্য্য রচিত ভাষ্য শারীরক ভাষ্য নামে পরিচিত। উক্ত ভাষ্যের সারমর্ম লিপিবদ্ধ হওয়ায় এই গ্রন্থের নাম "সংক্ষেপ শারীরক"।

৩। শ্রীমৎ রামানন্দ যতি। ইনি পাতঞ্জল যোগসূত্রের বৃত্তিকার। তৎকৃত বৃত্তির নাম মণিপ্রভা।

৪। ভোজদেব। ইনি পাতঞ্জল যোগসূত্রের বৃত্তিকার এবং তৎকৃত বৃত্তির নাম রাবামর্ত্তন্ড। উক্ত গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, উহা ভোজদেবকৃত। সম্ভবতঃ এই ভোজদেব ও ভোজরাজ অভিন্ন ব্যক্তি। বর্ত্তমান পুস্তকে ভোজ বৃত্তির বাক্য উদ্ধৃত। ভোজ বৃত্তি প্রভৃতি ২০।২১ টীকা পাতঞ্জল যোগসূত্রের উপর রচিত হইয়াছে।

৫। আচার্য্য শংকর। ইনি প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্যকার এবং দশনামী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। শাঙ্কর ভাষ্যের আলোকে প্রস্থানত্রয়ের অর্থবোধ করিতে হয়। ১১ খানি উপনিষৎ, ব্রহ্মসূত্র ও গীতার ভাষ্য আচার্য্য শংকর কর্তৃক রচিত। উপনিষৎ শ্রুতি প্রস্থান, ব্রহ্মসূত্র ন্যায় প্রস্থান এবং গীতা শাস্ত্র স্মৃতিপ্রস্থান। শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তিদ্বারা বেদান্ত সিদ্ধান্ত স্থাপিত হয়। অদ্বৈত বেদান্ত সম্বন্ধে "উপদেশ সাহস্রী", "বিবেক চূড়ামণি" প্রভৃতি বহু সুপাঠ্য পুস্তক আচার্য্য শংকর কর্তৃক রচিত। দুই ভাষ্যকার আচার্য সায়ণ ও শংকর এবং তিন টীকাকার মধুসূদন সরস্বতী, শ্রীধর স্বামী ও শঙ্করানন্দ প্রমুখ পণ্ডিতগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্যান্য পুস্তকে আমি লিখিয়াছি। টীকাকার মধুসূদনের প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে এই প্রশস্তি পাওয়া যায়।

মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতীঃ।
সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি মধুসূদন সরস্বতী॥

বিদ্যাদেবী সরস্বতী মধুসূদন সরস্বতীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পারবেত্তা। আর মধুসূদন সরস্বতী বিদ্যাদেবী সরস্বতীর পারবেত্তা।

শারীরিক ভাষ্যের সারমর্ম শংকরানন্দ রচিত ব্রহ্মসূত্র দীপিকায় প্রদত্ত। 'পঞ্চীকরণ" গ্রন্থের রচয়িতা আচার্য্য শংকর স্বয়ং। এই গ্রন্থ সুরেশ্বরাচার্য্যের "বার্ত্তিক", রামতীর্থকৃত "তত্ত্বচন্দ্রিকা" ও আনন্দগিরি কৃত "বিবরণ" সহ হরিদাস সংস্কৃত গ্রন্থমালায় কাশী চৌখাম্বা হইতে প্রকাশিত। আচার্য্য শংকরকৃত "বাক্যবৃত্তি" গ্রন্থ শ্রীমৎ বিশ্বেশ্বর বিরচিত টীকা সহিত পুনা হইতে মুদ্রিত।

আচার্য্য গৌড়পাদের শিষ্য গোবিন্দ পাদ এবং গোবিন্দ পাদের শিষ্য শংকরপাদ। গোবিন্দপাদ নর্মদা নদীর তীরে গুফামধ্যে থাকিতেন এবং তথায় সুশিষ্য শংকরকে সন্ন্যাস প্রদানান্তে সমগ্র ভারতে বেদান্ত প্রচারে দীক্ষিত করেন। গৌড়পাদ কৃত মাণ্ডুক্য কারিকার ভাষ্য শংকর কর্তৃক রচিত। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের মিথ্যাত্ব উক্ত কারিকায় যুক্তিবলে প্রমাণিত। গৌড়পাদের অজাতবাদ ও শংকর পাদের মায়াবাদ মূলতঃ অভিন্ন। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণেও অদ্বৈত বেদান্ত সুব্যাখ্যাত। বহু বর্ষ পূর্বে আমি বৃহদারণ্যক উপনিষদের ইংরাজি অনুবাদ শাঙ্কর ভাষ্যের আলোকে সযত্নে করিয়াছি। উহা মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে প্রকাশিত। উহার সুদীর্ঘ ভূমিকায় উপনিষদোক্ত অদ্বৈত বেদান্ত বা ব্রহ্মবাদ প্রতিপাদিত। আচার্য্য সুরেশ্বর রচিত বৃহদারণ্যকের ভাষ্যবার্তিক অতিশয় উপাদেয় বেদান্ত

গ্রন্থ। উহা অবলম্বনে রচিত বার্তিকসার নামক সংক্ষিপ্ত পুস্তক সুপাঠ্য। নব্য ন্যায়ের আলোকে নব্য বেদান্ত ব্যাখ্যাত। অদ্বৈত সিদ্ধি, সিদ্ধান্তলে·, চিৎসুখী ও খণ্ডনাখণ্ডন খাদ্য নামক মহাগ্রন্থ চতুষ্টয় পড়িলে নব্য বেদান্তের গূঢ় যুক্তি বুদ্ধিগত হয়। ইহা ব্যতীত ব্রহ্মসিদ্ধি, সারাজ্য সিদ্ধি, নৈষ্কর্মসিদ্ধি, ইষ্টসিদ্ধি, পঞ্চপাদিকা বিবরণ, বিবরণ প্রমেয় সংগ্রহ, বেদান্ত পরিভাষা প্রভৃতি পুস্তকে অদ্বৈত্য বেদান্তের সারতত্ত্ব লিপিবদ্ধ। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র কৃত বেদান্ত দর্শনের ভামতী নাম্নী টীকা সর্বোত্তম। বাচস্পতির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও দর্শন বর্ত্তমান পরিশিষ্টে সংক্ষেপে প্রদত্ত।

৬। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্র। আনন্দগিরি, শ্রীধর স্বামী, শংকরানন্দ, মধুসূদন সরস্বতী, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ হিন্দু দর্শনের অগ্রগণ্য টীকাকার। আচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রকে ষড়দর্শনের অদ্বিতীয় টীকাকার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তৎকৃত আটখানি গ্রন্থই কোন না কোন শাস্ত্রগ্রন্থের মৌলিক টীকা, স্বতন্ত্র পুস্তক নহে। শংকরাচার্য্য রচিত ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের উপর ভামতী নাম্নী টীকা তিনি রচনা করিয়াছেন। উক্ত টীকা সমগ্র ভারতে সর্বত্র সমাদৃত এবং উহার নামকরণ তৎপত্নি ভামতীর নাম অনুসারে হইয়াছে। বাচস্পতি "ন্যায় সূচীনিবন্ধ" গ্রন্থের বাক্য-বলে ইহা নির্ধারিত হইয়াছে। তিনি ৮৪১—৪২ খ্রীষ্টাব্দে বা ৮৯৮ বিক্রমাব্দে জীবিত ছিলেন। ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত প্রণীত "ভারতীয়-দর্শনের ইতিহাসে"র দ্বিতীয় খণ্ডে (১০৭ পৃষ্ঠায়) ইহা সর্ব প্রথম নির্দেশিত হয়। ভামতী টীকার শেষ শ্লোকদ্বয়ে আছে।—

নৃপান্তরাণাং মনসাপ্যগম্যাং ভ্রূক্ষেপমাত্রেণ চকার কীর্ত্তিম্।
কার্তস্বরাসার-সুপূরিতার্থ-সার্থঃ স্বয়ং শাস্ত্র-বিচক্ষণশ্চ॥
নরেশ্বরা যচ্চরিতানুকারমিচ্ছন্তি কর্তুং ন চ পারয়ন্তি।
তস্মিন্ মহীপে মহনীয়কীর্তৌ শ্রীমন্নৃগেহ কারি ময়া নিবন্ধঃ॥

অর্থ।—যিনি স্বর্ণবৃষ্টি (অর্থদান) দ্বারা প্রার্থীর কামনা পূর্ণ ও অর্থের সদ্ব্যয় করেন, সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও অন্যান্য নৃপগণের অচিন্ত্যনীয় মহাকীর্তি কটাক্ষ মাত্র লাভে সুনিপুণ এবং নরপতিবৃন্দ যাঁহার চরিত্র অনুকরণে ইচ্ছা করেন, কিন্তু সমর্থ হন না, সেই কীর্তিমান্ মহীপতি শ্রীসম্পন্ন নৃগরাজের জন্য এই নিবন্ধ মৎকর্তৃক রচিত হইল। উদ্ধৃত শ্লোকে নৃগরাজ উল্লিখিত। অনেকের মতে রাজা নৃগ কে ছিলেন, এখনও তাহা জানা যায় নাই।

আর মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝাঁ প্রমুখ কোন কোন পণ্ডিত মন্তব্য করেন, নৃগ মিথিলার রাজা ছিলেন এবং নান্যদেবের পূর্ববর্ত্তী। নান্যদেব ১০১৯ বিক্রমাব্দে অথবা ৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মিথিলায় রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে, কোন কোন শিলালিপিতে নান্যদেব কিরাতাধিপতি নামে উল্লিখিত। ইহা সুবিদিত যে, কিরাতগণ মানব বাহন ব্যবহার করিত। সে যাহাই হউক, নান্যদেব এবং ৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আবির্ভূত উদয়নাচার্য্যের মধ্যে যথেষ্ট কালগত ব্যবধান ছিল। উদয়ন বাচস্পতিকৃত ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্যটীকার যে ব্যাখ্যা রচনা করেন, তাহার নাম "ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্যটীকা পরিশুদ্ধি।" পণ্ডিত গঙ্গানাথ ঝাঁ "সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী"র স্বকীয় সংস্করণের সংস্কৃত ভূমিকায় বলেন, বাচস্পতি মিথিলার অধিবাসী ছিলেন। ঈশ্বরকৃষ্ণকৃত "সাংখ্য-কারিকা"র প্রসিদ্ধ টীকা "সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী" বাচস্পতি কর্তৃক

বিরচিত। বাচস্পতির টীকাবলীর মধ্যে সরিষা তৈলের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ থাকায় কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, আচার্য্য মিশ্র নিশ্চয়ই বাংলা বা বিহারের অধিবাসী ছিলেন এবং দরিদ্র ব্রাহ্মণ হওয়ায় তেঁতুল পাতার ঝোল সহ অন্ন ভক্ষণ করিতেন। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন মিথিলায় ভামা (ভামতী) নামক এক সহর ও এক সরোবর ছিল। ভামতী টীকার নাম সম্বন্ধে এই চমৎকার প্রবাদ পণ্ডিত সমাজে প্রচলিত। পূর্বকালে উত্তর ভারতের কোন কোন অঞ্চলে বিবাহাদি সামাজিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমবেত পণ্ডিতগণের মধ্যে তুমুল শাস্ত্রবিচার হইত এবং অত্যাবধিও হয়। বাচস্পতির পরিণয় উপলক্ষে যে শাস্ত্রবিচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাতে তর্করত পণ্ডিতগণের অপ্রাসঙ্গিক ও অশাস্ত্রীয় আলোচনা শুনিয়া তিনি মর্মাহত হন এবং তখনই ষড়দর্শনের শাস্ত্র-সঙ্গত সারগর্ভ ব্যাখ্যা রচনার সুদৃঢ় সংকল্প করেন। তাঁহার আগ্রহ এত অধিক ও কর্তব্য এত বিপুল এবং তৎপত্নী ভামতীর সুধীর অক্লান্ত নিষ্ঠা এত গভীর ছিল যে, ষড়দর্শনের টীকা-রচনা উভয়ের বার্ধক্যের পূর্বে সমাপ্ত হইল না।

আরব্ধ কর্ম অপূর্ব সাফল্যে বিমণ্ডিত হইবার পর বাচস্পতি বুঝিলেন, স্বপত্নী ভামতীর অলৌকিক আত্মত্যাগ ও অনুপম পাতিব্রত্য। সেজন্য তিনি তাঁহার সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার নাম ভামতী রাখিলেন। পুত্র কন্যা না থকিলেও ভামতী নাম্নী টীকাই বাচস্পতি ও তৎপত্নীকে চিরকাল স্মরণীয় রাখিয়াছে। ভামতী-টীকার সর্বশেষ শ্লোকসমূহে বাচস্পতির গ্রন্থমালা উল্লিখিত। বাচস্পতি বিরচিত আটখানি পুস্তকের নাম যথা "ন্যায় কণিকা", "ব্রহ্মতত্ত্ব-

সমীক্ষা", "তত্ত্ববিন্দু," "ন্যায়বার্তিকতাৎপর্যটীকা", "ন্যায়সূচীনিবন্ধ", "সাংখ্য-তত্ত্বকৌমুদী," "তত্ত্ববৈশারদী' ও "ভামতী"। "ন্যায় কণিকা" মণ্ডন মিশ্র কৃত 'বিধি-বিবেক" গ্রন্থের টীকা। আচার্য্য মণ্ডণকৃত ব্রহ্ম-সিদ্ধির টীকার নাম "ব্রহ্মতত্ত্ব-সমীক্ষা"। "তত্ত্ববিন্দু" শব্দার্থ সম্বন্ধে ভাষা বিচার মূলক গ্রন্থ। উদ্যোতক কৃত ন্যায় বার্তিকের টীকার নাম "ন্যায়বার্তিকতাৎপর্য্যটীকা"। তাৎপর্য্যটীকার পরিশিষ্টরূপে ন্যায়সূচীনিবন্ধ রচিত। ঈশ্বরকৃষ্ণ কৃত সাংখ্যকারিকার টীকা "সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদী" এবং পাতঞ্জল যোগসূত্রে ব্যাস ভাষ্যের টীকা "তত্ত্ববৈশারদী"। ভামতী আচার্য্য শংকরকৃত ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যের টীকা। ব্রহ্মতত্ত্ব সমীক্ষা ব্যতীত অন্য সাতখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। মাদ্রাজ হইতে "ব্রহ্মসিদ্ধি" প্রকাশিত হইলেও "ব্রহ্মতত্ত্ব সমীক্ষার" একখানি হস্তলিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। উক্ত টীকার ভারত ব্যাপী অনুসন্ধান প্রয়োজন। ভামতী টীকার উপরেও কয়েকটি টীকা রচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে আবির্ভূত অমলানন্দকৃত বেদান্ত কল্পতরু। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতকের অপ্পয় দীক্ষিতকৃত "পরিমল" এবং সপ্তদশ শতকের লক্ষ্মীনৃসিংহকৃত "আভোগ" টীকাদ্বয় "পরিমল" এর-বিস্তৃত ব্যাখ্যা। আভোগ পরিমলের আলোকে রচিত হইলেও উহাতে পরিমলের সমালোচনা দেখা যায়। ভামতী ব্যাখ্যা, ভামতী তিলক ও ভামতী বিলাস, ভামতী সদৃশ টীকাত্রয়। ভামতী ব্যাখ্যা অথবা ঋজু প্রকাশিকা শ্রীরঙ্গনাথ ওরফে অখণ্ডানন্দ কর্তৃক রচিত। মহামহোপাধ্যায় অনন্ত কৃষ্ণ শাস্ত্রী উহার কিয়দংশ কলিকাতা হইতে প্রকাশ করিয়াছেন।

ভামতী তিলকের হস্তলিপি মাদ্রাজ গবর্ণমেণ্ট ওরিয়েণ্ট্যাল লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত কর্তৃক তৎপ্রণীত ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে (১০৮ পৃষ্ঠায়) "ভামতীবিলাস" উল্লিখিত।

শাংকর বেদান্ত দুই প্রস্থানে বিভক্ত—ভামতী প্রস্থান ও বিবরণ প্রস্থান। ভামতী প্রস্থানের বিশেষত্ব বাচস্পতি কর্তৃক মণ্ডনকৃত "ব্রহ্মসিদ্ধি" হইতে গৃহীত। বাচস্পতি প্রধানতঃ "ব্রহ্মসিদ্ধি" হইতে বলিষ্ঠ যুক্ত্যাদি গ্রহণ করিলেও প্রয়োজন এবং সম্ভাবনা অনুসারে পদ্মপাদ-প্রণীত "পঞ্চপাদিকার" নিকট ঋণী। ভামতীর প্রারম্ভে বাচস্পতি বলেন—

নত্বা বিশুদ্ধ-বিজ্ঞানং শংকরং করুণানিধিম্।
ভাষ্যং প্রসন্ন-গম্ভীরং তৎপ্রণীতং বিভজ্যতে॥

অর্থ।—শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ করুণাসাগর শংকরাচার্য্যকে প্রণামান্তে তৎপ্রণীত প্রসন্ন-গম্ভীর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতেছি।

আচার্য্য বাচস্পতি তৎকৃত ভামতীর ভূমিকায় বলেন, "উজ্জ্বল আলোকে অবস্থিত অসন্দিগ্ধ ঘট, অথবা অপ্রয়োজনীয় কাক-দন্তাদি বস্তু সমনস্ক দর্শনেন্দ্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট থাকিলে কখনও তাহা বিবেকী জিজ্ঞাসুর জিজ্ঞাস্য বিষয় হইতে পারে না। যে বিষয়ে কোন সন্দেহ বা প্রয়োজন নাই, তাহা কখনও জিজ্ঞাসার বিষয় হয় না। ব্রহ্ম সম্বন্ধেও এই জিজ্ঞাসা নিষ্প্রয়োজন। দেহে দেহে অবস্থিত আত্মাই ব্রহ্ম। এই সত্য শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ সুব্যক্ত হইয়াছে। বৃহৎ বা বৃংহণ বলিয়া উহাকে ব্রহ্ম বলা হয়। বৃংহণ শব্দের অর্থ বৃদ্ধিকারক। "উক্ত ব্রহ্ম বা আত্মা আমি"—এই

অনুভব সর্বজনের অসন্দিগ্ধ, অবিপর্য্যস্ত ও অপরোক্ষ এবং দেহ, দর্শেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধিও পঞ্চেন্দ্রিয় বিষয় হইতে স্বতন্ত্র সত্ত্বা জ্ঞাপক। এই অপরোক্ষ অনুভব কীট ও পতঙ্গ হইতে দেব ও ঋষি পর্য্যন্ত ইদংকারাস্পদ প্রাণভৃৎমাত্রেই বিরাজমান। সুতরাং এই সর্বজন অনুভবসিদ্ধ আত্মা কদাপি জিজ্ঞাসাস্পদ হইতে পারে না। কেহ কখনও স্বীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান হন না, কিংবা ভ্রম করেন না। ইহা আমি নয়। আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি যাই ইত্যাদি জ্ঞান দেহ-ধর্ম অবলম্বনে উৎপন্ন হইলেও স্থূল দেহকে কেহ অহংকারাস্পদ পরমাত্মা মনে করেন না।

যদি অহং শব্দ দ্বারা দেহকে বুঝাইত, তাহা হইলে যে আমি বাল্যে পিতামাতার সংগ লাভ করিয়াছিলাম, সেই আমি বার্ধক্যে পৌত্রী-পৌত্রাদির সংগ ভোগ করিতেছি—এই ধ্রুবা স্মৃতি হইত না। তরুণ দেহ ও স্থবির দেহের মধ্যে অণুমাত্র প্রত্যভিজ্ঞান নাই, যাহার ফলে উভয় দেহের মধ্যে ঐক্য নির্দেশ্য হইতে পারে। যাহা ব্যাবর্ত-মান বা পরিবর্তনশীল, তাহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, অথচ তন্মধ্যে অনুস্যূত, তাহাই অজর অমর আত্মা। পরিবর্তনশীল বালদেহ ও বৃদ্ধদেহাদিতে যাহা অক্ষয়, অব্যয় ও অপরিবর্তনীয় এবং তৎসমূহ হইতে স্বতন্ত্র, সেই সনাতন সত্ত্বাই আত্মা। স্বপ্নকালে যিনি দিব্যদেহ ধারণপূর্বক তদুচিত ভোগ্যবস্তু ভোগান্তে জাগ্রত হন, তিনি নিজেকে পুনরায় মনুষ্য শরীরধারী দেখিয়া নিঃসংশয়ে জ্ঞাত হন, আমি দেবতা নহি, আমি মনুষ্যই। তাঁহার দেবদেহ বাধিত হইলেও অবাধিত মানব দেহ হইতে স্বতন্ত্র। আত্মসত্ত্বাকে তিনি সতত অনুভব করেন। কেহ যোগবলে ব্যাঘ্রদেহ ধারণ করিলেও কদাপি ভাবেন না, এই

দেহ অহংকারাস্পদ। আত্মা ইন্দ্রিয়াদি হইতেও ভিন্ন; কারণ ইন্দ্রিয়ভেদ সত্ত্বেও "আমি" বোধ ভিন্ন হয় না। আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, যে আমি উহা দেখিয়াছিলাম, সেই আমিই উহা স্পর্শ করিতেছি। এই প্রত্যভিজ্ঞানের দর্শক আমি ও স্পর্শক আমির ঐক্য বোধ অব্যাহত। বিষয়সমূহ হইতে আমিত্ববিবেক স্থবীয়ান, স্থূলতর। বুদ্ধি ও মনো নামক অন্তঃকরণদ্বয় আমিরূপ কর্তা বা ভোক্তা হইতে পারে না। "রঙ্গমঞ্চ চীৎকার করিতেছে''—এই বাক্যের অর্থ, রঙ্গমঞ্চস্থ ব্যক্তিগণ চীৎকার করিতেছেন। উক্তরূপে আমি কৃশ, আমি অন্ধ ইত্যাদি বাক্য "দেহ'' ও আত্মা ভিন্ন এই বোধ থাকা সত্ত্বেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং দেহ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও বিষয়াদি ইদংকারাস্পদ বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত বিলক্ষণ ও স্পষ্টতর 'আমি' বোধগম্য আত্মা অসন্দিগ্ধ বলিয়া অজিজ্ঞাস্য। এই শংকা ব্যাপক।

অতএব ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কাক-দন্তবৎ অপ্রয়োজনীয়। এই ব্যাপক শংকার উত্তর এই যে, সংসার নিবৃত্তিরূপ অপবর্গ লাভই সার্বজনীন প্রয়োজন। সংসার আত্ম-যাথাত্ম্যের অননুভব নিমিত্ত এবং আত্ম-যাথাত্ম্য-জ্ঞান দ্বারা নিবর্তনীয়। সংসার শব্দের অর্থ জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসৃতি বা সংসরণ। এখানে শংকা হইতে পারে, এই অনাদি সংসার অনাদি আত্ম-যাথাত্ম্য-জ্ঞান সহ বিদ্যমান থাকে। উভয়ের মধ্যে বিরোধ না থাকায় সংসার-নিবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কি হেতু আত্ম-স্বরূপ অনুভূত হয় না? ''আমি'' বোধ ব্যতীত অন্য আত্ম-যাথাত্ম্য-জ্ঞান নাই। ''আমি'' বোধরূপ সার্বজনীন স্ফুটতর অনুভব দ্বারা সমর্থিত ও দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে স্বতন্ত্র আত্মাকে সমস্ত উপনিষৎ ও অনুভব-বিরোধ-হেতু অন্যরূপ করিতে পারে না। সহস্র আগম শাস্ত্রও

ঘটকে পটে পরিণত করিতে পারে না। সুতরাং সার্বজনীন অনুভব বিরোধহেতু উপনিষদের অর্থ উপচরিত, উপমাত্মক। এই সকল বাক্যে প্রাকৃত মনে শংকা তুলিয়া ভাষ্যকার শংকরাচার্য্য উক্ত শংকা পরিহারার্থ বলেন, "অস্মৎ-প্রত্যয়গোচর বিষয়ী আত্মা ও যুস্মৎ-প্রত্যয়-গোচর বিষয় অনাত্মা আলোক ও অন্ধকারবৎ বিরুদ্ধস্বভাব। এক কদাপি অন্য হইতে পারে না; কিংবা একের ধর্ম অন্যে গ্রহণ করে না। কেবল অনাত্মা আত্মাতে অধ্যস্ত হয় মাত্র।"

অন্যান্য টীকাকারের ন্যায় বাচস্পতির নিকটও ব্রহ্মতত্ত্ব বা আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে শ্রুতি-বাক্যই উত্তম প্রমাণ। তিনি বলেন, "তাৎপর্য্যবতী হি শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষাৎ বলবতী, ন শ্রুতিমাত্রম্; অনন্যলভ্যঃ শব্দার্থঃ।" ইহার অর্থ, শ্রুতিবাক্য তাৎপর্য্যপূর্ণ বলিয়া শ্রুতি প্রমাণই প্রত্যক্ষ প্রমাণ অপেক্ষা বলবত্তর; কিন্তু শ্রুতিমাত্রই তাৎপর্য্যপূর্ণ নহে। যে শ্রুতিবাক্যের অর্থ অনন্যলভ্য, তাহাই প্রামাণ্যরূপে গ্রহণীয়; কারণ বহু শ্রুতিবাক্য পুনরুক্ত, ব্যাখ্যামূলক বা প্রশংসাসূচক। ভেদাভেদবাদের সমালোচনাকালে বাচস্পতি যে যুক্তিসমূহ দিয়াছেন, সেইগুলি মণ্ডন মিশ্রকৃত 'ব্রহ্মসিদ্ধি' গ্রন্থে পাওয়া যায়, যথায় মণ্ডন কুমারিলের মতবাদ খণ্ডন করিতেছেন।

ভামতীতে অখণ্ডার্থবাদের আলোচনা অল্পই দেখা যায়; কিন্তু অদ্বৈত বেদান্তে উক্ত মতবাদ এতই মূল্যবান যে, "কল্পতরু"-তে ইহার বিস্তৃত বিচার পাওয়া যায়। সেই জন্য কোন কোন পণ্ডিত অনুমান করেন, মণ্ডন মিশ্রের ন্যায় বাচস্পতি মিশ্রও অখণ্ডার্থবাদ বা স্ফোটবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না।

ভামতীর প্রারম্ভ শ্লোকে বাচস্পতি দ্বিবিধ অবিদ্যা স্বীকার

করিয়াছেন—মূলা অবিদ্যা বা কারণাবিদ্যা ও তুলা অবিদ্যা বা কার্য্যাবিদ্যা। আলোচ্য বিষয়ে তিনি আচার্য্য পদ্মপাদ হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন ; কারণ পদ্মপাদ কর্তৃক সৃষ্টির কারণ মূলা অবিদ্যা স্বীকৃত। তূলা অবিদ্যা স্বীকৃতির ফলে বাচস্পতি অন্যথাখ্যাতিবাদের সমর্থক হইয়াছেন। কল্পতরুকার অমলানন্দ বাচস্পতিকে উক্ত অপবাদ হইতে রক্ষা করিয়া বলেন,

স্বরূপেণ মরীচ্যম্ভো মৃষা বাচস্পতের্মতম্।
অন্যথাখ্যাতিরিষ্টাস্যেত্যন্যথা জগৃহুর্জনাঃ॥

অর্থ।—বাচস্পতির মতে মরীচিকার জল স্বরূপতঃ মিথ্যা। জনগণ নচেৎ তাঁহাকে অন্যথাখ্যাতিবাদী মনে করিবে।

বাচস্পতি দ্বিবিধ অবিদ্যা স্বীকার করিলেও মূলা বা তুলা অবিদ্যার বিশেষ সমর্থন করেন নাই। মহীশূরের পণ্ডিত হিরিয়ান্ন কর্তৃক সম্পাদিত ও বরোদা হইতে প্রকাশিত বিখ্যাত "ইষ্টসিদ্ধি" গ্রন্থে দ্বিবিধ অবিদ্যার পার্থক্যসূচক বহু যুক্তি প্রদত্ত। সম্বিদ-ভামতীতে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃ ও চিৎস্বরূপ। এই ভাবও "ব্রহ্মসিদ্ধি" গ্রন্থে সমভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।

জীব অবচ্ছেদ বা প্রতিবিম্ব—এই সম্বন্ধে বাচস্পতির অভিমত অপ্পয় দীক্ষিত তৎকৃত "পরিমল" টীকায় আলোচনা করিয়া বলেন, বাচস্পতি অবিচ্ছেদবাদের পক্ষপাতী। মাদ্রাজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় কুপ্পু স্বামী শাস্ত্রী কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া মণ্ডন মিশ্রের "ব্রহ্মসিদ্ধি" প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার বিস্তৃত ভূমিকায় বেদান্তজ্ঞ সম্পাদক দেখাইয়াছেন যে, বাচস্পতি মণ্ডনের নিকট অশেষ ঋণী।

যেখানে তিনি মণ্ডন হইতে ভিন্ন মত পোষণ করেন, সেখানে

তিনি শংকরাচার্য্যকে অনুসরণ করিয়াছেন। আবার তিনি কোন কোন স্থলে শংকরকেও সমালোচনা করিয়াছেন। স্ফোটবাদ সমালোচনা কালে তাঁহার উক্ত ভাব প্রকটীত। বাচস্পতি শুধু মণ্ডনের অখণ্ডনীয় যুক্তি-জাল শাংকর সিদ্ধান্তের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেন নাই। পরন্তু পাণ্ডিত্যেব বিশালতায়, যুক্তির বলিষ্ঠতায় ও ভাষার পারিপাট্যে কোন টীকাকার বাচস্পতির সমকক্ষ হইতে পারেন না, তাঁহাকে পরাস্ত করা ত দূরের কথা! তাঁহার মত অদ্বৈতবাদের শক্তিশালী ব্যাখ্যাকার ও টীকাকার অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তৎকৃত ভামতী টীকার শেষ ভাগে লিখিয়াছেন।—

অজ্ঞান-সাগরং তীর্ত্ত্বা ব্রহ্মতত্ত্বমভীপ্সিতাম্।
নীতি-নৌকর্ণধারেণ ময়াঽপূরি মনোরথঃ॥
যন্ন্যায়কণিকা-তত্ত্বসমীক্ষা-তত্ত্ব বিন্দুভিঃ—
যন্ন্যায় সাংখ্য-যোগানাং বেদান্তানাং নিবন্ধনৈঃ।
সমচৈষং মহৎপূণ্যম্ তৎফলং পুস্কলং ময়া
সমর্পিতমথৈতেন প্রীয়তাং পরমেশ্বরঃ॥

অর্থ।—যাঁহারা অজ্ঞান-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের অভিলাষী, তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা নীতিরূপ নৌকার কর্ণধার আমা দ্বারা পূর্ণ হইল। ন্যায়কনিকা, তত্ত্বসমীক্ষা ও তত্ত্ববিন্দূ এবং ন্যায়, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের নিবন্ধসমূহ রচনা দ্বারা আমি যে মহাপূণ্য চয়ন করিয়াছি, তাহার বিপুল ফল আমি পরমেশ্বর পদে সমর্পণ করিলাম। ইহার ফলে তিনি মৎপ্রতি প্রীত হউন।

শংকরকৃত প্রসন্নগম্ভীর ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের গভীরার্থ সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্র রচিত ভামতী টীকা না পড়িলে সম্যক্ বোঝা যায়

না। আবার ভামতী উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কল্পতরু ও পরিমল নামক টীকাদ্বয় অবশ্য পঠনীয়। ভামতী চতুঃসূত্রীর বাংলা ও ইংরাজী অনুবাদ যথাক্রমে কলিকাতা ও মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র ভামতীর বঙ্গানুবাদ অবিলম্বে হওয়া আবশ্যক।

(এই নিবন্ধ ১৩৬৫ সালে আষাঢ় মাসে মৎকর্তৃক লিখিত)।

শ্রীমৎ মাধবাচার্য্য রচিত "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ" গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশ করিয়াছেন কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের ভুতপূর্ব অধ্যাপক পণ্ডিত জয়নারায়ণ-তর্কপঞ্চানন ১৯২১ সংবতে আষাঢ় মাসে। উক্ত গ্রন্থে নিম্নোক্ত ভারতীয় ষোড়শ দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত। ১। চার্ব্বাক দর্শন, ২। বৌদ্ধদর্শন, ৩। আর্হত দর্শন, ৪। রামানুজ দর্শন, ৫। পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, ৬। নকুলীশ পাশুপত দর্শন, ৭। শৈবদর্শন, ৮। প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, ৮। রসেশ্বর দর্শন, ১০। ঔলূক্য দর্শন, ১১। অক্ষপাদ দর্শন, ১২। জৈমিনি দর্শন, ১৩। পাণিনি দর্শন, ১৪। সাংখ্য দর্শন, ১৫। পাতঞ্জল দর্শন এবং ১৬। শাংকর দর্শন। এইসকল দর্শনের সার তত্ত্ব অবগত হইলে বেদান্ত দর্শন উত্তম রূপে অধিগত হয়। ভারতীয় দর্শনসমুদ্র হইতে উল্লিখিত দর্শন সমূহ উৎপন্ন।

সামবেদীয় আরুণি উপনিষৎ

প্রথম খণ্ড

বঙ্গানুবাদ

আরুণি নামক উপনিষৎ সন্ন্যাসিগণের মধ্যে সুখ্যাত। ইহার মর্মার্থ বুদ্ধিগত করিলে অমলা মুক্তি লাভ হয়। সেই মুক্তিলোক ব্রহ্মধামেই আমার পরা গতি হউক।

আমার অঙ্গসমূহ, বাক্, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও বল এবং সর্বেন্দ্রিয় আপ্যায়িত হউক, পরিতৃপ্ত হউক। এই দৃশ্য জগৎ উপনিষৎ-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মই। ব্রহ্ম আমাকে নিরাকৃত বা প্রত্যাখ্যাত না করুন। ব্রহ্ম ও আমার মধ্যে নিরন্তর অবিচ্ছেদ হউক। আমি যেন ব্রহ্মকে অস্বীকার না করি, কদাপি বিস্মৃত না হই। পরমাত্মায় সতত সংলগ্ন আমাতে উপনিষদোক্ত ধর্মসমূহ প্রতিভাত হউক বা আবির্ভূত হউক।

ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি।

মহর্ষি আরুণি ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন এবং ব্রহ্মার নিকটে যাইয়া বলিলেন, হে ভগবন্, কিরূপে সর্ব কর্ম নিঃশেষে ত্যাগ করিতে পারি ? প্রজাপতি ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন, তোমার পুত্রগণ, ভ্রাতৃবৃন্দ, ও বন্ধুগণ প্রভৃতি, শিখা, যজ্ঞোপবীত, সন্ধ্যা, যাগ, ধনাদি, সূত্র, স্বাধ্যায় (বেদাদি মোক্ষশাস্ত্র পাঠ), ভূর্লোক, ভুবর্লোক, (অন্তরিক্ষলোক), স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোকাদি সপ্ত ঊর্দ্ধ-লোক, এবং অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, রসাতল, মহাতল, তলাতল প্রভৃতি সপ্ত অধোলোক, এবং ব্রহ্মাণ্ড বর্জন করিবে। অনন্তর এই

সমস্ত পরিহার পুরঃসর দেহযাত্রা নির্বাহার্থ দণ্ড, আচ্ছাদন (বহির্বাস) ও কৌপীন ধারণ করিবে। গো-সর্পাদি দূরীকরণার্থ দণ্ড এবং লজ্জা, শীত, রৌদ্র, বৃষ্টি প্রভৃতি নিবারণার্থ আচ্ছাদন এবং পিপাসা নিবৃত্তি জন্য জলপাত্র গ্রহণ করিবে, পাদুকাদি অন্য কিছুই গ্রহণ করিবে না।

দ্বিতীয় খণ্ড

গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী কিংবা বানপ্রস্থগণ লৌকিকাগ্নি (স্বর্গাদিলোক-লাভের হেতুভূত শ্রুতিস্মৃতিবিহিত অগ্নি) উদরাগ্নিতে (কোষ্ঠাগ্নিতে) সমারোপ করিবে। ইহার অর্থ, অন্ত্যোষ্টি করিয়া "সম্যগগ্নে" প্রভৃতি মন্ত্রে নির্বাণ পূর্বক উদরাগ্নি সমারোপন করিবে। আর সাবিত্রী দেবতা ও অন্যান্য মন্ত্রাদি স্বীয় বাক্যরূপ বহ্নিতে "স্ববাচাগ্নৌ" প্রভৃতি মন্ত্রে সমারোপ করিবে। তৎপরে শিখা ও উপবীতকে শুদ্ধ জলে তদভাবে শুদ্ধভূমিতে বিসর্জন করিবে। যদি শুদ্ধজলে শিখাদি বিসর্জ্জন দিতে হয়, "ভূঃ সমুদ্রং গচ্ছ স্বাহা" এই মন্ত্রে বিসর্জ্জন করিবে। হোমান্তে ও অগ্নিতে জলের ছিটা দিয়া বলিতে হয়, অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।

ব্রহ্মচারী আরণ্য পর্ণ-কুটীর আশ্রয়পূর্বক স্ত্রী পুত্রাদি পরিবর্জ্জন করিবে। ভিক্ষাপাত্র ও জলধৌত বস্ত্র এবং বৈষ্ণব দণ্ড এবং লৌকিক অগ্নিও পরিত্যাগ করিবে। উক্ত প্রকারে ব্রহ্মা আরুণিকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এইরূপে সমস্ত বিসর্জ্জনান্তে তৎপরে স্বাধ্যায়ের বিসৃষ্টতা-হেতু ত্রিসন্ধ্যায় অমন্ত্রক স্নানাচমনাদির অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যদি বল, মন্ত্রাদি বিসর্জ্জন করিলে কিরূপে স্বর্গাদি উর্দ্ধলোক লাভ হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য, বৈদিক সন্ন্যাসিগণ উর্দ্ধগতি বিসর্জন করিবে, তাহারা স্বর্গলোকাদি প্রাপ্তির কামনা করিবে না। যদি সন্ন্যাসীর স্বর্গলাভের কামনা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে আচমনাদি অনাবশ্যক। এই আশঙ্কায় ব্রহ্মা বলিতেছেন, তাহারা সন্ধ্যাত্রয়ের পূর্বে মুষলবৎ অমন্ত্র স্নান করিবে। তবে সন্ধ্যাকালে সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য কি? ইহার উত্তরে ব্রহ্মা বলেন, সন্নাসীবৃন্দ সন্ধ্যাকালে সমাধি যোগে নিজেকে পরমাত্মাস্বরূপ ধ্যান করিবে। পূর্বে কথিত স্বাধ্যায় বর্জনের বিশেষত্ব এই যে, সর্ব বেদের মধ্যে ঐতরেয় আরণ্যকাদি অর্থাৎ জ্ঞান প্রতিপাদক ভাগ অবশ্য পাঠ্য এবং তদর্থ চিন্তা কর্ত্তব্য। অতএব সন্ন্যাসীর পক্ষে অথর্ববেদীয় মুণ্ডকাদি উপনিষৎ অধ্যয়ন বিহিত, নচেৎ তিনি আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হন না। যদি জ্ঞান লাভ না হয়, তাহা হইলে সন্ধ্যামন্ত্রাদি বিসর্জনের ফলে সন্ন্যাসী পতিত হন।

তৃতীয় খণ্ড

সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেও তৈত্তিরীয় উপনিষৎ মহামন্ত্র (২।১।৩) "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" আবৃত্তি কর্ত্তব্য। অর্থবোধ সহকারে ইহা আবৃত্তি করিলে জ্ঞানোদয় হয়। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ অর্থে অহঙ্কারোপলক্ষিত শোধিত জীবচৈতন্যই ব্রহ্ম এইরূপ সত্য জ্ঞান করিতে হয়। ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু সত্য নহে। এইরূপ দৃঢ় বোধ জন্মিলে সর্ববিধ অনর্থ নিবৃত্ত হয়। ইহার ফলে আত্যন্তিক পরমানন্দ লাভ হয়। সংপ্রতি প্রবন্ধ ভেদ হইলে কিরূপে অনর্থ-

নিবৃত্তি হয়, এই আশঙ্কায় সূত্র-পটন্যায়ে অভেদনিরূপনার্থ ব্রহ্মের সূত্ররূপতা বিবৃত হইতেছে। ব্রহ্মই জগতের সূচনা করেন। এইহেতু তিনি সূত্র নামেও অভিহিত এবং হিরণ্য গর্ভ সূত্রাত্মা নামে কথিত। যেমন তন্তুই দীর্ঘ-প্রস্থে প্রসারিত হইয়া বস্ত্র-রচনা করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎরূপ বস্ত্রের সূচনা করেন। এইহেতু ব্রহ্ম সূত্র নামে অভিহিত হন। অর্থাং কার্য্য কারণের অতিরিক্ত হন। সুতরাং ব্রহ্মই বিশ্ব-জগতের সূত্র স্বরূপ। সেই জগৎসূচয়িতা ব্রহ্মের মায়াতে জীব মুগ্ধ হইলেও যাবৎ অজ্ঞান নিবৃত্ত না হয়, তাবৎই জীবের মোহ বিদ্যমান থাকে। যখন সেই অনাদি অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই জ্ঞান উদিত হয়, তখন আর মোহ থাকে না। অজ্ঞান অনাদি হইলেও সান্ত বা জ্ঞানোদয়ে নিবৃত্ত হয়। জ্ঞান হইলে মোহের সম্ভব হয় না। কারণ, কোন প্রকারেই মায়াধীশ্বর কদাপি মায়াভিভব হইতে পারেন না। যিনি উক্তরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, তিনি ত্রিবৃত সূত্র বিসর্জ্জন করিবেন। অতএব সন্ন্যাস বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ জ্ঞানীর কর্ত্তব্য। আমি সমস্ত সন্ন্যাস করিলাম, আমি সমস্ত সন্ন্যাস করিলাম, আমি সমস্ত সন্ন্যাস করিলাম। বারত্রয় এই মহাবাক্য এক মনে উচ্চারণ পূর্বক বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। ইহার অর্থ, ব্যহৃতিত্রয় ভূঃ, ভূবঃ, স্বঃ উচ্চারণ সহকারে "সন্ন্যস্তং ময়া, সন্ন্যস্তং ময়া, সন্ন্যস্তং ময়া ইহা উচ্চারণান্তে লোকত্রয়ের শ্রবণার্থ যাহা করিবে, তাহা পুনরায় গ্রহণ করিলে সেই সাধু নিন্দনীয় ও অধোগামী হয়।

এইভাবে রূপত্রয় অঙ্গীকারপূর্বক উর্দ্ধবাহু হইয়া বৈষ্ণব দণ্ড ও কৌপীন ধারণ করিবে। অতঃপর ঔষধ সেবনবৎ আহার করিতে হইবে। অনন্তর বলিবে, মৎসকাশে সর্বভূতের অভয় হউক। কারণ,

আমি ব্রহ্ম এবং আমা হইতেই সর্বভূত প্রবৃত্ত হইতেছে। সুতরাং মৎসকাশে কাহারও ভয়ের আশঙ্কা নাই, যেমন পিতৃসান্নিধ্যে কখনও ভয়ের সম্ভব হয় না। অতঃপর দণ্ডগ্রহণের মন্ত্র বিবৃত হইতেছে। দণ্ডকে সম্বোধন পূর্বক বলিবে, তুমি মদীয় সখা, আমাকে গো-সর্পাদি হইতে পরিত্রাণ কর। তুমি দেহ শক্তির সখা এবং ইন্দ্রের বজ্রতুল্য শত্রু-ভয় বিনাশক। তুমি আমার পাপপুঞ্জ নাশ করো। এই প্রকারে বারত্রয় বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ঊর্দ্ধবাহু হইয়া বংশ নির্মিত দণ্ডের উপরিভাগ দক্ষিণ করে স্থাপন পূর্বক লোক লজ্জা নিবারণার্থ কৌপীন ধারণ করিবে এবং আহারে প্রীতি না থাকিলেও দেহ-রক্ষার্থ আহার করিবে। কদাচ রসাস্বাদনে আকাঙ্খা রাখিবে না। হে মুমুক্ষু সন্ন্যাসীবৃন্দ, তোমরা ব্রহ্মচর্য্য পালনার্থ তরুণিগণের স্মরণ, কীর্ত্তন, তৎসহ ক্রীড়া, প্রেক্ষণ, গুহ্যভাষণ, তাহাদের সহিত উপভোগের সংকল্প, অধ্যবসায় ও ক্রিয়া নিস্পত্তি – এই অষ্টাঙ্গ মৈথুন পরিহার করিবে। এতদ্ব্যতীত অহিংসা, অস্তেয়, অপরিগ্রহ (দণ্ড-কৌপীনাদি-ব্যতীত অন্যদ্রব্য পরিগ্রহবর্জন), প্রিয় সত্য বাক্য এই পঞ্চ যম যত্ন সহকারে রক্ষা করিবে। প্রাণান্তেও তোমরা ব্রহ্মচর্য্যাদি পঞ্চধর্ম বিসর্জন করিবে না। ইহা করিলে মহাপাতকে লিপ্ত হইবে।

চতুর্থ খণ্ড

অধুনা পরমহংস পরিব্রাজকগণের ব্রহ্মচর্য্যাদি পঞ্চক স্থৈর্য্যরূপ যতিধর্ম কিরূপ, তাহাই কথিত হইতেছে। যেহেতু পূর্বোক্ত মন্ত্রপাঠ ও দণ্ডগ্রহণান্তে ব্রহ্মচর্য্যাদি রক্ষণ না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না,

সেই হেতু তৎসমুদয় ধর্ম অবশ্য পালন করিবে। যাঁহারা "কেবল আমিই হংসস্বরূপ, তদ্ভিন্ন অন্য কিছু নহে", এইরূপ দৃঢ় বোধে গৃহের বন্ধন বর্জন পূর্বক অরণ্যে গমন করিয়াছেন, তাঁহারাই পরমহংস পরিব্রাজক। এই পরমহংস পরিব্রাজকগণ ভূমিতে আসন গ্রহণ ও শয়নাদি করিবেন। তাহারা দিবাভাগে ভূমিতে উপবেশন এবং নিশাভাগে সেই ভূমিতে শয়ন করিবেন। যতিগণের আসন-বন্ধই উপবেশন এবং বাহ্য বিষয় বিস্মৃতিই শয়ন। সুতরাং যতি-গণের পক্ষে পর্য্যঙ্কাদি পরিত্যাগ অবশ্য বিধেয়। ব্রহ্মচারীবৃন্দ জল পান বা ব্যবহার নিমিত্ত মৃৎপাত্র, অলাবুপাত্র, বা দারুময় পাত্র ধারণ করিবে। হস্তই তাহাদের ভোজন পাত্র। তৈজসপাত্র ব্যবহার তাহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। অধুনা কোন সাধু নিজ করে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতেন বলিয়া করপাত্রী নামে অভিহিত হইতেন। নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীগণ কাম (মৈথুনেচ্ছা) কিম্বা বিষয় মাত্র বাসনা, রোষ, লোভ, মোহ (অশুচি দুঃখাত্মক দেহে শুচি ও সুখাত্মবুদ্ধি), দম্ভ (আমি অতি ধার্মিক এইরূপ অভিমান) দর্প (অন্যকে হেয় জ্ঞানে নিজেকে আধিক্যবুদ্ধি), অহঙ্কার (জাতি, গুণ ও কর্মের অভিমান), অনৃত (অহিত, অপ্রিয় ও অপ্রমাণ দৃষ্টার্থ বাক্য) এবং হর্ষ-শোক ও সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব বিসর্জন করিবে। পরিব্রাজক শব্দের তাৎপর্য্যে বোধগম্য হয়, যতিগণ সর্বস্থানে গমন করিতে পারেন। ইহার অপবাদ ব্যাখ্যাত হইতেছে।

যতি সাধু বর্ষাঋতুতে অষ্টমাস একাকী পরিভ্রমণ করিবে। যেরূপ কুমারীর করদ্বয়স্থিত কঙ্কণ সমূহ একত্র হইলেই শব্দ হয়, এবং পৃথক থাকিলে শব্দ হয় না। কিন্তু সম স্বভাব বিশিষ্ট দুই

ব্যক্তি একত্র থাকিতে পারে। ইহার অর্থ, অধ্যাত্ম প্রসঙ্গরস আস্বাদন পূর্বক যতিগণ একত্রিত হইয়া কাল যাপন করিলে অনর্থ হয় না। ফল কথা, এরূপ সম স্বভাব সম্পন্ন হইলে বহু যতিও সমবেত ভাবে পরিভ্রমণ করিতে পারেন। পঞ্চ পাণ্ডব ঐক্যমত যুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহারা দ্বাদশ বৎসর একত্র ভ্রমণ করিলেও কোন দোষ ঘটে নাই।

পঞ্চম খণ্ড

যেরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে আশ্রম ক্রমরীতি নাই, তদ্রূপ সন্ন্যাসে উপনয়ন-নিয়মও নাই। যিনি বেদার্থ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি উপনয়নের অগ্রে অথবা পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে পারেন। ইহার অর্থ, যাঁহার জন্মান্তরীণ পুণ্য হেতু উপনয়ন ভিন্ন কোন হেতুতে বেদার্থ-পরিজ্ঞান হয়, উপনয়নের অগ্রেই তাঁহার পক্ষে গৃহাদি সমস্ত বিসর্জ্জন কর্তব্য। জড়ভরত, ঐতরেয়, দুর্ব্বাসা, ব্যাস, রমণ-মহর্ষি, শুক প্রভৃতি বাল্যকালেই দুস্ত্যাজ্য জনক-জননীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। পিতা, পুত্র, ভার্য্যা, অগ্নি, উপবীত, গৃহ-ক্ষেত্রাদি যে যে বস্তু স্বভাবপ্রিয়, তৎসমুদয় যতি পরিত্যাগ করিবেন। কদাচ যতিগণ সর্বদা গ্রামে অবস্থান করিবেন না। তাহারা ভিক্ষার্থ গ্রামে প্রবেশ করিবেন, উদর-পাত্র অথবা করপাত্রে ভিক্ষা করিবেন। অন্য কোন জলপাত্র বা ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করিবেন না। ইহার অর্থ, এক অঞ্জলি-প্রমাণ ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন, কিংবা মুখব্যাদান করিলে তাহাতে যে পরিমাণ খাদ্য ধরে, তাহাই গ্রহণ করিবেন।

আর নিরন্তর "ওঁ ওঁ ওঁ" এই ব্রহ্ম মন্ত্র জপ করিবেন। উক্ত প্রকারে ত্রিরাবৃত ওঁ শব্দের অর্থ পরমাত্মাই উপলব্ধ হন, এবং তৎকল্পোক্ত ন্যাসাদিও করিবেন।

যে উপাসক ব্রহ্মচর্য্যাদির দ্বারা অর্থতঃ ও শব্দতঃ ওঙ্কারাত্মক ব্রহ্ম বিদিত হইতে সমর্থ হন অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দ অর্থবোধ সহকারে ধ্যানাভ্যাস করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হন। সন্ন্যাস গ্রহণে ব্রহ্মচারিগণের পূর্বগৃহীত দণ্ডে দণ্ডগ্রহণ সিদ্ধ হয় না। এই জন্য সন্ন্যাস গ্রহণকালে পলাশ, বিল্ব বা অশ্বত্থ দণ্ড গ্রহণ বিধেয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়াভিপ্রায়ে উক্ত পলাশাদি ত্রিবিধ দণ্ড বিহিত; পরন্তু ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বৈদিক সন্ন্যাসে অধিকারি নহে। সুতরাং কেবল ব্রাহ্মণের পক্ষে পূর্ব পূর্ব দণ্ডের অপ্রাপ্তিতে পরপর দণ্ড-গ্রহণের ব্যবস্থা বোদ্ধব্য। স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে জানা যায়, সন্ন্যাস গ্রহণে ব্রাহ্মণেরই অধিকার আছে, অন্য বর্ণের নাই। আর সন্ন্যাসিবৃন্দ মৃগচর্ম, মেখলা, (কুশনির্ম্মিত কটি বন্ধন রজ্জু), যজ্ঞোপবীত, লৌকিকাগ্নি ও সমিধ-হোমাদি এই সমস্ত বিসর্জন পূর্বক শূর (কামাদি রিপুজয়ী) হইবে। কামাদি রিপু জয়ে অক্ষম হইলে সন্ন্যাস গ্রহণ নিষ্ফল। যাহার বেদার্থ বোধ হইলে প্রকৃত অধিকার জন্মে এবং সন্ন্যাসের কর্ত্তব্য-রূপে জ্ঞান হয়, তিনিই প্রকৃত শূর বা সাধক শ্রেষ্ঠ। অধুনা উক্ত সন্ন্যাস ফলের পরিজ্ঞাপক দুই মন্ত্র উল্লিখিত হইতেছে। বুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা মুক্ত পুরুষগণের প্রাপ্য বিষ্ণুর পরমপদ নিরন্তর দর্শন করিয়া থাকেন। যেরূপ নির্মল আকাশে চক্ষু পরিব্যাপ্ত হইলে আবরকাভাবে তাহা বিস্তৃত হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্পক জ্ঞানোদয় হয়, তদ্রূপ বিষ্ণুর পদদ্বয় জ্ঞানময়। এই প্রকার বিষ্ণুপদ

কিরূপে দর্শন করা যায়? ইহার উত্তরে বেদ বলেন, গুরুদত্ত উপদেশেই ঐ বিষ্ণুপদ লাভ হয়। আর বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ উপদেশ প্রদানের উত্তম অধিকারী। যাঁহারা বিমন্যু, কামক্রোধাদি-পরিশূন্য, কিংবা যাহারা স্তুতি-নিন্দায় তুল্য জ্ঞান করেন, এবং যাহারা অজ্ঞান রূপ অনিদ্রা বর্জন কবিয়াছেন, সেই ব্রাহ্মণগণ বেদোক্ত বিষ্ণুপদ দীপিত করেন।

ইহার অর্থ, তাঁহারা এই বিষ্ণুপদ পরহিতার্থ প্রকাশ করেন। উপসংহারে কথিত হইতেছে, ইহাই মোক্ষোপদেশ। ব্রহ্মা উক্ত রূপে আরুণিকে মোক্ষোপদেশ প্রদানান্তে অনুশাসন করিয়াছেন। কেবল ব্রহ্মাই যে এই ওঙ্কারোপাসনারূপ মোক্ষানুশাসন করিয়াছেন, তাহা নহে। ইহা বস্তুতঃ বেদের আদেশ। ইহা প্রজাপতির অনুশাসন। এইরূপ স্বীকার করিলে বেদের লৌকিকাশঙ্কা হয়। আর আরুণিও প্রজাপতির আখ্যায়িকা স্তুত্যর্থ বোদ্ধব্য। শব্দরাশি স্বরূপ সববেদেই সর্ব বর্ণাশ্রমাদির ব্যবস্থা নিমিত্ত রাজ শাসনের ন্যায় এই মোক্ষানুশাসন রক্ষা করা সর্বথা কর্ত্তব্য। যেরূপ তস্করগণ রাজ শাসন অবহেলা করিয়া শূলে আরোপিত হয়, তদ্রূপ বেদের শাসন লঙ্ঘন করিলে মনুষ্যও সংসার শূলে নিক্ষিপ্ত হয়। বৈদিক রীতি অনুসারে উপনিষদাদির শেষ বাক্য দুইবার পাঠ্য। এই জন্য "বেদানুশাসনং" বাক্য দ্বিরুক্ত হইয়াছে।

সামবেদীয়-আরুণি উপনিষদের অনুবাদ সমাপ্ত।

কেন উপনিষৎ এবং আরুণি উপণিষৎ উভয়ে ব্রহ্মবিদ্যা প্রকাশিকা ও সামবেদের অন্তর্গত।

শ্রীমৎ মহাদেবানন্দ সরস্বতী বিরচিত

তত্ত্বানুসন্ধান

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ।

ব্রহ্মাহং যৎপ্রসাদেন ময়ি বিশ্বং প্রকল্পিতম্।
শ্রীমৎ স্বয়ংপ্রকাশাখ্যং প্রণৌমি জগতাং গুরুম্॥ ॥

দেহো নাহং শ্রোত্রবাগাদিকো ন
নাহং বুদ্ধির্নাঽহমধ্যাসমূলম্।
নাহং সত্যাঽঽনন্দরূপশ্চিদাত্মা
মায়াসাক্ষী কৃষ্ণ এবাঽহমস্মি ॥২॥

অথ মোক্ষস্য বাক্যার্থজ্ঞানাঽধীনত্বা তুদর্থং তৎপদার্থং নিরূপয়ামঃ। তৎ পদার্থস্য লক্ষণং দ্বিবিধম্। কূটস্থ লক্ষণং স্বরূপ লক্ষণশ্চেতি। সৃষ্টিস্থিতিলয় কারণত্বং তটস্থ লক্ষণম্। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তী" তি শ্রুতেঃ। তদুক্তং ভগবতা সূত্রকারেণ "জন্মাদ্যস্য যত" ইতি। সত্য জ্ঞানাঽঽনন্দাঃ স্বরূপ লক্ষণম্। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজাণাৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। উক্তং চ "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্যে" তি।

স চ দ্বিবিধঃ। বাচ্যার্থো লক্ষ্যার্থশ্চেতি। মায়োপহিতং চৈতন্যং তৎপদবাচ্যার্থঃ। মায়াবির্নিমুক্তং চৈতন্যং তৎপদলক্ষ্যার্থঃ।

অথ কেয়ং মায়া? শৃণু। যথা শুক্ত্যাদৌ রজতাদি কল্পিতং তথা চেতনেঽচেতনং কল্পিতম্। "ইদং সর্বং যদয়মাত্মা" "আত্মৈবেদং সর্বম্"

"ব্রহ্মৈ বেদং সর্বম্" "পুরুষ এবেদং বিশ্বম্" ''সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "বাসুদেবঃ সর্বম্" ''নারায়ণঃ সর্বমিদম্পুরাণ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি বাক্যশতৈর-চেতনস্য চেতনব্যতিরেকেণাঽভাব প্রতিপ্রাদনাৎ। চেতনা-চেতনয়োর-ভেদাযোগাচ্চ। চেতনং নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধমুক্ত সত্যপরমানন্দাঽদ্বয়ং ব্রহ্ম। অচেতনমজ্ঞানাদিজড়জাতম্। অজ্ঞানং ত্রিগুণাত্মকং সদসদ্-ভ্যামনির্বচনীয়ম্ ভাবরূপং জ্ঞাননিবর্ত্যম্। অহং ব্রহ্ম ন জানামীত্যনু-ভবাৎ। ''দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়া" মিত্যাদিশ্রুতেঃ। ''অজ্ঞানে-নাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ" ''জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশি-তমাত্মন" ইতি স্মৃতেশ্চ।

তচ্চাঽজ্ঞানং দ্বিবিধং মায়াঽবিদ্যাভেদাৎ। শুদ্ধ সত্ত্ব প্রধানং তন্মায়েত্যুচ্যতে। মলিনসত্ত্বপ্রধানং বিদ্যেত্যুচ্যতে। ''জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাঽবিদ্যা চ স্বয়মেব ভবতী" তি শ্রুতেঃ।

অথ বাঽজ্ঞানস্য শক্তির্দ্বিবিধা, জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিশ্চেতি। রজস্তমোভ্যামনভিভূত সত্ত্বং জ্ঞানশক্তিঃ। ''সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতি স্মৃতেঃ। ক্রিয়াশক্তির্দ্বিবিধা, আবরণ শক্তি র্বিক্ষেপ শক্তিশ্চেতি। রজস্সত্ত্বাভ্যামনভিভূতং তম আবরণ শক্তিঃ। তদুক্তম্। ''কৃষ্ণং তম আবরণাত্মকত্বাৎ" ইতি। সা চ নাস্তি ন প্রকাশতে ইতি ব্যবহার হেতুঃ। তথা চোক্তম্। ''ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যা-পাদন মাবৃতি" রিতি। তমঃ সত্ত্বাভ্যামনভিভূতং রজো বিক্ষেপ শক্তিঃ। ''রজসো লোভ এব চেতি" স্মৃতেঃ। লোভাদীনাং বিক্ষেপ-কত্বং প্রসিদ্ধমেব। সা চাক্যাশাদিপ্রপঞ্চোৎপত্তি হেতুঃ। উক্তং চ। বিক্ষেপ শক্তির্লিঙ্গাদি ব্রহ্মাণ্ডান্তং জগৎ সৃজে" দিতি। তথা

চ পূর্বোক্তাঽজ্ঞানমাবরণশক্তি প্রধানং সদবিদ্যেত্যুচ্যতে। অজ্ঞানং বিক্ষেপ শক্তি প্রধানং সন্মায়েত্যুচ্যতে। এতদভিপ্রায়াস্মৃতিরপি।

"তরত্যবিদ্যাং বিততাং হৃদি যস্মিন্নিবেশিতে।
যোগী মায়ামমেয়ায় তস্মৈ বিদ্যাত্মনে নমঃ॥

ইত্যেবংরূপা দ্রষ্টব্যা।

এবং চ মায়োপহিত চৈতন্যমীশ্বরো জগৎকারণমন্তর্যামীত্যুচ্যতে। স এব তৎপদবাচ্যার্থঃ। অবিদ্যোপহিতং চৈতন্যং জীবঃ প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। তদুক্তম্।

"তমোরজঃ সত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা।
সত্ত্বশুদ্ধ্য বিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥
মায়াং বিম্বো বশী কৃত্য তাং স্যাৎ সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্ত দ্বৈ চিত্র্যাদনেকধা" ইতি।

"অস্মাদ্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যোমায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ" "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বর" মিত্যেবমাদিশ্রুতয় উক্তাভিপ্রায়া দ্রষ্টব্যাঃ।

যদ্বা যথা এক এব দেবদত্তঃ ক্রিয়া নিমিত্তবশেন পাচকো যাচক ইতি ব্যপদিশ্যতে তথা একমেবাঽজ্ঞানং বিক্ষেপাঽঽবরণশক্তিনিমিত্ত-ভেদেন মায়াঽবিদ্যেতি চ ব্যপদিশ্যতে। তথা চাঽঽবিদ্যা প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যং জীবঃ। অবিদ্যোপহিতং বিম্বচৈতন্যমীশ্বরঃ!" "আভাস এব চ" "অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ" "যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্। উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোয়মাত্মা" "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রব" দিত্যাদিশ্রুতি

সূত্রয়োঃ সত্ত্বাৎ। অস্মিন্ পক্ষে জীবস্ত্বেক এব, তস্মিন্নন্তঃকরণবিশিষ্টাঃ প্রমাতারঃ কল্পিতাঃ।

কে চিত্তু নানাঽজ্ঞানং স্বীকৃত্য বনবদজ্ঞানসমুদায়ঃ সমষ্টিস্তদুপহিতং চৈতন্যমীশ্বরঃ। বৃক্ষবৎপ্রত্যেকমজ্ঞানং ব্যষ্টিস্তদুপহিত চৈতন্যং প্রাজ্ঞ ইতি বদন্তি।

অন্যে তু কারণীভূতাঽজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যমীশ্বর', অন্তঃকরণোপহিতং চৈতন্যং জীবঃ। "কার্যোপাধিরয়ং জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বর" ইতি বচনাদিত্যাহুঃ।

সর্বথা মায়োপহিত চৈতন্যমীশ্বরঃ। স চ জ্ঞানশক্ত্যুপহিতস্বরূপেণ জগৎকর্ত্তা, বিক্ষেপাদিশক্তিমদজ্ঞানোপহিতস্বরূপেণ জগদুপাদানম্, ঊর্ণনাভিবৎ। "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণীতে চে" ত্যাদিশ্রুতেঃ। "যঃ সর্বজ্ঞঃ স সর্ব-বিৎ স সবস্য-কর্ত্তে"ত্যাদিশ্রুতিভ্যশ্চ।

এবং পূর্বোক্তাদীশ্বরাদাকাশ উৎপদ্যতে। "আকাশাদ্বায়ুঃ, বায়োরগ্নি, রগ্নেরাপঃ, অদ্ভ্যঃ পৃথিবী চ" "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূত" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। মায়ায়াঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকত্বাত্তৎ-কার্যাণ্যাকাশাদীন্যপি সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকান্য পঞ্চীকৃতানি সূক্ষ্মভূতানি, ইতি চ বর্ণয়ন্তি।

এতেভ্যঃ সুক্ষ্মভূতেভ্যঃ স্থূলভূতানি সূক্ষ্মশরীরাণি চ সপ্তদশলিঙ্গাত্মকানি জায়ন্তে।

সপ্তদশলিঙ্গানি তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ পঞ্চ প্রাণাশ্চেতি।

তথাচ আকাশাদি সাত্ত্বিকাংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যো জ্ঞানেন্দ্রিয়াণ্যুৎ

পদ্যন্তে। আকাশসাত্ত্বিকাংশাচ্ছ্রোত্রমুৎপদ্যতে। বায়োঃ সাত্ত্বিকাংশাত্ত্বগিন্দ্রিয়ম্ তেজসঃ সাত্ত্বিকাংশাচ্চক্ষুঃ। অপাং সাত্ত্বিকাংশাদ্রসনম্। পৃথ্বীসাত্ত্বিকাংশাদ্ ঘ্রাণম্। "শ্চোত্র-মাকাশ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

আকাশাদীনাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যো মিলিতেভ্যোঽন্তঃকরণমুৎ পদ্যতে। তৎসংকল্পবিকল্পনিশ্চয়াঽভিমানাঽনুসংধানরূপবৃত্তিভেদাচ্চতুর্বিধম্।

মনো বুদ্ধিরহংকারশ্চিত্তংচেতি চতুর্বিধম্।
সংকল্পাখ্যং মনোরূপং বুদ্ধির্নিশ্চয়রূপিণী॥
অভিমানাত্মকস্তদ্বদহংকারঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
অনুসংধানরূপং চ চিত্তমিত্যভিধীয়তে॥

ইতি বার্ত্তিকবচনাৎ।

পূর্বোক্তাকাশাদিরজোংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ কর্মেন্দ্রিয়াণ্যুৎপদ্যন্তে। আকাশরাজসাংশাত্ত্বগিন্দ্রিয়মুৎপদ্যতে। বায়োঃ রাজসাংশাদ্ধস্তৌ। তেজসো রাজসাংশাৎ পাদৌ। অপাং রাজসাংশাদুপস্থঃ। পৃথিবী রাজসাংশাৎ পায়ুঃ।

আকাশাদিরাজসাংশেভ্যো মিলিতেভ্যঃ প্রাণ উৎপদ্যতে। সোঽপি বৃত্তিভেদাৎপঞ্চবিধঃ। প্রাগ্গমনবান্নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী প্রাণঃ। অবাগ্গমনবান্ পায়বাদিস্থানবর্ত্তী অপানঃ। বিষ্বগ্গমনবান্ সর্ব-শরীরবর্ত্তী ব্যানঃ। ঊর্ধ্বগমনবান্ কণ্ঠবর্ত্তী উদানঃ। অশিতপীতান্ন পানাদিসমীকরণকরোঽখিলশরীরবর্ত্তী সমানঃ। "বাক্ পানিপাদ-পায়ুপস্থানি কর্মেন্দ্রিয়াণি তেষাং ক্রমেণে" ত্যাদিশ্রুতেঃ।

অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়াঽনন্দময়াঃ কোশাঃ

পঞ্চাঽত্রৈবান্তর্ভবন্তি। বক্ষ্যমানং স্থূলশরীরমন্নময়কোশঃ। উক্তং সূক্ষ্ম শরীরং কোশত্রয়াত্মকম্। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতঃ প্রাণঃ প্রাণময়-কোশঃ। কর্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং মনো মনোময়কোশঃ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতা বুদ্ধি বিজ্ঞানময়কো-ঃ।

অয়মেব কর্ত্তৃত্বোপাধিঃ। "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে কর্মাণি তনুতেঽপি চে" ত্যাদিশ্রুতেঃ।

অন্তঃকরণস্যসত্ব বৃত্তি র্দ্বিবিধা, নিশ্চয়বৃত্তিঃ, সুখাকার বৃত্তিশ্চেতি, নিশ্চয়বৃত্তিমদন্তঃকরণং বুদ্ধিরিত্যুচ্যতে। সুখাকার বৃত্তিমদন্তঃ করণং ভোক্তৃত্বোপাধিঃ। "তস্য প্রিয়মেব শিরো, মোদো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠে" ত্যাদিশ্রুতেঃ। অয়মেব কারণপর্যন্ত আনন্দময়কোশঃ।

কে চিত্তু অজ্ঞানম্ আনন্দময়কোশং বদন্তি। ইদং সূক্ষ্মশরীরং সপ্তদশ লিঙ্গং দ্বিবিধম্। সমষ্টিব্যষ্টিভেদাৎ। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহা ভূত তৎকার্যসপ্তদশলিঙ্গং সমষ্টিরিত্যুচ্যতে। এতদুপহিতং চৈতন্যং হিরণ্যগর্ভ ইত্যুচ্যতে, প্রাণঃ সূত্রাত্মেতি চ। জ্ঞানক্রিয়াশক্তিমদুপ-হিতত্বাদ ব্যাপিত্বাচ্চ। অথ বা পূর্বোক্তাঽপঞ্চীকৃত ভূতেভ্যঃ সর্বব্যাপকং লিঙ্গশরীরং পৃথগে বোৎপন্নং, তদেব সমষ্টিরিত্যুচ্যতে।

সমষ্টিত্বং নাম জাত্যাদিবৎ সর্বত্র ব্যষ্টিষ্বনুস্যূতত্বম্। তদুক্তম্। "তেভ্যঃ সমভবৎ সূত্রং লিঙ্গং সর্বাত্মকং মহৎ" ইতি।

কে চিত্তু বনবল্লিঙ্গশরীর সমুদায়ঃ সমষ্টিরিতি বদন্তি।

প্রত্যেকং লিঙ্গশরীরং ব্যষ্টিরিত্যুচ্যতে। ব্যষ্টিত্বং নাম ব্যক্তিবদ্ব্যা বৃত্তত্বম্।

এতদুপহিতং চৈতন্যং তৈজস ইত্যুচ্যতে। তেজোময়ান্তঃকরণো

পহিতত্বাৎ। সামান্যবিশেষয়োরিব জাতিব্যক্ত্যোরিব চ সমষ্টি ব্যষ্টো-স্তাদাত্ম্যাভ্যুপগমাৎ তদুপহিতয়োস্তৈজস সূত্রাত্মনোরপি তাদাত্ম্যম্।

এতদেব সূক্ষ্মশরীরমবিদ্যাকামকর্ম সহিতং পুর্য্যষ্টকমিত্যুচ্যতে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চকং, কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চকম্, অন্তঃকরণচতুষ্টয়ম্, প্রাণাদি পঞ্চকম্, ভূতসূক্ষ্মপঞ্চকম, অবিদ্যা কামঃ, কর্ম, চেত্যেতান্যষ্টৌ।

তত্র কার্যাবিদ্যা দ্রষ্টব্যা। সা চতুর্বিধা। অনিত্যে নিত্যত্ববুদ্ধিঃ, অশুচৌ শুচিত্ববুদ্ধিঃ, অসুখে সুখবুদ্ধিঃ, অনাত্মন্যাত্মবুদ্ধিশ্চেতি। তদুক্তম্। "অনিত্যাঽশুচিদুঃখাঽনাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতির-বিদ্যে''তি।

অস্যার্থঃ—অনিত্যে ব্রহ্মলোকাদি সংসার সুখাদি ফলে নিত্যত্ব বুদ্ধিরেকা অবিদ্যা দ্রষ্টব্যা। অশুচিষু স্বশরীর পুত্র-ভার্যাদি শরীরেষু শুচিত্ববুদ্ধিরপরা। দুঃখেষু দুঃখ সাধনেষু চ সুখতৎসাধনবুদ্ধিরন্যা। অনাত্মনি দেহেন্দ্রিয়াদাবহমিত্যাত্মবুদ্ধিরিতরা চেত্যবিদ্যা চতুর্বিধেতি কামোরাগঃ।

কর্ম ত্রিবিধম্; সঞ্চিত, মাগামি, প্রারব্ধশ্চেতি। স্বকৃতং ফলমদত্বাঽদৃষ্টরূপেণ বিদ্যমানং সঞ্চিতং কর্ম। যথা সন্ধ্যাবন্দনাঽগ্নি-হোত্রাদি। আগামি অস্মিন্ শরীরে ক্রিয়মানং কর্ম। বর্ত্তমান শরীরাঽঽরম্ভকং প্রারব্ধং কর্ম।

সঞ্চিতাঽঽগামিকর্মণোঃ ফলভোগেন বা বিরোধিকর্মান্তরেণ বা ব্রহ্মজ্ঞানেন বা বিনাশঃ। প্রারব্ধস্য তু ভোগেনৈব বিনাশঃ। কিং বহুনা প্রারব্ধ ব্যতিরিক্তানামবিদ্যাদীনাং পঞ্চ ক্লেশানাং তত্ত্বজ্ঞানান্নাশঃ। তথাহি—অবিদ্যাঽস্মিতারাগদ্বেষাঽভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ। কার্য-কারণরূপাঃ দ্বিবিধাঽবিদ্যা নিরূপিতা। অহংকারস্য সূক্ষ্মাবস্থাঽ-

স্মিতা। ইদমেব মহত্তত্ত্বং সামান্যাঽহংকার ইতি চোচ্যতে, রাগ উক্তঃ। দ্বেষঃ ক্রোধঃ। স্বীকৃতস্য পুনস্ত্যাগাঽসহিষ্ণুত্বমভিনিবেশঃ। এতেষাং পঞ্চানাং ব্রহ্মসাক্ষাৎকারান্নিবৃত্তিঃ। "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈ" রিত্যাদি শ্রুতেঃ। পাশৈঃ পঞ্চ-ক্লেশৈরিত্যর্থঃ।

তিষ্ঠতু তাবৎপ্রাসঙ্গিকম্। এবং সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তির্নিরূপিতা।

পঞ্চীকৃতভূতানি স্থূলভূতানি।

পঞ্চীকরণং তু পূর্বোক্তানামাকাশাদীনাং তামসাংশান্ একৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য তত্রৈকং চতুর্ধা বিভজ্যস্বাংশং পরিত্যজ্য ইতরাং-শেষু যোজনম্। তেষাং পৃথ্বী মলমাংসমনঃ, জলং মূত্রলোহিত প্রাণাঃ, তেজোঽস্থিমজ্জাবাক্ "ত্রিবৃতং ত্রিবৃত মেকৈকং করবাণী" তি ত্রিবৃৎকরণ-শ্রুতেঃ। পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ পঞ্চীকরণং প্রামাণিকমেব। "বৈশিষ্ট্যাত্তু তদ্বাদস্তদ্বাদ" ইতি ন্যায়েন স্বাংশভূয়স্ত্বাবিশেষ ব্যপ-দেশোপি সংভবতি। এবং চ সতি আকাশে শব্দোঽভিব্যজ্যতে। বায়ৌ শব্দস্পর্শৌ। তেজসি শব্দস্পর্শরূপাণি। জলে শব্দ-স্পর্শ-রূপরসাঃ। পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ। তথা পঞ্চীকৃত পৃথিব্যা ব্রহ্মাণ্ডমুৎপন্নং তদন্তর্বর্ত্তি লোকাশ্চতুর্দশ। ব্রহ্মাণ্ডাণ্যনুশত-রূপে জাতে। ব্রহ্মাণ্ডান্তর্বর্ত্তি-পৃথিব্যা ঔষধ্য উৎপন্নাঃ। ঔষধিভ্যো-ঽন্নম্, পিতৃভ্যাং ভুক্তান্ন পরিণাম রেতঃ শোণিত দ্বারা স্থূল শরীর-মুৎপন্নম্। তচ্চতুর্বিধম্। জরায়ুজমণ্ডজংস্বেদজ, মুদ্ভিজ্জং চেতি। মনুষ্যাদিশরীরং জরায়ুজম্। পক্ষিপন্নগাদিশরীরমণ্ডজম্। যূকাম-শকাদি শরীরং স্বেদজম্। তৃণগুল্মাদি শরীরমুদ্ভিজ্জম্।

উক্তং স্থূলশরীরং পুনঃ প্রকারান্তরেণ দ্বিবিধম্। সমষ্টিব্যষ্টি ভেদাৎ। পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত তৎকার্যং ব্রহ্মাণ্ডং তদন্তর্বর্ত্তি কার্যং সর্বং

সমষ্টিরিত্যুচ্যতে। অথ বা ব্যক্তিষু গোত্বাদিবৎ সর্বব্যষ্টিষ্বনুস্যূতং পঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যং ব্রহ্মাণ্ডাত্মকং ব্যাপকং সমষ্টিঃ, বনবৎ। সকল-স্থূলশরীর সমুদায়ো বা সমষ্টিরিত্যুচ্যতে। এতদুপহিতং চৈতন্যং বিরাট্ বৈশ্বানর ইত্যুচ্যতে. বিবিধং রাজমানত্বাৎ সর্বনরাভিমানিত্বাচ্চ। প্রত্যেকং স্থূলশরীরং গবাদিব্যক্তিবৎ ব্যাবৃত্তং ব্যষ্টিরিত্যুচ্যতে। এতদুপহিতং চৈতন্যং বিশ্ব ইত্যুচ্যতে। সূক্ষ্মশরীরমপরিত্যজ্য স্থূলশরীর প্রবিষ্টত্বাৎ। অনয়োঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ সামান্য বিশেষয়োরিব তাদাত্ম্যাঽভ্যুপগমাৎ এতদুপহিত বিশ্ববৈশ্বানরয়োরপি তাদাত্ম্যম্।

এক এব জীবো জাগ্রদবস্থায়াং স্থূলসূক্ষ্মকারণাঽবিদ্যাভিমানী সন্ বিশ্ব ইত্যুচ্যতে। স এব স্বপ্নাবস্থায়াং সূক্ষ্মশরীরকারণাঽবিদ্যাঽ-ভিমানী সন্ তৈজস ইত্যুচ্যতে। স এব সুষুপ্তৌ কারণাঽবিদ্যাভিমানী সন্ প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে। স এব শরীর-ত্রয়াঽভিমানরহিতঃ সন্ শুদ্ধঃ পরমাত্মা ভবতি।

তস্যৈবাভিমানিনো জীবস্যাঽবস্থাঃ পঞ্চ। জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তি-মূর্চ্ছা মরণভেদাৎ। দিগাদ্যধিষ্ঠাতৃদেবতাঽনু গৃহীতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শব্দাদিবিষয়াঽনুভবাঽবস্থা জাগ্রদবস্থা। জাগ্রদ্ভোগপ্রদকর্মো পরমে সতি ইন্দ্রিয়োপরমে জাগ্রদনুভবজন্য সংস্কারোদ্ভূত বিষয় তদ্ জ্ঞানাঽবস্থা স্বপ্নাবস্থা। জাগ্রৎস্বপ্নোভয়ভোগপ্রদকর্মোপরমে সতি স্থূলসূক্ষ্মশরীরাভিমান নিবৃত্তি দ্বারা বিশেষ বিজ্ঞানো পরমাত্মিকা বুদ্ধেঃ কারণাত্মনাঽবস্থিতিঃ সুষুপ্তিঃ। মুদ্গর প্রহারাদি জনিত বিষাদেন বিশেষ বিজ্ঞানোপরমাঽবস্থা মূর্চ্ছাবস্থা। তদুক্তম্। "মুগ্ধেঽর্দ্ধসংপত্তিঃ পরিশেষা" দিতি। এতচ্ছরীরভোগপ্রাপককর্মোপরমেণ দ্বিবিধ

দেহাভিমান নিবৃত্ত্যা সংপিণ্ডিতকরণগ্রামাঽবস্থা ভাবিশরীর প্রাপ্তি-পর্যন্তং মরণাবস্থা।

কে চিত্তু অস্যা উক্তাবস্থাস্বস্তভবিং বদন্তি। অত্র শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণানি প্রমানানি প্রসিদ্ধানি।

এক এব পরমাত্মা সমষ্টিস্থূলসূক্ষ্মশরীর তৎ কারণ মায়োপহিতঃ সন্ বৈশ্বানর ইত্যুচ্যতে। অহমেব বৈশ্বানরোঽস্মীত্যেতদুপাসনয়া তৎ প্রাপ্তিঃ ফলং ভবতি। বৈশ্বানরাধিকরণে সূত্রকারভাষ্যকারাভ্যাং শ্রুত্যর্থস্য তথা প্রতিপাদনাৎ। স এব পরমাত্মা সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর তৎ কারণমায়োপহিতঃ সন্ হিরণ্যগর্ভ ইত্যুচ্যতে। এতদুপাসনয়া তৎ প্রাপ্তিঃ ফলং ভবতি। "অনন্তর উপপত্তে" রিত্যস্মিন্নধিকরণে সূত্র-কারভাষ্যকারাভ্যাম্ উপকোশলবিদ্যায়াং তথৈব প্রতিপাদনাৎ। স এব কেবল মায়োপাধিকঃ সন্ ঈশ্বর ইত্যুচ্যতে। তদুপাসনয়া তৎ-প্রাপ্তিঃ ফলং ভবতি। "সর্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশা"দিতি শাণ্ডিল্য-বিদ্যায়াং "দহর উত্তরেভ্য" ইতি দহর বিদ্যায়াং চ সূত্রকারভাষ্যকারা-ভ্যাং যথোক্তেশ্বরোপাসনয়া তৎ প্রাপ্তেঃ প্রতিপাদনাৎ। "তং যথা-যথোপাসতে তত্তদেব ভবতী"তি শ্রুতেশ্চ। ভাবনামান্দ্যে তু তত্তারতম্যেন সার্ষ্টিসারূপ্যসামীপ্য সালোক্যানি ভবন্তি। সাম্নঃ "সাযুজ্যং সলোকতাং জয়তী" ত্যাদি শ্রুতেঃ। যে পুনঃ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্না বিচারাঽসমর্থা মন্দপ্রজ্ঞাস্তেষাং গুরুমুখাদ্ ব্রহ্ম নিশ্চিত্য সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং সচ্চিদানন্দলক্ষণং ব্রহ্মাহমস্মীতি নির্গুণ ব্রহ্মোপাসনয়াঽস্মিন্নেব শরীরে জীবনাঽবস্থায়াং মরণাঽবস্থায়াং বা ব্রহ্মলোকে বা উৎপন্ন ব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণ তৎপ্রাপ্তিঃ ফলং ভবতি। শ্রুতিন্যায়াসাম্যাৎ। ওমিত্যেতনৈবাঽক্ষরেণ পরংপুরুষমভিধ্যায়ীত স

এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরাৎ পরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে" "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত" "ওমিত্যেবং ধ্যায়থাত্মান"মিত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ। ভগবতাপ্যুক্তম্।

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ ইতি।
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেপি চাতি তরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতি পরায়ণাঃ ॥ ইতি চ।

এবং তৎপদার্থস্য মায়োপহিতস্য ব্রহ্মণস্তটস্থ লক্ষণং জগজ্জন্মাদি কারণত্বং নিরূপিতম্। অয়মেব অধ্যারোপ ইত্যুচ্যতে।

অস্যাঽপবাদ ইদানীমুচ্যতে। অপবাদো নাম অধিষ্ঠানে ভ্রান্ত্যা প্রতীতস্য তদ্ব্যতিরেকেণাঽভাবনিশ্চয়ঃ। যথা শুক্ত্যাদৌ ভ্রান্ত্যা প্রতীতস্য রজতাদেঃ শুক্তিব্যতিরেকেণ নেদং রজতং কিংতু শুক্তিরিত্যভাবনিশ্চয়ঃ। অয়মেব বাধো বিলাপনমিত্যুচ্যতে।

স চ বাধ স্ত্রিবিধঃ। শাস্ত্রীয়ো যৌক্তিকঃ প্রত্যক্ষশ্চেতি। "অথাত আদেশো নেতি নেতি" "নেহ নানাস্তি কিং চন" ইত্যাদি শাস্ত্রাদ্ ব্রহ্মব্যতিরেকেণ প্রপঞ্চাঽভাবনিশ্চয়ঃ শাস্ত্রীয়ো বাধঃ। মৃদ্ব্যতিরেকেণ ঘটাঽভাবনিশ্চয়বান্নিখিলকারণীভূত ব্রহ্ম ব্যতিরেকেণ প্রপঞ্চাঽভাবং নিশ্চিত্য দৃশ্যমানস্য মিথ্যাত্বনিশ্চয়েন ব্রহ্মাত্মমাত্রনিশ্চয়ো যৌক্তিকো বাধঃ।

"অহং ব্রহ্মাস্মী" তি তত্ত্বমস্যাদিবাক্য জন্য সাক্ষাৎকারেণাঽজ্ঞানতৎকার্য নিবৃত্তিঃ প্রত্যক্ষবাধঃ।

যৌক্তিকবাধস্যায়ং ক্রমঃ—স্থূল প্রপঞ্চং সর্বমপি স্থূল ভূতেষু বিলাপ্য তদ্ব্যতিরেকেণ তন্নাস্তীতি নিশ্চিত্য স্থূলভূতানি সমষ্টি-ব্যষ্টি-সূক্ষ্মশরীরং চ সূক্ষ্মভূতেষু বিলাপ্য তত্রাপি পৃথিবীমপ্সু বিলাপ্য অপস্তে-

জসি তেজো বায়ৌ বায়ুমাকাশে আকাশমজ্ঞানেঽজ্ঞানং চিন্মাত্রে বিলাপয়েৎ। তথা চ স্মৃতিঃ।

জগৎপ্রতিষ্ঠাঃ দেবর্ষে পৃথিব্যপ্সু প্রলীয়তে।
জ্যোতিষ্যাপাঃ প্রলীয়ন্তে জ্যোতির্বায়ৌ প্রলীয়তে॥
বায়ুশ্চ লীয়তে ব্যোম্নি তচ্চাঽব্যক্তে প্রলীয়তে।
অব্যক্তং পুরুষে ব্রহ্মন্নিষ্কলং সংপ্রলীয়তে॥ ইতি।

উক্তঞ্চ।

অকারং পুরুষং বিশ্বমুকারে প্রবিলাপয়েৎ।
উকারং তৈজসং সূক্ষ্মংমকারে প্রবিলাপয়েৎ।
মকারং কারণং প্রাজ্ঞং চিদাত্মনি বিলাপয়েৎ।' ইতি।

আভ্যামধ্যারোপাঽপবাদাভ্যাং তত্ত্বং পদার্থ শোধনমপি সিদ্ধং ভবতি। তথা হি মায়াদিসমষ্টিস্তদুপহিতচৈতন্যমেতদাধারাঽনুপহিতমখণ্ড চৈতন্যং চ তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদেতৎ ত্রয়মবিবিক্তম্ একত্বেনাঽবভাসমানং তৎ পদবাচ্যার্থো ভবতি। বিবিক্তমখণ্ডং চৈতন্যং তৎ পদ লক্ষ্যার্থো ভবতি। অবিদ্যাদি ব্যাষ্টিরেতদুপহিতচৈতন্যমেতদাধারাঽনুপহিতং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেতত্রয়ং তপ্তায়ঃ পিণ্ডবদ বিবিক্তমেকত্বেনাঽবভাসমানং ত্বং পদ বাচ্যার্থো ভবতি। বিবিক্তং প্রত্যক্‌চৈতন্যং ত্বং পদ লক্ষ্যার্থো ভবতি। এতৌ লক্ষ্যার্থাবুপাদায় সংবন্ধত্রয়েণ সহিতং তত্ত্বমস্যাদি বাক্যং লক্ষণয়াঽখণ্ডার্থবোধকং ভবতি।

সংবন্ধত্রয়ং তু পদয়োঃ সামানাধিকরণ্যম্। সামানাধিকরণ্যং নাম ভিন্ন প্রবৃত্তি নিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে বৃত্তিঃ। যথা সোঽয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র তৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তবাচকশব্দস্যৈতৎকালবিশিষ্ট-বাচকাঽয়ং শব্দস্য চৈকস্মিন্ দেবদত্ত পিণ্ডে বৃত্তিঃ। সামানাধিকরণ্যং

পদার্থয়োর্বিশেষণ বিশেষ্যভাবঃ। যথা তত্রৈব সশব্দাঽর্থতৎকালবিশিষ্টা-ঽয়ং শব্দাঽর্থৈ তৎকালবিশিষ্টয়োরন্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণ বিশেষ্যভাবঃ। সোঽয়ময়ং স ইতি পদয়োরর্থয়োর্বাঽবিরুদ্ধ দেবদত্ত পিণ্ডেন বাক্যার্থেন সহ লক্ষ্য লক্ষণ ভাবঃ। যথা তত্রৈব সশব্দাঽয়ং-শব্দয়োস্তদর্থয়োর্বাঽবিরুদ্ধ দেবদত্ত পিণ্ডেন বাক্যার্থেন সহ লক্ষ্য লক্ষণ ভাবঃ। তথা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যে তত্ত্বংপদয়োঃ পরোক্ষাঽপরোক্ষত্ব বিশিষ্টেশ্বরবাচকয়োরখণ্ডচৈতন্যে তাৎপর্যেণ বৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যম্। তথা তত্ত্বং পদার্থয়োরীশ্বরজীবয়োরন্যোন্যভেদব্যাবর্ত্তকতয়া তত্ত্বমসি ত্বং তদসীতি বিশেষণ বিশেষ্যভাবঃ। তথা তত্ত্বংপদয়োস্তদর্থয়োর্বা বাক্যার্থেনাঽবিরুদ্ধাঽখণ্ডচৈতন্যেন বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগেন লক্ষ্য লক্ষণ ভাবঃ। তদুক্তম্।

সামানাধিকরণ্যং চ বিশেষণবিশেষ্যতা।
লক্ষ্য লক্ষণ ভাবশ্চ পদাঽর্থ প্রত্যগাত্মনাম্॥ ইতি।
অস্যাঽর্থস্তুক্ত এব। এতদভিপ্রায়েণ বাক্যবৃত্তাবপ্যুক্তম্।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং চ তাদাত্ম্য প্রতিপাদনে।
লক্ষ্যৌ তত্ত্বং পদার্থৌ দ্বাবুপাদায় প্রবর্ত্ততে॥ ইতি

তাদাত্ম্য প্রতিপ্রাদনেঽখণ্ডস্বরূপপ্রতিপাদনে ইত্যর্থঃ। সংসর্গস্য বা বিশিষ্টস্য বা বিশিষ্টৈক্যস্য বা প্রত্যক্ষাদি বিরুদ্ধত্বেন তত্ত্ব-মস্যাদিবাক্য প্রতিপাদ্যত্বাঽযোগাৎ।

অখণ্ডত্বং নাম বিজাতীয় সজাতীয় স্বগত ভেদশূন্যত্বম্। সর্বস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য কল্পিতত্বেন মিথ্যাত্বাদ্ বিজাতীয়শূন্যতা। জীবপরমাত্মনোরত্যন্তৈক্যাৎ সজাতীয়ভেদশূন্যতা। একরসত্বাৎ স্বগত-ভেদশূন্যতা।

অথ বা ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্যত্বমখণ্ডত্বম্। বিভুত্বাদ্দেশ পরিচ্ছেদশূন্যত্বম্। নিত্যত্বাৎকালপরিচ্ছেদশূন্যত্বম্। সর্বাত্মকত্বাদ্বস্তু পরিচ্ছেদশূন্যত্বম্। "বেদাঽহমেতমজরং পুরাণং সর্বাত্মকং সর্বগতং বিভুত্বা" দিত্যাদিশ্রুতেঃ।

যদ্বা অপর্যায়াঽনেকশব্দপ্রকাশ্যত্বে সতি অবিশিষ্টত্বমখণ্ডত্বম্। তদুক্তম্।

অবিশিষ্টমপর্যায়াঽনেকশব্দ প্রকাশিতম্।
একং বেদান্তনিষ্ণাতা অখণ্ডং প্রতিপেদিরে॥ ইতি।

এবং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যাঽখণ্ডাঽপরোক্ষ জ্ঞানাদজ্ঞাননিবৃত্তিরানন্দাঽঽবাপ্তিশ্চ। তদুক্তম্।

প্রত্যগ্ বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়াঽঽনন্দ লক্ষণঃ।
অদ্বয়াঽঽনন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্বোধৈকলক্ষণঃ॥
ইত্যমন্যোন্যতাদাত্ম্য প্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।
অব্রহ্মতা ত্বমর্থস্য ব্যাবর্তেত তদৈব হি।
তদর্থস্য চ পরোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণাঽঽনন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্বোধোঽবতিষ্ঠতে॥ ইতি।

অন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তিঃ, অহং ব্রহ্মাস্মীতি ব্রহ্মৈবাঽহমস্মীত্যখণ্ডাঽঽকারবৃত্তিঃ। তয়া বৃত্ত্যা অজ্ঞানে নিবৃত্তেঽব্রহ্মত্বপরোক্ষত্বাদীনাং নিবৃত্তত্বাৎপ্রত্যগাত্মনোঽখণ্ডাঽঽনন্দস্বরূপাঽবস্থিতির্ভবতীতি শ্লোকার্থঃ।

ইতি প্রথমঃ পরিচ্ছেদঃ॥

দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

বৃত্তির্নাম বিষয়চৈতন্যাঽভিব্যঞ্জকোঽন্তঃকরণাঽজ্ঞানয়োঃ পরিণাম-বিশেষঃ। অভিব্যঞ্জকত্বং নামাঽপরোক্ষ ব্যবহারজনকত্বম্, আবরণ নিবর্ত্তকত্বং বা। পরিণামো নাম উপাদানসমসত্তাকাঽন্যথাভাবঃ, উপাদানবিষমসত্তাকাঽন্যথা ভাবো বিবর্ত্ত ইতি ভেদাদনয়োঃ পরিণাম-বিবর্ত্তয়োর্বৃত্তিঃ। উপাদানাঽন্তঃকরণাঽজ্ঞানাঽপেক্ষয়া পরিণামঃ, চৈতন্যাঽপেক্ষয়া বিবর্ত্ত ইতি ন সিদ্ধান্ত বিরোধঃ। "তন্মনোঽকুরুত" ইত্যাদিশ্রুত্যাঽন্তঃকরণস্য কার্যদ্রব্যত্বেন সাঽবয়বতয়া পরিণামিত্বো-পপত্তিঃ।

সা চ বৃত্তির্দ্বিবিধা, প্রমাঽপ্রমাভেদাৎ। অত্র বোধেদ্ধাবৃত্তি বৃত্তীদ্ধো বোধো বা প্রমা। সা চ দ্বিবিধা। ঈশ্বরাশ্রয়া জীবাশ্রয়াচেতি। তত্রেক্ষণাঽপরপযায়স্রষ্টব্যবিষয়াকারমায়াবৃত্তিঃ প্রতিবিম্বিতচিদীশ্বরা শ্রয়া। "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে" ত্যাদিশ্রুতেঃ। অনধিগতাঽ-বাধিতবিষয়াকারাঽন্তঃকরণবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচিজ্জীবাশ্রয়া তু দ্বিতীয়া। ব্রহ্মাত্মৈক্য প্রমায়াস্তথাত্বান্নাঽসংভবঃ। প্রপঞ্চস্য সংসারদশায়ামবাধিত-ত্বাৎ তৎ প্রমায়াং নাঽব্যাপ্তিঃ। শুক্তিরজতাদের্জ্ঞাতসত্তাকত্বেনাঽ-জ্ঞাতসত্তাকত্বাঽ ভাবান্নাঽতিব্যাপ্তিঃ। তৎকরণং প্রমাণম্।

সা জীবাশ্রয়া প্রমা দ্বিবিধা, পারমার্থিকী ব্যাবহারিকী চেতি। তত্রং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যা প্রমা পারমার্থিকী। সা চ নিরূপিতা, অগ্রেপি নিরূপয়িষ্যতে।

প্রপঞ্চপ্রমা ব্যাবহারিকী। সা ষড়বিধা। প্রত্যক্ষাঽনুমিত্যুপমিতি-শব্দাঽর্থাপত্ত্যভাবপ্রমাভেদাৎ। তত্র বিষয়চৈতন্যাঽভিন্নং প্রমাণচৈতন্যং

প্রত্যক্ষপ্রমা। তথা হি একমেব চৈতন্যমুপাধিভেদাচ্চতুর্বিধম্। প্রমাতৃচৈতন্যং, প্রমাণচৈতন্যং, বিষয়চৈতন্যং ফলচৈতন্যং চেতি। তত্রাঽন্তঃকরণবিশিষ্টচৈতন্যং প্রমাতৃচৈতন্যম্। অন্তঃকরণবৃত্ত্যাচ্ছিন্ন-চৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যং। ঘটাঽবচ্ছিন্নচৈতন্যং বিষয়চৈতন্যম্। অন্তঃকরণাঽভিব্যাক্তে চৈতন্যং ফলচৈতন্যং।

তত্র বৃত্তিবিষয়য়োর্যুগপদেকদেশাঽবস্থানে তদুপহিতচৈতন্যয়োরপ্য-ভেদো ভবতি। তথা হি তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাদ্বারা কেদারং প্রবিশ্য চতুষ্কোণাদ্যাকারেণ যথা পরিণমতে তথেন্দ্রিয়াঽর্থ সন্নিকর্ষাঽন্তরম্ অন্তঃকরণং চক্ষুরাদিদ্বারা বিষয়দেশ গত্বা তেন সংযুজ্যতে, পশ্চাত্তদাকারেণ পরিণমতে, সোয়ং পরিণামোবৃত্তিঃ। তস্যাং বিষয়চৈতন্যং প্রতিফলতি, তদা বৃত্তিবিষয়য়োর্যুগপদেকদেশস্থত্বেন তদুপহিত তদ্ভেদাঽপ্রয়োজকত্বাৎ প্রমাণচৈতন্যং বিষয়চৈতন্যাঽভিন্নং ভবতি। সেয়ং প্রত্যক্ষপ্রমা। তত্র বৃত্ত্যাবরণং নিবর্ত্ততে। চৈতন্যেনাঽজ্ঞানং প্রময়া বা সাবরণমজ্ঞানং নিবর্ত্ততে। ততো বিষয়ঃ স্ফুরতি সাক্ষিণা। অন্তঃকরণোপহিতচৈতন্যং সাক্ষী।

সেয়ং প্রত্যক্ষপ্রমা দ্বিবিধা। বাহ্যপ্রমাঽন্তরপ্রমাচেতি। তত্র বাহ্যপ্রমা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধভেদাৎপঞ্চধা। তৎকরণানি শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। আন্তরপ্রমা দ্বিবিধা, আত্মগোচরা সুখাদিগোচরা-চেতি। আত্মগোচরা দ্বিবিধা, বিশিষ্টাত্মবিষয়া শুদ্ধাত্মবিষয়াচেতি। অহংজীব ইত্যাদি বিশিষ্টাত্মবিষয়া। অহং ব্রহ্মাস্মীতি শুদ্ধাত্মবিষয়া। ময়িসুখমিত্যাদি সুখাদিবিষয়া।

অন্তরিন্দ্রিয়ং মন আন্তর প্রমাকরণমিতি বাচস্পতিমিশ্রাঃ।

আচার্য্যাস্ত্বেবং বর্ণয়ন্তি—

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
ইন্দ্রিয়ানি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ॥

ইতি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং মনস ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পৃথক্ করণান্মনোনেন্দ্রিয়ং, বৃত্তিং প্রত্যুপাদানত্বান্ন করণং মনং। সুখাদিসাক্ষাৎকারস্য প্রমাণাজন্যত্বেনাঽ প্রমাত্বমিষ্টমেব, অত এবান্তঃকরণতদ্ধর্মানাং শুক্তিরজতাদিবৎপ্রাতীতিকত্বম্। শুদ্ধাত্মসাক্ষাৎকারস্য বেদান্তবাক্যজন্যত্বাৎ প্রমাত্বম্। বাক্যস্যাপরোক্ষ জ্ঞানজনকত্বং বক্ষ্যতে। ইতি প্রত্যক্ষ প্রমানম্।

লিঙ্গজ্ঞানজন্য জ্ঞানমনুমিতিঃ। ব্যাপ্ত্যাশ্রয়োলিঙ্গম্। সাধনধ্যয়োসার্নিয়তসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ। প্রতিবন্ধকাঽভাবে সতি সহচাব দর্শনেন সা গৃহ্যতে, তস্যাং গৃহীতায়াং লিঙ্গজ্ঞানেন ব্যাপ্ত্যনুভবজন্য সংস্কারোদ্বোধে সত্যনুমিতির্জায়তে। ' ইয়ং স্বার্থানুমিতিঃ।

পরার্থানুমিতিস্তু ন্যায়সাধ্যা। ন্যায়োঽবয়বসমুদায়ঃ। অবয়বাস্ত্রয়ঃ প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণরূপাঃ। উদাহরণোপনয়নিগমনরূপা বা। তথাহি —জীবঃ পরস্মান্ন ভিদ্যতে সচ্চিদানন্দ লক্ষণত্বাৎ পরমাত্মবদিত্যত্র জীবঃ পরস্মান্ন ভিদ্যতে ইতি প্রতিজ্ঞা। সচ্চিদানন্দ লক্ষণত্বং হেতুঃ। ইদমেব লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। য সচ্চিদানন্দ লক্ষণঃ স পরস্মান্নভিদ্যতে যথা পরমাত্মেত্যুদাহরণম্। অহমস্মীতি ভামীতি কদাপ্যপ্রিয়ো ন ভবামীত্যনুভবাজ্জীবস্য সচ্চিদানন্দলক্ষণত্বম্। অতো ন হেত্বসিদ্ধিঃ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দোব্রহ্মেতি ব্যজানা''দিত্যাদিশ্রুত্যা ব্রহ্মণঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণত্বম্। অতো ন দৃষ্টান্তাঽসিদ্ধিঃ। এবং গুরুমুখাচ্ছ্রুত বেদান্তস্য শোধিতত্বপদার্থস্য স্বস্মিন্ সচ্চিদানন্দলক্ষনদর্শনাদহং ব্রহ্মেতি ব্রহ্মাঽভিনানুমিতিরুৎপদ্যতে।

ন চৌপনিষদস্য ব্রহ্মৈক্যস্যাঽনুমানগম্যত্বাঽনুপপত্তিঃ। মন্তব্য ইতি মননবিধানাৎ। বেদান্ত সহকারিত্বেনাঽনুমানপ্রামাণ্যস্বীকারাৎ।

পরার্থানুমিতিস্তু ন্যায়োপদেশেনোৎপদ্যতে। ন্যায়ো দর্শিতঃ। এবং ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বসাধ্যানুমিতির্দৃশ্যত্বাদিহেতুভিরুৎপদ্যতে।

মিথ্যাত্বং নামাঽনির্বচনীয়ত্বম্। দৃশ্যত্বং নাম চৈতন্যবিষয়ত্বম্। অতো ব্রহ্মাণি ন ব্যভিচারঃ।

তচ্চাঽনুমানমন্বয়িরূপমেকমেব, ন তু কেবলান্বয়ি। অস্মন্মতে ব্রহ্মব্যতিরিক্তস্য সর্বস্য প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মনিষ্ঠাঽত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিত্বেন তদপ্রতিযোগিত্বরূপকেবলান্বয়িত্বস্যাঽপ্রসিদ্ধেঃ। নাপি ব্যতিরেকি। সাধনেন সাধ্যাঽনুমিতৌ সাধ্যাঽভাবসাধনাঽভাবব্যাপ্তি জ্ঞানস্যাঽনুপযোগাৎ। অন্বয়ব্যাপ্তিমবিদুষঃ সাধ্যপ্রমাঽর্থাপত্তিপ্রমাণাদিতি বক্ষ্যতে। ইত্যনুমানম্। সাদৃশ্যপ্রমিতিরূপমিতিঃ।

বাক্যকরনিকা প্রমা শাব্দী। আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতাসন্নিধিমৎ পদসমুদায়ো বাক্যম্। অন্বয়ানুপপত্তিরাকাঙ্ক্ষা। বাক্যার্থাঽবাধো যোগ্যতা, অবিলম্বেনোচ্চারণং সন্নিধিঃ। অব্যুৎপন্নস্য সংগতিগ্রহাঽভাবান্ন বাক্যার্থপ্রমা।

পদপদার্থয়োঃ স্মার্যস্মারকভাবঃ সংগতিঃ। সা দ্বিবিধা, শক্তির্লক্ষনা চেতি। শক্তির্নাম মুখ্যা বৃত্তিঃ। পদপদার্থয়োর্বাচ্যবাচকভাবঃ সংবন্ধ ইতি যাবৎ। সা চ দ্বিবিধা, যোগোরূঢ়িশ্চেতি। অবয়বশক্তি র্যোগঃ যথা পাচকাদিপদানাম্। রূঢ়িঃ সমুদায়শক্তিঃ। যথা ঘটাদিপদানাম্। সা চ ব্যবহারাদিনা গৃহ্যতে। তথাহি—উত্তমবৃদ্ধস্য ঘটমানয়েতি বাক্য শ্রবণানন্তরং মধ্যমবৃদ্ধঃ প্রবর্ত্ততে, বালঃ প্রবৃত্তিং দৃষ্ট্বা জ্ঞানমনুমিনোতি তথা হি ইয়ং প্রবৃত্তির্জ্ঞানসাধ্যা প্রবৃত্তিত্বাস্মদীয়প্রবৃত্তিবৎ ইতি জ্ঞান-

মনুমায় তস্য বাক্যজন্যত্বমনুমিনোতি। ইদং জ্ঞানমেতদ্ বাক্য জন্যম্ এতদ্‌বাক্যাঽন্বয়ব্যতিরেকাঽনুবিধায়িত্বাদ্দণ্ডজন্য ঘটাদিবৎ ইতি। অনন্তরমাবাপোদ্বাপাভ্যাং ঘটপদস্য ঘটব্যক্তৌ শক্তিমবধারয়তি।

সা চ শক্তিঃ পদার্থে ইতি নৈয়ায়িকাঃ। কার্যান্বিতে ইতি মীমাংসকাঃ। অন্বিতে ইতি বৈদান্তিনঃ।

এবং ব্যাকরণাদিনাপি শক্তির্গৃহ্যতে। উক্তং চ—

শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমান কোশাঽঽপ্ত বাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ।

বাক্যস্য শেষাদ্বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধ পদস্য বৃদ্ধাঃ।

লক্ষণা শক্য সম্বন্ধঃ। সা চ দ্বিবিধা, কেবললক্ষণা লক্ষিতলক্ষণা চেতি। কেবলা ত্রিবিধা। জহল্লক্ষণা অজহল্লক্ষণা জহদজহল্লক্ষণা চেতি। শক্যাঽপরিত্যাগেন তৎ সম্বন্ধ্যর্থান্তরে বৃত্তি র্জহল্লক্ষণা। যথা গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতীতি। অত্র গঙ্গাপদস্য তীরে শক্যার্থাঽপরিত্যাগেন তৎ সম্বন্ধ্যর্থান্তরে বৃত্তিরজহল্লক্ষণা। যথা মঞ্চাঃ ক্রোশন্তীতি। অত্র মঞ্চ পদস্য মঞ্চস্থেষু পুরুষেষু শক্যৈকদেশ পরিত্যাগেন একদেশেন বৃত্তির্জহল্লক্ষণা। ইয়মেব ভাগ লক্ষণেত্যুচ্যতে। যথা সোয়ং দেবদত্ত ইত্যত্র সোঽয়মিতি পদয়োঃ কেবলদেবদত্ত পিণ্ডে। যথা বা তত্ত্বমসীত্যত্র তৎ ত্বং পদয়োরখণ্ডচৈতন্যে। শক্যপরম্পরাসংবন্ধো লক্ষিতলক্ষণা। যথা দ্বিরেফ পদস্য মধুকরে। গৌণ্যপি লক্ষিতলক্ষণৈব।

এবং ব্যুৎপন্নস্য গৃহীতসংগতিকবাক্যাদ্বাক্যার্থ প্রমোৎপত্তৌ আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা আসক্তিস্তাৎপর্য্যজ্ঞানং চেতি চত্বারিকারণানি। আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতে নিরূপিতে।

শক্তি লক্ষনাঽন্যতর সম্বন্ধেনাঽব্যবধানেন পদ জন্য পদার্থোপস্থিতি রাসক্তিঃ, তাৎপর্যং দ্বিবিধম্। বক্তৃতাৎপর্যং শব্দতাৎপর্য্যং চেতি।

পুরুষাঽভিপ্রায়ো বক্তৃতাৎপর্যম্, তজ্‌জ্ঞানং ব্যাকার্থ জ্ঞানে ন কারণম্। তদভাবেঽপি অব্যুৎপন্নস্য বাক্যার্থজ্ঞানদর্শনাৎ।

তদিতর প্রতীতিমাত্রেচ্ছয়াঽনুচ্চরিতত্বে সাতে তদর্থপ্রতীতি জননযোগ্যত্বং শব্দ তাৎপর্যম্। তচ্চ যড়বিধে লিঙ্গৈর্নিশ্চীয়তে। বেদে লিঙ্গানি তু দর্শিতানি।

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য নির্ণয়ে॥ ইতি।

অস্যার্থঃ—প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্যাঽদ্বিতীয়বস্তু ন আদ্যন্তয়োঃ প্রতিপাদনমুপ ক্রমোপসংহারৌ। তথা ছান্দোগ্যেঽপি ষষ্ঠে "সদেব সৌম্যেদমগ্রআসী, দেকমেবা দ্বিতীয়ং ব্রহ্ম, ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব" মিত্যুপক্রমোপসংহারাবাদ্যন্তয়োঃ।

প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্য পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনমভ্যাসঃ। যথা তত্রৈব তত্ত্বমসীতি নবকৃত্বোঽভ্যাসঃ।

প্রকরণ প্রতিপাদস্য মানান্তরাবিষয়তাঽপূর্বতা। যথা তত্রৈব দ্বিতীয় বস্তুনো মানান্তরাঽবিষয়তা।

প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্য শ্রুয়মানং তজ্‌জ্ঞানাত্তৎ প্রাপ্তিঃ প্রয়োজনং ফলম্। যথা তত্রৈব! "ঽঽচার্যবান্ পুরুষো বেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সংপৎস্যে" ইত্যদ্বিতীয় বস্তু জ্ঞানাত্তৎপ্রাপ্তিঃ ফলম্।

প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্য প্রশংসনমর্থবাদঃ। যথা তত্রৈব "যেনাঽশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত" মিত্যদ্বিতীয় বস্তু প্রশংসম্।

প্রকরণ প্রতিপাদস্য দৃষ্টান্তৈঃ প্রতিপাদনমুপপত্তিঃ। যথাতত্রৈব "যথা সৌম্যেকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্বাচাঽঽরম্ভণং

বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্য" মিত্যাদি বাক্য প্রতিপাদিত মৃদাদি দৃষ্টান্তৈরদ্বিতীয় বস্তু প্রতিপাদনম্।

এবং ষড়বিধ তাৎপর্য লিঙ্গৈর্বৈদান্তানাম্ অদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি তাৎপর্য নিশ্চয়ঃ। ইদমেব শ্রবণ মিত্যুচ্যতে।

শ্রুতস্যাঽর্থস্যোপপত্তিভিশ্চিন্তনং মননম্।

বিজাতীয় প্রত্যয় তিরস্কারেণ সজাতীয় প্রত্যয় প্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনম্। তদুক্তম্

শব্দ শক্তি বিষয়ং নিরূপণং যুক্তিতঃ শ্রবণমুচ্যতে বুধৈঃ।
বস্তুতত্ত্ব বিষয়ং নিরূপণং যুক্তিতো মননমিত্যুদীর্যতে॥
চেতসস্তু চিতিমাত্র শেষতা ধ্যান মিত্যভিবদন্তি বৈদিকাঃ।
অন্তরঙ্গমিদমিত্যুদীরিতং তৎকুরুষ্ব পরমাত্ম বুদ্ধয়ে॥ ইতি

ইদং শ্রবণাদিত্রয়ং সাধন সংপন্নস্য সংন্যাসিনো জ্ঞানং প্রত্যন্তরঙ্গ সাধনম্। "আত্মা বাঽরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য" ইত্যাদি শ্রুতেঃ।

সাধনানি নিত্যাঽনিত্যবস্তু বিবেক ইহাঽমুত্রাঽর্থ ফলভোগবিরাগঃ, শম দমাদি সংপন্ন মুমুক্ষুত্বং চেত্যেবং রূপাণি। "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম চিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্য কৃতঃ কৃতেন, তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু মেবাঽভি গচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং, কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্য গাত্মানমৈক্ষদাবৃত্ত চক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্, শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাঽঽত্মন্যেবাঽঽত্মানং পশ্যে" দিত্যাদি শ্রুতিভ্যো যথোক্ত সাধন সংপন্নস্য সংন্যাসাঽধিকারঃ।

বিহিতানাং কর্মনাং বিধিনা পরিত্যাগঃ সংন্যাসঃ। স চ বৈরাগ্য হেতুকঃ। "যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ।

"বৈরাগ্যং পরমেতস্য মোক্ষস্য পরমোঽবধিরিতি শ্রুতেশ্চ। স বৈরাগ্য তারতম্যেন চতুর্বিধঃ, কুটীচকবহূদকহংস পরমহংস ভেদাৎ।

বৈরাগ্যম্‌দ্বিবিধম্, অপরং পরং চেতি। তত্রা ঽপরং চতুর্বিধম্। যতমানব্যতিরেকৈকেন্দ্রিয়ত্ববশীকারভেদাৎ।

অস্মিন্ সংসারে ইদং সারমিদমসারমিতি সারাঽসারবিবেকো যতমানবৈরাগ্যম্।

চিত্তগত দোষাণাং মধ্যে এতাবন্তঃ পক্কা এতাবন্তোঽপক্কা ইতি বিবিচ্যাঽপক্কদোষনিরোধযত্নো ব্যতিরেক বৈরাগ্যম্। বিষয়েচ্ছা-সত্ত্বেঽপি মনসীন্দ্রিয়নিরোধাঽবস্থানমেকেন্দ্রিয়ত্বং বৈরাগ্যম্।

বশীকারবৈরাগ্যমৈহিকাঽঽমুষ্মিক বিষয়জিহাসা। তদুক্তম্— "দৃষ্টাঽঽনুশ্রবিকবিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞাবৈরাগ্য" মিতি। তৎ ত্রিবিধম্, মন্দং তীব্রং তীব্রতরং চেতি।

পুত্রদারাদিবিয়োগে ধিক্ সংসারমিতি বুদ্ধ্যা বিষয়জিহাসা মন্দবৈরাগ্যম্।

অস্মিন জন্মনি পুত্রদারাদিমাস্তিতি স্থিরবুদ্ধ্যা বিষয়জিহাসা তীব্রম্।

পুনরাবৃত্তি সহিত ব্রহ্মলোকাদিপর্যন্তং মাস্তিতিস্থিরবুদ্ধ্যাবিষয়-জিহাসা তীব্রতরম্। তত্র মন্দবৈরাগ্যে সংন্যাসাঽধিকার এব নাস্তি।

যদা মনসি বৈরাগ্যং জায়তে সর্ববস্তুষু।

তদৈব সংন্যসেদ্বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ॥ ইতি স্মরণাৎ।

তীব্রবৈরাগ্যে সতি যাত্রাত্বশক্তৌ কুটীচকাধিকারঃ; তচ্ছক্তৌ-বহূদক সংন্যাসাধিকারঃ। তীব্রতর বৈরাগ্যে সতি হংস সংন্যাসাধিকারঃ। এতে সংন্যাসাস্ত্রয়ঃ। এতেষামাচারাঃ স্মৃতৌ প্রসিদ্ধাঃ। তীব্রতর বৈরাগ্যে মুমুক্ষোঃ পরমহংস সংন্যাসাধিকারঃ।

স চ পরমহংসো দ্বিবিধঃ। বিবিদিষাসংন্যাসো বিদ্বৎসংন্যাসশ্চেতি। সাধন সম্পন্নেন তত্ত্বমুদ্দিশ্য ক্রিয়মাণঃ সংন্যাসো বিবিদিষা সংন্যাসঃ। "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী" ত্যাদিশ্রুতিস্তত্র প্রমাণম্।

স চ দ্বিবিধঃ। জন্মাপাদককর্মত্যাগাত্মকঃ, প্রৈষোচ্চারণপূর্বকদণ্ড-ধারণাদ্যাশ্রমরূপশ্চেতি, "ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনা-মৃতত্বমানশুরিত্যাদিশ্রুতিরাদ্যে মানম্।

বিরক্তস্য গৃহস্থাদেঃ প্রযত্ন নিমিত্তবশেন সংন্যাসপ্রতিবন্ধে আদ্য-সংন্যাসেঽধিকারঃ। অত্র স্ত্রীণামপ্যধিকারঃ। জনকাদীনাং মৈত্রেয়ী প্রভৃতীনাং তত্ত্ববিদাং শ্রুতিস্মৃতীতিহাসপুরাণেষূপলম্ভাৎ।

দ্বিতীয়ে দণ্ডমাচ্ছদনং কৌপীনং পরিগৃহেচ্ছেষং বিসৃজেৎ।
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সার দিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥
ইত্যাদি বচনানি প্রমাণানি।

গৃহস্থাশ্রমাদৌ কৃতশ্রবণাদিভিরুৎপন্ন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারেণ গৃহস্থাদিনা বিক্ষিপ্ত চিত্তস্য চিত্ত বিশ্রান্তি লক্ষণ জীবন্মুক্তিমুদ্দিশ্য ক্রিয়মানঃ সংন্যাসো বিদ্বৎসংন্যাসঃ। তত্র "এতমেব বিদিত্বা মুনির্ভবতি অথ যোগিনাং পরমহংসানা" মিত্যাদি পরমহংসোপনিষৎ,

যদা তু বিদিতং তত্ত্বং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্।
তদৈকদণ্ডং সংগৃহ্য সোপবীতাং শিখাং ত্যজেৎ॥

ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতি বচনানি প্রমাণানি তত্রাদ্যসংন্যাসো জন্মান্তরীয়োঽপি জ্ঞানে উপকরোতি। জনকাদীনাং তত্ত্বজ্ঞানোপালম্ভাচ্ছু-ত্যাদিষু "যদ্যাতুরঃ স্যান্মনসা বাচা বা সংন্যসে" দিত্যাতুর সংন্যাসবিধা-

নাচ্চ। আতুরেপি বিরক্তস্যৈবাধিকারান্ন সংন্যাসান্তরম্। অন্যথা প্রকরণ বিরোধ প্রসঙ্গাৎ। তদুক্তম্।

জন্মান্তরেষু যদি সাধনজাতমাসীৎ সংন্যাসপূর্বকমিদং শ্রবণাদিকং চ।
বিদ্যামবাপ্স্যতি জনঃ সকলোঽপি যত্র তত্রাশ্রমাদিষু বসন্ন নিবারয়ামঃ॥
ইতি। তদেবং পূর্বোক্তাধিকারিণঃ শ্রবণাদীনাং তত্ত্বজ্ঞানকারণত্ব মন্বয় ব্যতিরেকাভ্যাং নিশ্চীয়তে।

আর্হার্থে শ্রোতব্য ইত্যাদি তব্য প্রত্যয় ইতি বাচস্পতি মিশ্রাঃ।

আচার্যাস্ত্বেবং বর্ণয়ন্তি—যথোক্তাধিকারিণো দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্য ইত্যাদি বাক্যে দর্শনমুদ্দিশ্য মনন নিদিধ্যাসনাভ্যাং ফলোপকার্যঙ্গাভ্যাং শ্রবণং নামাঽঙ্গি বিধীয়তে। তস্য চ দৃষ্টফলত্বান্না পূর্ব বিধিঃ। অপ্রাপ্ত-বিধায়কো হ্যপূর্ব বিধিঃ। কিং তু নিয়মবিধির্বা পরিসংখ্যা বিধির্বা।

পক্ষপ্রাপ্তস্যাঽপ্রাপ্তংশপূরকো বিধির্নিয়মবিধিঃ। যথা—

"ব্রীহী নবহন্যা" দিত্যবধাতবিধিঃ।

উভয় প্রাপ্তাবিতরব্যাবৃত্তিবোধকো বিধিঃ পরিসংখ্যাবিধিঃ। যথা "ইমাম গৃভ্ণন্ রসনামৃতস্যেত্যশ্বভিধানীমাদত্তে" ইতি গর্দভরশনাগ্রহণ ব্যাবৃত্তি বিধিঃ। এবং প্রকৃতে জিজ্ঞাসুর্বেদান্তশ্রবণমেব কুর্যাদিতি নিয়মবিধিঃ। বেদান্ত শ্রবণ ব্যতিরিক্তং ন কুর্যাদিতি পরিসংখ্যা বিধির্বা। তদুক্তম্।

নিয়মঃ পরিসংখ্যা বা বিধ্যর্থো হি ভবেদ্যতঃ।
অনাত্মঽদর্শনেনৈব পরাঽঽত্মানমুপাস্মহে॥
তচ্চ শ্রবণং সংন্যাসিনাং নিত্যম্।
নিত্যং কর্ম পরিত্যজ্য বেদান্ত শ্রবণং বিনা।
বর্তমানস্তু সংন্যাসী পতত্যেব ন সংশয়॥ ইতি

ইতি অকরণে প্রত্যবায়শ্রবণাৎ। "আ সুপ্তেরা মৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়ে"তি স্মৃত্যা "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়া" দিত্যাদি-শ্রুত্যা জীবনং নিমিত্তীকৃত্যাঽগ্নিহোত্রাদিবিধানবজ্জীবনং নিমিত্তীকৃত্য শ্রবণাদি বিধানাৎ।

ত্বং পদার্থ বিবেকায় সংন্যাসঃ সর্বকর্মণাম্।
শ্রুত্যাঽভিধীয়তে যস্মাত্তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ॥
কারকস্য করণেন তৎক্ষণাদ্
ভিক্ষুরেব পতিতো যথা ভবেৎ।
ব্যঞ্জকস্য পরিবর্জনাদসৌ
সদ্য এব পতিতো ন সংশয়ঃ॥
ইতি বার্ত্তিকাচার্য সংক্ষেপশারীরকাচার্যাভ্যাং
শ্রবণাদি রহিতস্য সংন্যাসিনঃ পাতিত্যাঽভিধানাচ্চ।
গৃহস্থাদীনাং শ্রবণাদি কাম্যম্।
দিনে দিনে তু বেদান্ত শ্রবণাদ্ভক্তি সংযুতাৎ।
গুরু শুশ্রূষয়া লব্ধাৎকৃচ্ছ্রাঽশীতিফলং লভেৎ॥

অন্যে তু বেদান্তশ্রবণে সাধন চতুষ্টয় সংপন্নস্যৈবাঽধিকারাদ্ গৃহস্থাদেঃ শ্রবণাঽধিকার এব নাস্তি, শ্রুতিষু যাজ্ঞবল্ক্যজনকাদীনাং তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদকোপাখ্যানস্য ব্রহ্মাত্মনি তাৎপর্য্যাৎ স্বার্থেং তাৎ-পর্যমেব নাস্তীত্যাহুঃ। তদসৎ। যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতীনাং গৃহস্থস্য তুলাধারস্য চ জ্ঞানিত্বশ্রবণাৎ।

পরং বৈরাগ্যং গুণবৈতৃষ্ণ্যম্। গুণেষু জিহাসেতি যাবৎ। তদুক্তং "তৎ পরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণ বৈতৃষ্ণ্য" মিতি। তচ্চাঽসংপ্রজ্ঞাতসমাধে-

রন্তরঙ্গ সাধনম্। উক্তং চ "তীব্র সংবেগানামাসন্নঃ সমাধিলাভ" ইতি। অলমতি প্রসঙ্গেন।

এবং কর্মবাক্যানামপ্যুপক্রমাদিভিস্তাৎপর্য নির্ণয়ঃ। প্রকরণাদিনা লৌকিকবাক্যানাং তাৎপর্য নির্ণয়ঃ। এতাদৃশ তাৎপর্যাঽনুপপত্তিঃ পূর্বোক্তলক্ষণাবীজং, ন ত্বন্বয়াঽনুপপত্তিঃ। তস্যা যষ্ঠীঃ প্রবেশয়েত্যাদাবসংভবাৎ। গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ তাৎপর্যাঽনুপপত্তেঃ সংভবাৎ। ন কেবলং লক্ষণা পদমাত্রবৃত্তিঃ, কিং তু বাক্যবৃত্তিরপি। গভীরায়াং নদ্যাং ঘোষ ইত্যাদৌ পদসমুদায়াত্মকবাক্যস্য তীরে লক্ষণাস্বীকারাৎ। অত এবাঽর্থবাদ বাক্যানাং প্রাশস্ত্যে লক্ষণা। অন্যথা পদান্তরবৈয়র্থ্যাং স্যাৎ। অত এব প্রাশস্ত্যপদার্থ প্রত্যায়কত্বেনাঽর্থবাদবাক্যানাং পদ স্থানীয়তয়া পদৈক বাক্যত্বম্। স্বার্থে তাৎপর্যবতাং "সমিধো যজতি" "দর্শপূর্ণমাস্যাভ্যাং স্বর্গকামো যজেতে" ত্যাদি বাক্যানামুপকারকাঽঽকাঙ্ক্ষায়াম্ এব বাক্যত্বং বাক্যৈকবাক্যত্বম্। এবং চাঽবান্তবাক্যার্থজ্ঞানমপি মহাবাক্যার্থজ্ঞানে কারণাম্। তথাঽন্বয় ব্যাতিরেকাঽনুবিধানাৎ।

এবং যথোক্ত সহিকারিসংপন্নং বাক্যং পরোক্ষাঽপরোক্ষভেদেন দ্বিবিধাং প্রমামুৎপাদয়তি।

তত্র পরোক্ষার্থ প্রতিপাদকং বাক্যং পরোক্ষ প্রমোৎপাদকম্। যথা "স্বর্গকামোযজেত" "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" 'দশমোস্তী ত্যাদি বাক্যম্। পরোক্ষত্ব নামাঽনাবৃতসংবিৎতাদাম'্যাভাবো যোগ্যস্য বিষয়স্য। ধর্মাঽধর্ময়োরযোগ্যত্বান্ন প্রত্যক্ষত্বম্।

অপরোক্ষার্থ প্রতিপাদকং বাক্যম্ পরোক্ষ প্রমোৎপাদকম্। যথাদশমস্ত্বমসি তত্ত্বমসীত্যাদিবাক্যম্। অপরোক্ষ ত্বং নামাঽনাবৃতসং-

বিত্তাদাত্ম্যম্। অনাবৃতসংবিৎ সাক্ষিচৈতন্যম্। অন্তঃকরণোপহিতং চৈতন্যং সাক্ষী। তস্যাবৃতত্বে জগদান্ধ্য প্রসঙ্গঃ। তত্তাদাত্ম্যং নাম তদ্ভিন্নত্বে সতি তদাভিন্নসত্তাকত্বম্। তথা চ দশমস্ত্বমসীত্যত্র দশমস্য ত্বম্পদার্থাঽভিন্নতয়াঽ পরোক্ষত্বেন বাক্যাৎ দশমাঽপরোক্ষ প্রমৈব জায়তে দশমোঽস্মীতি, ন তু বাক্যাৎপরোক্ষ জ্ঞানং মনসা তৎসাক্ষাৎকারঃ। মনসোঽনিন্দ্রিয়ত্বস্যোক্ত ত্বাৎ, বৃত্তিপ্রত্যুপাদনত্বেন করণত্বাঽযোগাচ্চ, প্রমাণজন্যাঽ পরোক্ষ-জ্ঞানস্যৈব ভ্রমনিবর্ত্তকত্বাচ্চ। এবং তত্ত্বমসি ইত্যত্রাপি তৎপদলক্ষ্যস্য ব্রহ্মণস্ত্বং পদলক্ষ্যসাক্ষ্যভিন্নতয়াঽনাবৃত-সংবিত্তাদাত্ম্যান্নিত্যাঽপরোক্ষত্বেন শোধিতত্বংপদার্থস্যাঽধিকরিণো মননিদিধ্যাসনসংস্কৃতান্তঃকরণসহকৃত বিচারিততত্ত্বমস্যাদিবাক্যাদহং ব্রহ্মাস্মীত্য পরোক্ষপ্রমা জায়তে। এবং চ সতি "সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" নাঽবেদাবিন্মনুতেতং বৃহন্ত" মিত্যাদিশ্রুতয়ঃ সামঞ্জস্যেনোপপদ্যন্তে, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্য" মিত্যাদিশ্রুতিস্তুমনসো বাক্য সহকারিত্ব প্রতিপাদনপরা। অন্যথা "যন্মনসা ন মনুতে" ইত্যাদি শ্রুতিবিরোধ প্রসঙ্গাৎ। এবং শাব্দী প্রমা নিরূপিতা।

অনুপপদ্যমানার্থ দর্শনাৎ তদুপপাদকভূতাঽর্থান্তর কল্পনমর্থাপত্তি-প্রমা। যথা দিবাঽভুঞ্জানস্য দেবদত্তস্য রাত্রিভোজনং বিনাঽনুপপদ্য-মানপীনত্ব জ্ঞানাত্তদুপপাদকরাত্রিভোজনকল্পনম্। তত্রানুপপদ্য-মানপীনত্বজ্ঞানং করণম্। রাত্রি ভোজন কল্পনং ফলম্।

সা চাঽর্থাপত্তির্দ্বিবিধা, দৃষ্টাঽর্থাপত্তিঃ শ্রুতাঽর্থাপত্তিশ্চেতি। দৃষ্টাঽর্থাপত্তির্যথা শুক্তাবিদং রজতমিত্যনুভূয়মানস্য নেদং রজত মিতি বাধ্যত্বং দৃষ্টং, তস্য মিথ্যাত্বমন্তরেণ সত্যত্বেঽনুপপন্নং সন্মিথ্যাত্বং কল্পয়তি।

ন চেদং রজত মিতিজ্ঞানদ্বয়ম্। পুরোবর্ত্তিনি প্রবৃত্ত্যভাব প্রসঙ্গাৎ। রজতস্যাঽসত্ত্বে তজজ্ঞানস্য প্রত্যক্ষাঽভাবপ্রসঙ্গাৎ। সত্ত্বে বাধাঽভাব প্রসঙ্গাৎ। দেশান্তর সত্ত্বে রজতেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাঽভাবেন প্রত্যক্ষাঽভাব প্রসঙ্গাৎ। রজতং সাক্ষাৎ করোমীত্যনু ভবস্য সর্বাঽনুভবসিদ্ধত্বাৎ। তস্মাদ্‌ভ্রমকালে শুক্তিকাশকলে রজত মুৎপদ্যতইত্যঙ্গীকর্ত্তব্যম্। রজতোৎ পাদকলৌকিক সামগ্র্যভাবেঽপি পুরোবর্তীন্দ্রিয়সন্নিকর্ষানন্তর-মিদমাকার বৃত্তৌ সত্যামিদমবচ্ছিন্নচৈতন্যনিষ্ঠা শুক্তিত্ব প্রকারিকাঽবিদ্যা সাদৃস্যদর্শন-সমুদ্‌বুদ্ধসংস্কারসহকৃতা রজতাকারেন তজ্‌জ্ঞানাকারেন চ পরিণমতে। তস্য চ মায়াকার্যত্বাৎ মিথ্যাত্বম্। এবং দৃষ্টাঽর্থাপত্তি-র্নিরূপিতা।

শ্রুতাঽর্থাপত্তির্যথা "তরতি শোক মাত্মাবি"দিতি শোকোপলক্ষি-তপ্রমাতৃত্বাদিবন্ধস্য জ্ঞাননির্বর্ত্যত্বং শ্রুতং, তস্য মিথ্যাত্বমন্তরেণ-সত্যত্বেঽনুপপন্নং সন্মিথ্যাত্ব কল্পয়তি। সেয়ং শ্রুতার্থাপত্তিঃ।

অন্তঃকরণবিশিষ্টং চৈতন্যং প্রমাতা কর্ত্তা ভোক্তা চ। কেবলস্যাত্মনোঽসঙ্গত্বেন প্রমাতৃত্বাদ্যনুপপত্তেঃ শুক্তিরজতবদাত্মা জ্ঞানাদন্তঃ করণাদিকং স্বরূপেণ প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্তম্।

অধ্যাসো নাম পরত্র পরাঽবভাসঃ।

স চ দ্বিবিধঃ, জ্ঞানাঽধ্যাসোঽর্থাঽধ্যাসশ্চেতি, তত্রাঽতস্মিংস্তদ্-বুদ্ধির্জ্ঞানাঽধ্যাসঃ। যথা শুক্তৌ রজতবুদ্ধিঃ, যথা বাঽঽত্মন্যনাত্মবুদ্ধিঃ।

প্রমাণজন্যজ্ঞানবিষয়ঃ পূর্বদৃষ্টসজাতীয়োঽর্থাঽধ্যাসঃ সোপি দ্বিবিধঃ। প্রাতীতিকো ব্যাবহারিকশ্চেতি। তত্রাঽঽগন্তুকদোষজন্যঃ প্রাতীতিকঃ। যথা শুক্তিরজতাদিঃ। প্রাতীতিকভিন্নো ব্যাবহারিকঃ। যথাঽঽকাশাদি ঘটান্তং জগৎ। তথা চ প্রমাতৃত্বাদিবন্ধস্যাঽধ্যস্ততয়া মিথ্যাত্বমুপপদ্যতে।

এতদভিপ্রায়েনোক্তম্ ভগবতা ভাষ্যকারেণ "স্মৃতিরূপঃ পরত্র

পূর্বদৃষ্টাঽবভাসঃ সজাতীয়াঽবভাস” ইতি। অস্যার্থঃ—স্মৃতিরূপঃ সংস্কার জন্যত্বেন স্মৃতিসদৃশঃ পূর্বদৃষ্টাঽবভাসঃ পূর্বদৃষ্টসজাতীয় ইতি। এবং শ্রুতাঽর্থাপত্তির্নিরূপিতা।

অভাবপ্রমা যোগ্যাঽনুপলব্ধিকরণিকা। যথা ঘটাঽনুপলব্ধ্যা ঘটাঽভাবপ্রমা ভূতলে জায়তে, তত্রাঽনুপলব্ধিরেব করণং, নেন্দ্রিয়ং তস্যাঽধিকরণগ্রহেণোপক্ষীণত্বাৎ, অভাবেন সমং সংনিকর্ষাঽভাবাচ্চ।

অসাধারণং কারণং করণম্।

নিয়ত পূর্ববৃত্তিকারণম্। তদ্ দ্বিবিধম্, উপাদানকারণং নিমিত্ত কারণং চেতি। কার্যাঽন্বিতং কারণমুপাদানং, যথা ঘটাদের্মৃদাদিঃ। কার্যাঽনুকূলব্যাপারবন্নিমিত্তম্। যথা ঘটাদেঃ কুলালাদি। ব্রহ্ম তু মায়োপহিতং সৎ প্রপঞ্চস্যোপাধি প্রাধান্যেনোপাদানং, স্বপ্রাধান্যেন নিমিত্তম্। “তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ে” ত্যাদিশ্রুতেঃ। “প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধা” দিতি সূত্রাচ্চ।

তচ্চ কারণং দ্বিবিধম্। সাধারণমসাধারণং চেতি। কার্যমাত্রোৎ-পাদকং সাধারণং কারণং, যথাঽদৃষ্টাদি। কার্যবিশেষোৎপাদকমসাধারণ-কারণম্। যথা চাক্ষুষাদি প্রমায়াং চক্ষুরাদি। তথা চ ঘটাদ্যভাব-প্রমায়াং ঘটাদ্যনুপলব্ধিরসাধারণং কারণম্, তদেব করণম্।

যদ্যত্র ঘটঃ স্যাদিতি তর্কিতেন প্রতিযোগিসত্ত্বেন তর্হ্যুপলভ্যেতেতি প্রসঞ্জিত উপলব্ধিরূপঃ প্রতিযোগী যস্যাঃ সা যোগ্যাঽনুপলব্ধিঃ। তয়া অভাবো গৃহ্যতে।

নঞর্থোল্লিখিতধীবিষয়োঽভাবঃ। সোঽত্যন্তাঽভাব এক এব ভেদে প্রমাণাঽভাবাৎ। তথাহি “সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ” “সত্ত্বাচ্চাবরস্যে” তি শ্রুতিসূত্রাভ্যাং প্রাগুৎপত্তেঃ কার্যস্য কারণাত্মনা

সত্ত্বপ্রতিপাদনেন প্রাগভাবস্য দুর্নিরূপত্বাৎ। প্রাগাত্মজ্ঞানাৎকার্যস্য নিরন্বয়নাশাঽনঙ্গীকারেণ ধ্বংসস্যাপি দুর্নিরূপত্বাৎ। অনাদিনিত্যত্রৈকালিকাঽত্যন্তাভাবাঽন্যোন্যাভাবসত্ত্বেঽদ্বৈতশ্রুতি-বিরোধাপত্তেঃ। অতোঽত্যন্তাভাব এক এব।

স চ দ্বিবিধঃ, পারমার্থিকো ব্যাবহারিকশ্চেতি। "নেহ নানাস্তি কিং চনে" ত্যাদিশ্রুতিপ্রতিপাদিতঃ প্রপঞ্চাঽত্যন্তাভাবঃ পারমার্থিকঃ। স চাঽধিষ্ঠানস্বরূপঃ। অধিষ্ঠানাঽতিরিক্ত ইতি কে চিৎ।

ঘটাঽত্যন্তাভাবো ব্যাবহারিকঃ। অয়মেবাঽভেদপ্রতিযোগিকো-ভূতলে ঘটো নেত্যাদিপ্রতীতিবিষয়ো ভেদইত্যুচ্যতে। ঘটোনাস্তীত্যাদি-বিষয়োঽত্যন্তাঽভাব ইত্যুচ্যতে বাদিভিঃ। সর্বোঽপ্যনিত্য এব। সর্বস্য ব্রহ্মজ্ঞাননিবর্ত্ত্যত্বাৎ।

অন্যে তু লৌকিকতন্ত্রান্তরবুদ্ধিমনুসরন্তোঽভাবমেদং স্বীচক্রুঃ। তথা হি—প্রাগভাব প্রধ্বংসাঽভাবাঽত্যন্তাঽভাবাঽন্যোন্যাঽভাবভেদাচ্চ-তুর্বিধোঽভাবঃ।

উৎপত্তেঃ প্রাক্কারণে কার্যাঽভাবঃ প্রাগভাবঃ। যথা মৃদাদৌ ঘটাদ্যভাবঃ।

প্রতিযোগিসমানাঽধিকরণাঽভাবোঽত্যন্তাভাবঃ। যথা ভূতলাদৌ ঘটাদ্যভাব।

প্রতিযোগিসমানাধিকরণাঽভাবোঽন্যোন্যাভাবঃ। যথা ভূতলাদৌ ঘটভেদঃ। সর্বেঽপ্যভাবা অনিত্যাশ্চেতি। এবমভাবপ্রমা নিরূপিতা।

এবং ষড়্‌বিধ-প্রময়া সাঽঽবরণমজ্ঞানং নিবর্ত্যতে। তত্র পরোক্ষ-প্রময়াঽসত্ত্বাপাদকমৌঢ্যাঽজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। অপরোক্ষপ্রময়াঽসত্ত্বাভানাঽঽ-পাদকাঽজ্ঞাননিবৃত্তিঃ।

ইতি তত্ত্বাঽনুসংধানে দ্বিতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥

তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ

ভ্রমাঽভিন্নং জ্ঞানমপ্রমা। সা চ দ্বিবিধা, স্মৃতিরনুভূতিশ্চেতি। সংস্কারমাত্রজন্যং জ্ঞানং স্মৃতিঃ। সাঽপি দ্বিবিধা, যথার্থাঽযথার্থ-ভেদাৎ। যথার্থা স্মৃতিরপি দ্বিবিধা, অনাত্মস্মৃতি, রাত্মস্মৃতিশ্চেতি।

তত্র ব্যবহারিকপ্রপঞ্চো মিথ্যা দৃশ্যত্বাজ্জড়ত্বাৎপরিচ্ছিন্নত্বাৎ শুক্তিরূপ্যবদিত্যনুমানসিদ্ধমিথ্যাত্বাঽনুসংধানং যথার্থাঽনাত্মস্মরণম্।

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থাঽনুসংধানং যথার্থাঽঽত্মস্মরণম্। অযথার্থ স্মৃতিরপি দ্বিবিধা, পূর্ববৎ। প্রপঞ্চস্য সত্যত্বাঽনুসংধানমযথার্থাঽনা-ত্মস্মরণম্। মিথ্যাবস্তুত্বাত্তস্য অহংকারাদিবাত্মত্বাঽনুসংধানমাত্মনি কর্তৃত্বানুসংধানং বাঽযথার্থাত্মস্মরণম্। স্বপ্নস্ত্বনুভব এব, ন স্মৃতিরিতি বক্ষ্যতে।

স্মৃতিভিন্নং জ্ঞানমনুভূতিঃ। সা চ দ্বিবিধা, যথার্থাঽযথার্থা চেতি। যথার্থাঽনুভূতিঃ প্রমা। সা নিরূপিতা।

বাধিতবিষয়ানুভূতিরযথার্থা। সাপি দ্বিবিধা, সংশয়ো-নিশ্চয়শ্চেতি। একস্মিন্ ধর্মিনি ভাসমানবিরুদ্ধ নানাকোটিক জ্ঞানং সংশয়ঃ।

একস্মিন্ ধর্মিণি স্বাঽঽকারবিরুদ্ধধর্মদ্বয় বৈশিষ্ট্যাঽবগাহিজ্ঞানাঽ-বিরুদ্ধজ্ঞানং সংশয় ইতি কে চিৎ।

স চ দ্বিবিধঃ। প্রমাণসংশয়ঃ প্রমেয়সংশয়শ্চেতি। তত্র প্রমাণ-গতাঽসংভাবনা প্রমাণসংশয়ঃ। যথাঽনভ্যাসদশায়াং জলোৎপন্নং জলজ্ঞানং প্রমাণং ন বেতি সংশয়ঃ। স চ প্রামাণ্যনিশ্চয়ান্নিবর্ত্ততে। প্রামাণ্যনিশ্চয়স্তু স্বত এব।

প্রামাণ্যং নাম তদ্বতি তৎপ্রকারকত্বম্। স্বতস্ত্বং নাম যাবৎ-স্বাঽঽশ্রয়গ্রাহকগ্রাহ্যত্বম্ স্বাশ্রয়ো বৃত্তিজ্ঞানং, তদ্‌গ্রাহকং সাক্ষিচৈতন্যং, তেন তন্নিষ্ঠপ্রামাণ্যং গৃহ্যতে ইতি স্বতঃ প্রামাণ্যম্।

অপ্রামাণ্যং পরতো গৃহ্যতে। তচ্চ তদভাববতি তৎ প্রকারকত্বম্। তদভাববত্ত্বস্য বৃত্তিজ্ঞানাঽনুপনীতত্বেন সাক্ষিণা গ্রহীতুমশক্যতয়া পরত এবাঽপ্রামাণ্যং গৃহ্যতে।

প্রামাণ্যস্বতস্ত্বপক্ষে সংশয়ো দোষবশাদুপপদ্যতে, ইত্যয়ং প্রমাণ-সংশয়ঃ। বেদান্তা অদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণি প্রমাণং ন বেতি সংশয়ঃ করণ-গতাঽসংভাবনা। সা চ শ্রবণেন নিবর্ত্ততে। তচ্চ নিরূপিতম্। তদপি শ্রবণং শারীরকপ্রথমাঽধ্যায়পঠনেন নিষ্পদ্যতে।

প্রমেয়গতাঽসংভাবনা দ্বিবিধা, অনাত্মগতা আত্মগতা চেতি। স্থাণুর্বা পুরুষো বেত্যনাত্ম সংশয়ঃ।

আত্মসংসয়োঽনেকবিধঃ। তথা হি-ব্রহ্মাঽ দ্বিতীয়ং সদ্বিতীয়ং বা, অদ্বিতীয়ত্বেপি আনন্দগুণকং বা আনন্দস্বরূপং বে, ত্যাদি পরমাত্ম-গতঃ সংশয়ঃ।

আত্মা দেহাদ্যতিরিক্তো বা ন বা, দেহাদ্যতিরিক্তত্বেঽপি কর্ত্তা বা অকর্ত্তা বা, অকর্ত্তৃত্বেপি চিদ্রুপো বা ঽচিদ্রুপো বা, চিদ্রুপত্বেপি আনন্দাত্মকো বা ন বে, ত্যাদি জীবগতঃ সংশয়ঃ। জীবস্য সচ্চিদানন্দ-রূপত্বেঽপি পরমাত্মনা সহৈক্যং সংভবতি ন বা, ঐক্যেপি তজ্‌জ্ঞানং মোক্ষসাধনং ন বা, মোক্ষসাধনত্বেপি তজ্‌জ্ঞানং কর্মসমুচ্চিতং মোক্ষসাধনং বা, কেবলং জ্ঞানং বে, ত্যৈক্যগতসংশয়ঃ। অয়ং সর্বোপি সংশয়ো মননেন তর্কাত্মকেন নিবর্ত্ততে।

তর্কোনামাঽনিষ্টপ্রসঙ্গঃ। ব্যাপ্যাঽঽরোপেণব্যাপকাঽঽপাদানমিতি

যাবৎ। ব্যাপ্ত্যাশ্রয়ো ব্যাপ্যম্। ব্যাপ্তি নিরূপকং ব্যাপকম্। তথা চ যদি প্রপঞ্চঃ সত্যঃ স্যাত্তর্হি অদ্বিতীয়শ্রুতিবিরোধঃ স্যাৎ। যদি পরমাত্মা জীবভিন্নঃ স্যাত্তর্হি ঘটাদিবদনাত্মত্বেনাঽনিত্যএব স্যাৎ। যদ্যাত্মাঽঽনন্দো ন স্যাত্তার্হিকোপি ন ব্যাপ্রিয়েতেত্যাদিব্যাপ্যারোপেণ ব্যাপকপ্রসঞ্জনরূপাস্তর্কাঃ শ্রুত্যুক্তা দ্রষ্টব্যাঃ। এতচ্চ নিরূপিতম্। এতন্মননং শারীরক দ্বিতীয়াঽধ্যায়পঠনেন নিষ্পদ্যতে।

সংশয়বিরোধি জ্ঞানং নিশ্চয়ঃ। স চ দ্বিবিধঃ, যথার্থোঽযথার্থশ্চেতি। অবিসংবাদী যথার্থ নিশ্চয়ঃ। স চোক্ত এব।

বিসংবাদ্য যথার্থ নিশ্চয়ঃ, স চ দ্বিবিধঃ। তর্কো বিপর্যয়শ্চেতি। তর্কস্তূক্ত এব। বিপর্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্। অতস্মিং স্তদ্‌বুদ্ধিরিতি যাবৎ। স চ দ্বিবিধঃ, নিরূপাধিকঃ সোপাধিকশ্চেতি। তত্রাদ্যো দ্বিবিধঃ। বাহ্য আভ্যন্তরশ্চেতি। শুক্ত্যাদাবিদংরজতমিত্যাদি বাহ্যঃ। অহমজ্ঞো ব্রহ্ম ন জানামীত্যাদ্যাভ্যন্তরঃ।

সোপাধিকো দ্বিবিধঃ, বাহ্য আভ্যন্তরশ্চেতি। লোহিতঃ স্ফটিক ইত্যাদি বাহ্যঃ। আকাশাদিপ্রপঞ্চ ভ্রমোপি বাহ্যঃ। সোপাধিকঃ কর্মাঽবিদ্যাকার্যত্বাত্তত্ত্বজ্ঞানিনো নিবৃত্তেঽপ্যজ্ঞানে প্রারব্ধক্ষয় পর্যন্তং প্রপঞ্চোপলব্ধিদর্শনাৎ কর্ত্তৃত্বাদি ভ্রম আন্তর।

স্বপ্নোঽপ্যাভ্যন্তরঃ সোপাধিকভ্রম এব, ন তু স্মৃতিঃ। তথা হি— জাগ্রদ্ভোগপ্রদকর্মোপরমে সতি স্বপ্ন ভোগ প্রদকর্মোদ্রেকে সকলবিষয়েন্দ্রিয়াদিবাসনাবাসিতং নিদ্রাদোষ পপ্লুতমন্তঃকরণং রথাদিবিষয়াঽঽকারেণ গ্রাহকেন্দ্রিয়াদ্যাকারেণ রথাদিবিষয়াকারবৃত্ত্যাকারেণ চ পরিণমতে। অন্তঃকরণোপহিত সাক্ষী স্বয়মন্যাঽনবভাস্যস্তৎসর্বমবভাসয়তি। অতঃ স্বপ্নে সাক্ষিণঃ স্বপ্রকাশত্বং সুবিজ্ঞেয়ম্।

জাগ্রদবস্থায়াং সূর্যাদিতেজোভিঃ সংকীর্ণত্বাৎ সাক্ষিণঃ স্বপ্রকাশত্বং দুর্বিজ্ঞেয়ম্। স্বপ্নে তু সূর্যাদীনাং জাগ্রৎপদার্থানামুপরতত্বাৎস্বয়ংপ্রকাশত্বং বিবেক্তুং শক্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ "স যত্র প্রস্বপিত্যস্য লোকস্য সর্বতো মাত্রামুপাদায় স্বয়ং বিহৃত্য স্বয়ং নির্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতির্ভবতি ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে" ইত্যাদিঃ। স্বয়ংজ্যোতিঃ স্বয়ংপ্রকাশশ্চৈতন্যাঽবিষয় ইতি যাবৎ। এবং স্বপ্নোঽনুভবরূপ এব ন স্মৃতিঃ। অন্যথা রথং পশ্যামীত্যনুভববিরোধ প্রসঙ্গাৎ। স্বপ্নপদার্থানামন্তঃকরণমায়াদ্বারাশুদ্ধচৈতন্যাধ্যস্তত্বেন ইদানীং তৎসাক্ষাৎকারাঽভাবেন বাধাঽভাবেপি সোপাধিকতয়োপাধি নিবৃত্ত্যা। তন্নিবৃত্তিরিতি ন জাগ্রদবস্থায়ামনুবৃত্তিঃ। কার্যনিদ্রোপপ্লুতমন্তঃ-করণমুপাধিঃ।

কে চিত্তু স্বপ্নাঽধ্যাসং নিরূপাধিকং বদন্তি। তত্র বিরোধিজাগ্রৎ-প্রত্যয়েন তন্নিবৃত্তিঃ।

পুনশ্চ বিপর্যয়ঃ প্রকারান্তরেণ দ্বিবিধঃ। অন্তঃকরণবৃত্তিরূপোঽবিদ্যা বৃত্তিরূপশ্চেতি। স্বপ্নাদিরন্তঃকরণবৃত্তিরূপঃ। রজতাদিভ্রমোঽবিদ্যাবৃত্তি-রূপঃ। সংশয়স্ত্ববিদ্যাবৃত্তিরেব। তত্রৈবং সতি নিরূপাধিকবিপর্যয়ো নিদিধ্যাসনেন নিবর্ত্ততে, সোপাধিকস্তূপাধিনিবৃত্ত্যা। নিদিধ্যাসনং নিরূপিতমেব। তদপি শারীরিক তৃতীয়াঽধ্যায়পঠনেন নিষ্পদ্যতে।

এবং চ শ্রবণমননিদিধ্যাসনৈরসংভাবনাবিপরীতভাবনানিবৃত্তা-বসত্যন্যস্মিনপ্রতিবন্ধে তত্ত্বমস্যাদিবাক্যাদহং ব্রহ্মাস্মীতি অপরোক্ষ প্রমা জায়তে। তদুক্তম্ "ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদ্দর্শনাৎ" ইতি।

প্রতিবন্ধস্ত্রিবিধঃ। ভূতভাবিবর্ত্তমানভেদাৎ। ভূত প্রতিবন্ধঃ

পূর্বাঽনুভূতবিষয়স্যাঽঽবেশেন পুনঃ পুনঃ স্মরণম্। তত্নুপাধিকব্রহ্মাঽনুসংধানেনতন্নিবৃত্তিঃ। যথা ভিক্ষোঃ পূর্বাঽনুভূতমহিষ্যাদিস্মরণেন তত্ত্বজ্ঞানানুৎপত্তৌ গুরূপদিষ্টতত্নুপাধিকব্রহ্মাঽনুসংধানেন তন্নিবৃত্তিরিতি বদন্তি।

ভাবি প্রতিবন্ধো দ্বিবিধঃ: প্রারব্ধ শেষো ব্রহ্মলোকেচ্ছা চেতি।

তত্র প্রারব্ধকর্ম দ্বিবিধম্। ফলাঽভিসংধিকৃতং কেবলং চেতি। তত্র ফলাঽভিসংধিকৃতং ফলং দত্ত্বৈব নশ্যতি। তস্মিন্ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যতে। তস্য প্রবলত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ "স যথাকামো ভবতি তথাক্রতুর্ভবতি যক্রতুর্ভবতিতৎকর্ম কুরুতে যৎকর্ম কুরুতে তদভিসংপদ্যতে" ইতি। তাদৃশ প্রারব্ধ শেষো ভাবিপ্রতিবন্ধঃ কেবলংপ্রারব্ধ তত্ত্বজ্ঞানহেতুঃ পাপনিবৃত্তিদ্বারা। তথা চ শ্রুতিস্মৃতী "ধর্মেণ পাপমপনুদতি" "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাংক্ষয়াৎ পাপস্য কর্মণ" ইতি। "কষায়ে কর্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে" ইতি চ। এবং চ ভাবিপ্রতিবন্ধস্য প্রারব্ধশেষস্য ভোগেনাঽনিবৃত্তৌ সত্যপি শ্রবণাদৌ ন জ্ঞানোদয়ঃ। যথাহুঃ "একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতস্য ত্রিজন্মভি" রিতি।

ব্রহ্মলোকেচ্ছায়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকরোৎপত্তিপ্রতিবন্ধকত্বং বিদ্যারণ্য স্বামিনো বদন্তি স্ম—

ব্রহ্মলোকাঽভিবাঞ্ছায়াং সম্যক্ সত্যাং নিরুধ্যতাম্।
বিচারয়েদ্যস্বাত্মানং নতু সাক্ষাৎকরোত্যয়ম্॥ ইতি।

স পুনর্বেদান্তশ্রবণাদিমহিম্না ব্রহ্মলোকং গত্বা নির্গুণং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকরোতি। তথা চ শ্রুতিঃ "বেদান্ত বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সংন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধ সত্ত্বাঃ, তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্বে" ইতি। স পুনস্তত্রৈব মুচ্যতে।

বর্ত্তমানপ্রতিবন্ধং তন্নিবৃত্ত্যুপায়ং চ বিদ্যারণ্যস্বামিনো বর্ণপাংচক্রুঃ

প্রতিবন্ধো বর্ত্তমানো বিষয়াঽঽসক্তিলক্ষণঃ।
প্রজ্ঞামান্দ্যং কুতর্কশ্চ বিপর্যয়দুরাগ্রহঃ॥
শমাদ্যৈঃ শ্রবণাদৈর্বা তত্র তত্রোচিতৈঃ ক্ষয়ম্।
নীতেঽস্মিনপ্রতিবন্ধে তু স্বস্য ব্রহ্মত্বমুশ্নুতে॥ ইতি।

ততশ্চ শ্রবণাদিভিঃ সকলপ্রতিবন্ধ নিবৃত্ত্যা বাক্যাদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারোৎপত্তৌ শমদমোপরতিতিতিক্ষাশ্রদ্ধাসমাধানানি অন্তরঙ্গ সাধনানি।

অন্তরিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ শমঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো দমঃ। উপরতিঃ সংন্যাসঃ। তিতিক্ষা দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। শ্রদ্ধা গুরুবেদান্ত বিশ্বাসঃ। সমাধানং শ্রবণাদিষু চিত্তৈকাগ্র্যম্। "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যে" দিত্যাদি। সূত্রকারোপ্যাহ "শমদমাদ্যুপেতঃস্যাত্তথাপি তু তদ্বিধে স্তদঙ্গতয়া তেষামবশ্যাঽনুষ্ঠেয়ত্বা" দিতি।

যজ্ঞাদয়ো বহিরঙ্গ সাধনানি। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেনে" ত্যাদি শ্রুতেঃ। "সর্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতেরশ্বব" দিত্যপ্যুক্তম্।

তদেবং মননাদিসংস্কৃতচিত্তদর্পণসহকৃতবিচারিতমহাবাক্যোৎ। পন্নেনাহহং ব্রহ্মাস্মীত্যপ্রতিবদ্ধব্রহ্মসাক্ষাৎকারেণাঽজ্ঞাণেনিবৃত্তে সংচিতকর্মনাং নষ্টত্বাদাগামিকর্মণামশ্লেষাৎপ্রারব্ধাপাদিত বিষয়মনুভবন্ মুমুক্ষুরখণ্ডৈকরসসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাত্মনাঽবতিষ্ঠতে। এতাদৃশং ফলং চতুর্থাঽধ্যায়পঠনেন সংভবতীতি সাংপ্রদায়িকানাং রীতিঃ।

অন্যে তু গুরুমুখাৎ সংপূর্ণশাস্ত্রপঠনং শ্রবণং, তস্য পঠিতস্য যুক্তি-

ভিরন্থু সংধানং মননম্ , তস্যৈব পুনঃ পুনরাবৃত্তি র্নিদিধ্যাসনম্, অনন্তরং সাক্ষাৎকার ইত্যাহুঃ।

বস্তুতস্তু শুদ্ধসত্ত্বানাং মুখ্যাঽধিকারিনাং ব্যুৎপন্নানামব্যুৎপন্নানাং চ শ্লোকেন শ্লোকাঽর্দ্ধেন বা ব্রহ্মসাক্ষাৎকারো ভবত্যেব।

শব্দস্যাঽচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ। শাস্ত্রস্য শারীরকাদের্মুখ্যাধিকারি বিষয়োপপত্তেঃ। তদুক্তং মহাভারতে—

আত্মানং বিন্দতে বস্তু সর্বভূতগুহাশ্রয়ম্।
শ্লোকেন যদি বাঽর্দ্ধেন ক্ষীণং তস্য প্রয়োজনম্॥ ইতি,

সাংপ্রদায়িকৈরপ্যুক্তম্। "বাক্যশ্রবণমাত্রেণ পিশাচবদবাপ্নুয়া" দিতি।

এতাবানত্র বিশেষঃ। অব্যুৎপন্নানাং পরতন্ত্র প্রজ্ঞত্বাদসংভাবনাদিসংভবাদ্ ধ্যাননিষ্ঠাঽপেক্ষিতা। তদুক্তং ভগবতা—

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাঽন্যেভ্য উপাসতে।
তেপি চাঽতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতপরায়ণাঃ॥ ইতি.

বিদ্যারণ্যৈরপ্যুক্তম্—

অত্যন্ত বুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যা বাঽপ্যসংভবাৎ।
যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোঽ নিশম্॥ ইতি।
"মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্বংজ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে" ইতি চ।

পাতঞ্জলিনাপ্যুক্তম্। "ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াঽভাবশ্চে" তি।

প্রমাণ কুশলানাং সংশয়াদিগ্রস্তানাং পণ্ডিতানামপি ধ্যাননিষ্ঠাঽপেক্ষিতা। তদুক্তম্ "অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানাভ্যা" মিতি। অন্যত্রাঽপ্যুক্তম্—

বহুব্যাকুল চিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধীর্ন চেৎ।
যোগো মুখ্যস্তত স্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্যতি॥ ইতি

সংশয়াদি রহিতানাং ধ্যাননিষ্ঠা চেৎস্যাদ্দৃষ্টং সুখম্। তদুক্তং ভগবতা—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাঽভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥
মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ ইতি,

ন তু জ্ঞানিনো ধ্যানবিধিঃ। দেহাঽভিমানশূন্যতয়া কর্ত্তৃত্বাঽভাবেন তস্য বিধি কিঙ্করত্বাঽ যোগাৎ। তদুক্তম্ "অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধা জ্জ্যোতিরাদিব" দিতি। ভাষ্যকারৈরপ্যুক্তম্ "অহং ব্রহ্মাস্মীত্যেতদবসানা এব সর্বে বিধয়ঃ সর্বাণি চ শাস্ত্রাণি বিধিপ্রতিষেধমোক্ষপরাণীতি দেহেন্দ্রিয়াদিম্বহংমমাভিমানহীনস্য প্রমাত্বাঽনুপপত্তৌ প্রমাণপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তি" রিতি।

গৌণমিথ্যাত্মনোঽসত্ত্বে পুত্রদেহাদি বাধনাৎ।
তৎসদব্রহ্মাঽহমস্মীতি বোধে কার্যং কথং ভবেৎ॥ ইত্যুক্তম্।

জ্ঞানিনো ধ্যানাঽভাবে ব্যবহারপ্রাচুর্য্যাদ্ দৃষ্টদুঃখমাত্রং ন মোক্ষপ্রতিবন্ধঃ। তদুক্তং "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশা" দিতি। তস্মিন্ ব্রহ্মাত্মনি নিষ্ঠা অনন্যব্যাপারতয়া পরিসমাপ্তিঃ পর্য্যবসানং যস্য স তথা তস্য, জ্ঞানৈকশসরণস্যেতি যাবৎ। তথা ভগবানপ্যাহ—

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিং চ গুণৈঃ সহ।
সর্বথা বর্ত্তমানোপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে॥
যস্য নাঽহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে॥
শেষোঽপি—

হয়মেধশতসহস্রাণ্যথ কুরতে ব্রহ্মঘাতলক্ষাণি।
পরমার্থবিন্ন পুণ্যৈর্ন চ পাপৈঃ স্পৃশ্যতে বিমলঃ। ইতি
বিদ্যারণ্যৈরপ্যুক্তম্—
পূর্ণে বোধে তদন্যৌ দ্বৌ প্রতিবন্ধৌ যদা তদা।
মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিং তু দৃষ্টং দুঃখং ন নশ্যতি॥ ইতি,
বোধস্য পূর্ণত্বাঽবধির্বিষ্ণুপুরাণে পরাশরেণ দর্শিতঃ—
অহং হরেঃ সর্বমিদং জনার্দনো
নান্যত্ততঃ কারণ-কার্যজাতম্।
ঈদৃঙ্ মনো যস্য ন তস্য ভূয়ো
ভবোদ্ভবা দ্বন্দ্বগতা ভবন্তি॥ ইতি,
ব্রহ্মগীতায়াং ব্রহ্মানাং প্রতি শিবেনাপি—
অহং হি সর্বং ন চ কিং চিদন্য—
ন্নিরূপণায়ামনিরূপণায়াম্।
ইয়ং হি বেদস্য পরাহি নিষ্ঠা
মমাঽনুভূতিশ্চ ন সংশয়শ্চ। ইতি
উপদেশ সহস্রিকায়ামপি—
দেহাত্মজ্ঞানবদ্ জ্ঞানংদেহাত্মজ্ঞানবাধকম্।
আত্মন্যেব ভবেদ্যস্য সোঽনিচ্ছন্নপি মুচ্যতে॥ ইতি'
"অয়মস্মীতি পুরুষ" ইত্যত্রাঽয়মিতি শ্রুতেস্তাৎপর্য—
প্রতিপাদনব্যাজেন বিদ্যারণ্যৈরপি দর্শিতং তৃপ্তিদীপে—
অসংদিগ্ধাঽবিপর্যস্তবোধো দেহাত্মতাক্ষয়ে।
তদ্বদাত্মনি নির্ণেতুময়মিত্যুচ্যতে পুনঃ॥ ইতি।

সর্বথাপি শ্রবণাদিনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, স্ততো ব্রহ্মভাবলক্ষণা

মুক্তির্ভবতীতি সিদ্ধম্। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈবভবতি" "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎসমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসংপদ্য স্বেন রূপেণাঽভিনিষ্পদ্যতে স উত্তমঃ পুরুষঃ"।

আত্মানং চেদ্বি জানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।

কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥

"যৎপুর্ণানন্দৈকবোধস্তদ্ ব্রহ্মাহমস্মীতি কৃতকৃত্যোভবতি" তি। "এতদ্বুদ্ধা বুদ্ধিমানস্যাৎকৃতকৃত্যশ্চ ভারতে" ত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ। শেষো ঽপ্যাহ।

বৃক্ষাগ্রাচ্চ্যুতপাদো যদ্বদ নিচ্ছন্নপি ক্ষিতৌ পততি।

তদ্বদগুণপুরুষজ্ঞোঽনিচ্ছন্নপি কেবলীভবতি॥ ইতি।

ইতি তত্ত্বাঽনুসংধানে তৃতীয়ঃ পরিচ্ছেদঃ॥

গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে নিম্নোক্ত শ্লোকদ্বয়ে আত্মজ্ঞের অবস্থা বর্ণিত।

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।

আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।

ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥

যে মানব আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট, ইহলোকে বা পরলোকে তাঁহার কোন কর্তব্য নাই। ইহলোকে তাঁহার কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। কর্ম না করিলেও তাঁহার কোন প্রত্যবায় হয় না এবং ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সর্বভূতে তাঁহার কোন প্রয়োজন-সম্বন্ধ নাই। আত্মারাম আপ্তকাম মুনির সর্বকাম জীবৎ কালেই প্রবিলীন হয়।

চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ

সা চ মুক্তির্দ্বিবিধা, বিদেহমুর্ক্তির্জ্জীবন্মুক্তিশ্চেতি।

তত্র তত্ত্বজ্ঞানিনো ভোগেন প্রারব্ধকর্মক্ষয়ে বর্ত্তমানশরীরপাতো বিদেহমুক্তিঃ। তদুক্তং"ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সংপদ্যতে" ইতি।

অন্যে তু ভাবিশরীরাঽনারম্ভো বিদেহমুক্তিঃ। সা চ জ্ঞানোৎপত্তি সমকালৈব। জ্ঞানেনাঽজ্ঞানে নিবৃত্তে সংচিতকর্মনাং নাশাদাগামিকর্মণা-মশ্লেষাদ্ভোগেন প্রারব্ধ ক্ষয়াচ্ছরীরান্তরাঽঽরম্ভকস্যাঽসংভবাৎ ভাবিশ-রীরাঽনারম্ভস্য জ্ঞানসমকালত্বং যুজ্যতে। তদুক্তম্—

তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্।
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ॥ ইতি।

এবং বর্ণয়াংচক্রুঃ। শ্রবণাদিভিরূৎপন্ন সাক্ষাৎকারস্য বিদ্বৎ-সংন্যাসিনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যখিলবন্ধ প্রতিভাস নিবৃত্তির্জীবন্মুক্তিঃ। ভোগ-প্রদ প্রারব্ধপ্রাবল্যেপি যোগাঽভ্যাসেন তদভিভবাৎ প্রারব্ধাঽপেক্ষয়া যোগাঽভ্যাসস্য প্রবলত্বাৎ। অন্যথা পুরুষপ্রযত্ন বৈযর্থ্যেন চিকিৎসা শাস্ত্রমারভ্য মোক্ষশাস্ত্রপর্যন্তস্যাঽনারম্ভপ্রসঙ্গাৎ। অত এবপুরুষ-প্রযত্নস্য সাফল্যমাহ বসিষ্ঠঃ—

আ বাল্যাদলমভ্যস্তৈঃ শাস্ত্রসৎসংগমাদিভিঃ।
গুণৈঃ পুরুষযত্নেন সোঽর্থঃ সংপাদ্যতে হিতঃ॥ ইতি।

তত্র শ্রুতি স্মৃতীতিহাসপুরাণবচনানি প্রমাণানি। "বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে" ইতি শ্রুতিঃ।

যো জাগর্ত্তি সুষুপ্তিস্থো যস্য জাগ্রন্ন বিদ্যতে।
যস্য নির্বাসনো বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে॥ ইতি বাসিষ্ঠে।
প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তেদোচ্যতে॥
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সংতুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ় নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥

ইত্যত্র জীবন্মুক্ত ভক্ত উচ্যতে।

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডবে" ত্যারভ্য "গুণাতীতঃ স উচ্যতে" ইত্যন্তেন জীবন্মুক্তো দর্শিতঃ।

নিরাশিষমনারম্ভং নির্ন্নমস্কারমস্তুতিম্।
অক্ষীনং ক্ষীণকর্মাণং তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ॥

ইতি মহাভারতে।

যথা স্বপ্নপ্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ।
এবং জাগ্রৎপ্রপঞ্চোঽয়ং ময়ি মায়াবিজৃম্ভিতঃ॥ ইতি।
"যো বেদ বেদবেদান্তৈঃ সোতিবর্ণাশ্রমী ভবেৎ॥

ইতি পুরাণে।

সেয়ং জীবন্মুক্তিস্তত্ত্বজ্ঞানবাসনাক্ষয়মনোনাশাঽভ্যাসাৎ সিধ্যতি। উৎপন্নস্য তত্ত্বজ্ঞানস্যাঽভ্যাসো নাম পুনঃ পুনঃ কেনাঽপ্যুপায়েন তত্ত্বানুঽসংধানং। তদুক্তম্।

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎ প্রবোধনম্।
এতদেবপরং তত্ত্বং ব্রহ্মাঽভ্যাসং বিদুর্বুধাঃ॥ ইতি।

যদ্যপি তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রাগপিবাসনাক্ষয় মনোনাশাভ্যাসো-ঽপেক্ষিতস্তথাপি বিবিদিষাসংন্যাসিন উপসর্জনভূতঃ সঃ, শ্রবণাদ্যভ্যাস এব প্রধানঃ। বিদ্বৎসংন্যাসিনস্তু তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস উপসর্জনভূতো, বাসনাক্ষয় মনোনাশাঽভ্যাসঃ প্রধান ইত্যবিরোধঃ। কৃতোপাসনস্য মুখ্যাঽধিকারিণস্তদপেক্ষাঽভাবেপি অকৃতোপাস্তেরস্মদাদেস্তদভাবে চিত্ত-বিশ্রান্ত্যভাবাদুৎপন্নমপি তত্ত্বজ্ঞানং বিষয়াঽবাধাৎ প্রমারূপমজ্ঞান-নিবর্ত্তকমপ্যসংভাবনাদিসংভবান্ন সুকরমিতি বাসনাক্ষয়মনোনাশাঽ-ভ্যাসোঽপেক্ষিতঃ।

বাসনাসামান্যলক্ষণং তদ্বিভাগং তৎপ্রয়োজনং লক্ষণং চ বসিষ্ঠ আহ—

দৃঢ় ভাবনয়া ত্যক্তপূর্বাঽপরবিচারণম্।
যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্তিতা॥
বাসনা দ্বিবিধা প্রোক্তা শুদ্ধা চ মলিনা তথা।
মলিনা জন্মহেতুঃ স্যাচ্ছুদ্ধা জন্মবিনাশিনী॥
জন্মমৃত্যুকরী প্রোক্তা মলিনা বাসনা বুধৈঃ।
পুনর্জন্মাঽঙ্কুরং ত্যক্ত্বা স্থিতা সম্ভ্রষ্টবীজবৎ॥
দেহার্থং ধ্রিয়তে জ্ঞাতজ্ঞেয়া শুদ্ধেতি চোচ্যতে॥ ইতি
তত্র মলিনবাসনাজন্মহেতবোঽনেকপ্রকারা দর্শিতাঃ—
লোকবাসনয়া জন্তোর্দেহবাসনয়াঽপি চ।
শাস্ত্রবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈবজায়তে॥ ইতি।
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাঽভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ইতি চ।
যোষিৎপুত্রাদিবিষয়াঽভিলাষাশ্চ মলিনবাসনা দ্রষ্টব্যাঃ।

বিবেকদোষদর্শন সৎসঙ্গসন্নিধিত্যাগ প্রতিকূলবাসনোৎপাদনেন উক্তানাং মলিনবাসনানামন্তঃকরণগতানামনুৎপাদো বাসনাক্ষয়াঽভ্যাসঃ। তথৈব বসিষ্ঠাদিভির্দ্দর্শিতম্—

দৃশ্যাঽসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে।
রতির্ঘনোদিতা যা তু বোধাঽভ্যাসং বিদুঃ পরম্॥ ইতি।
অসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্‌ভবভাবনবর্জনাৎ।
শরীর নাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন প্রবর্ত্ততে॥ ইতি চ।
নৈষ্কর্ম্যেণ ন তস্যাঽর্থো ন তস্যার্থোঽস্তি কর্মভিঃ।
ন সমাধানজপ্যাভ্যাং যস্য নির্বাসনং মনঃ॥
আত্মাঽসঙ্গস্ততোঽন্যৎ স্যাদিন্দ্রজালমিদং জগৎ।
ইত্যচঞ্চলনির্ণীতে কুতো মনসি বাসনা॥ ইতি।
দুঃখং জন্মজরাদুঃখং মৃত্যুদুঃখং পুনঃ পুনঃ।
সংসারমণ্ডলং দুঃখং পচ্যন্তে যত্র জন্তবঃ॥ ইতি ইতিহাসে।
নিঃসঙ্গতা মুক্তিপদং যতীনাং
সঙ্গাদশেষাঃ প্রভবন্তি দোষাঃ
আরূঢ়যোগোপি নিপাত্যতেঽধঃ
সঙ্গেন যোগো কিমুতাঽল্পসিদ্ধিঃ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণে।
তথা ভাগবতেঽপি—
সঙ্গং ত্যজেৎ মিথুনব্রতিনাং মুমুক্ষুঃ
সর্বাত্মনা ন বিসৃজেদ্বহিরিন্দ্রিয়াণাম্।
একশ্চরেদ্রহসি চিত্তমনন্তঙ্গশে
যুঞ্জীত তদ্রতিষু সাধুসু চেৎপ্রসঙ্গঃ॥ ইতি।
স্ত্রীণাং তৎসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।

ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥ ইতি চ।

মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তে—

স্তমোদ্বারং যোষিতাং সঙ্গিসঙ্গম্।

মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তা

বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে ॥ ইতি চ।

তৎসঙ্গে পাতিত্যমাহ—

যোষিদ্ধিরণ্যাঽঽভরণাঽম্বরাদি

দ্রব্যেষু মায়ারচিতেষু মূঢ়ঃ।

প্রলোভিতাত্মাহ্যুপভোগবুদ্ধ্যা

পতঙ্গবন্নশ্যতি নষ্টদৃষ্টি ॥ ইতি।

প্রতিকূলবাসনা মৈত্র্যাদিবাসনাঃ। তাশ্চ দর্শিতাঃ "মৈত্রীক-রুণামুদিতোপেক্ষণাং সুখদুঃখপুণ্যাঽপুণ্য বিষয়ানাং ভাবনাতশ্চিত্ত-প্রসাদন"মিতি। অস্যার্থঃ—সুখিপ্রাণিষ্বেতে মদীয়া ইতি মৈত্রী, দুঃখিপ্রাণিষু যথা মম দুঃখং মা ভূদেবমন্যেষামপি দুঃখং মা ভূদিতি করুণাং পুণ্যাকারিযু পুরুষেষু মুদিতাং, পাপিষুপেক্ষাং ভাবয়তো রাগদ্বেষাঽসূয়ামদমাৎসর্য্যাদি নিবৃত্ত্যো চিত্তপ্রসাদো ভবতীতি।

তথা দৈবসম্পদভ্যাসেনাঽঽসুরসম্পন্নশ্যতি। দৈবীসম্পদ্ভগবতা দর্শিতা "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি" রিত্যারভ্য "ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারতে" ত্যন্তেন। "অমানিত্ব" মিত্যাদিনোক্তাঽমানিত্বাদিধর্মাভ্যাসেন তদ্বিপরীত মানাদয়ো নশ্যন্তি। তথা চ মৈত্র্যাদিবাসনা সঙ্কল্পপূর্বকমভ্য-স্যাঽনন্তরমজিহ্বত্বাদি ধর্মানভ্যসেৎ। অজিহ্বত্বাদয়ো দর্শিতা:—

অজিহ্বঃ ষণ্ডকঃ পঙ্গুরন্ধো বধির এব চ।

মুগ্ধশ্চ মুচ্যতে ভিক্ষুঃ ষড্ভিরেতৈর্ন সংশয়ঃ ॥ ইতি।

ইদমিষ্টমিদং নেতি যোঽশ্নন্নপি ন সজ্জতে।
হিতং সত্যং মিতং বক্তি তমজিহ্বং প্রচক্ষতে ॥
অদ্যজাতাং যথা নারীং তথা ষোড়শবার্ষিকীম্।
শতবর্ষাং চ যো দৃষ্ট্বা নির্বিকারঃ স ষণ্ডকঃ ॥
ভিক্ষার্থং গমনং যস্য বিণ্মূত্রকরণায় চ।
যোজনান্ন পরং যাতি সর্বথা পঙ্গুরেব সঃ ॥
তিষ্ঠতো ব্রজতো বাপি যস্য চক্ষুর্ন দূরগম্।
চতুর্যুগাং ভুবং মুক্ত্বা পরিব্রাট্ সোঽন্ধ উচ্যতে ॥
হিতাঽহিতং মনোরামং বচঃ শোকাঽঽবহং চ যৎ।
শ্রুত্বাঽপি যো ন শৃণুতে বধিরঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ ॥
সাংনিধ্যে বিষয়াণাং চ সমর্থোঽবিকলেন্দ্রিয়ঃ।
সুপ্তবদ্বর্ত্ততে নিত্যং স ভিক্ষুর্মুগ্ধ উচ্যতে ॥ ইতি।
তদনন্তরং চিন্মাত্রবাসনামভ্যসেৎ।

নামরূপাত্মকস্য জগতশ্চৈতন্যে কল্পিতত্বেন স্বতঃসত্তাশূন্যতয়া চৈতন্য-সত্তাস্ফূরণপূর্বকমেব স্ফুরণং ভবতি। তত্র নামরূপে মিথ্যাত্বনিশ্চয়েনোপেক্ষ্য চিন্মাত্রোঽহমিতি ভাবয়েৎ।

সেয়ং চিন্মাত্রবাসনা দ্বিপ্রকারা, কর্তৃকর্মকরণাঽনুসংধানপূর্বিকা কেবলা চেতি। তত্র সর্বং জগচ্চিন্মাত্রমহং মনসা ভাবয়ামীতি ক্রিয়মাণা প্রথমা। সা সংপ্রজ্ঞাত সমাধিকোটাবন্তর্ভবতি। কর্তৃকর্মকরণাঽনুসংধানরহিতা চিন্মাত্রোঽহমিতি ভাবনা কেবলা। সর্বস্য চিন্মাত্রত্বং শুক্রেণ বলিং প্রত্যুপদিষ্টং—

চিদিহাস্তীহ চিন্মাত্রং সর্বং চিন্ময়মেব তৎ।
চিত্ত্বং চিদহমেবেতি লোকশ্চিদিতি সংগ্রহঃ ॥

দ্বিতীয়াঽসংপ্রজ্ঞাতসমাধিকোটাবন্তর্ভবতি। তস্যাং চিন্মাত্রবাসনায়াং দৃঢ়াঽভ্যস্তায়াং পূর্বোক্তা মলিনবাসনা সর্বা ক্ষীয়তে। অয়ং বাসনাক্ষয়াঽভ্যাসঃ জতুসুবর্ণাদিবৎসাবয়বং কামাদিবৃত্তিরূপেণ পরিণমমানমন্তঃকরণং মননাত্মকত্বান্মনঃ। তচ্চ সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মকং তদাশ্রয়ত্বেন সত্ত্বরজস্তমোবিকারানাং সুখদুঃখমোহাদীনামুপলম্ভাৎ রজস্তমোবৃত্তিভিরূপচীয়মনমন্তঃকরণং পীনমাত্মদর্শনাঽযোগ্যং ভবতীত্যতস্তদর্থং বৃত্তিনিরোধনেন সূক্ষ্মতাঽঽপাদনং মনসো নাশ ইত্যুচ্যতে।

তৎ সাধনানি দর্শিতানি—

অধ্যাত্মবিদ্যাঽধিগমং সাধুসঙ্গম এবচ।
বাসনাসংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দ নিরোধনম্।
এতাস্তু যুক্তয়ঃ পুষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥

প্রাণনিরোধোপায়ো দর্শিতঃ—

প্রাণায়ামদৃঢ়াঽভ্যাসাদ্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া।
আসনাঽশনযোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥ ইতি।

প্রাণায়ামপ্রকারো দর্শিতঃ—

ইড়য়া পিব ষোড়শভিঃ পবনং
চন্নুরুত্তরষষ্টিকমৌদরিকম্।
ত্যজ পিঙ্গলয়া শনকৈঃ শনকৈ-
র্দশভির্দশভির্দশদ্ব্যধিকৈঃ॥ ইতি।

ইড়য়া বামনাসিকয়া পিব পূরয়, ত্যজ রেচয়
পিঙ্গলয়া দক্ষিণনাসিকয়েত্যর্থঃ।

প্রাণায়ামস্য মনোনাশোপায়ত্বং শ্রুতাবপ্যুক্তম্—

প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সুযুক্তচেষ্টঃ

ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত।
দুষ্টাশ্বযুক্তমিববাহমেনং
বিদ্বান্মনো ধারেয়েতাপ্রমত্তঃ॥ ইতি।

আসনযোগং তৎসাধনং তৎফলং চ পতঞ্জলিরসূত্রয়ৎ "তত্র স্থির-স্থখমাসনং, প্রযত্নশৈথিল্যাঽনন্তসমাপত্তিভ্যাম্।"

প্রযত্নশৈথিল্যং লৌকিকবৈদিককর্মত্যাগঃ। ফণানাং সহস্রেণ ধরণীং ধৃত্বা যোনন্তো বর্ত্ততে য এবাঽহমস্মীত্যনুসংধানম্ অনন্ত-সমাপত্তিঃ। অনয়াঽঽসনপ্রতিবন্ধকং দুরিতং ক্ষীয়তে। "ততো দ্বন্দ্বাঽনভিঘাতঃ"। আসনাঽভ্যাসস্য ফলং দ্বন্দ্বনিবৃত্তিঃ।

আসনযোগোঽপি দর্শিতঃ—

দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ।
মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ॥ ইতি।

এবং প্রাণায়ামাদিনা প্রাণস্পন্দে নিরুদ্ধেঽখিলাশ্চিত্তবৃত্তয়োনিরু-ধ্যন্তে, প্রাণস্পন্দাঽঽধানত্বাচ্চিত্তবৃত্ত্যুদয়স্য। ততশ্চ স্বভাবত আত্মাঽনাত্মাকারমন্তঃকরণমনাত্মাকারবৃত্তিনিরোধাদাত্মৈকাকারং ভবতি, যথাহুঃ—

আত্মাঽনাত্মাকারং স্বভাবতোঽবস্থিতং সদা চিত্তম্।
আত্মৈকাকারতয়া তিরোহিতাঽনাত্মদৃষ্টি বিদধীত॥ ইতি

অয়মেব যোগঃ। যথাহুঃ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধ" ইতি।
তৎসাধনং চাহুঃ "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধ" ইতি।

ভগবানপি তত্রৈব—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ইতি।
বৈরাগ্যং নিরূপিতম্।

নিরোধো দ্বিবিধঃ। সংপ্রজ্ঞাতোঽসংপ্রজ্ঞাতশ্চেতি। কর্ত্রাত্বনু-সংধানং বিনা চিন্মাত্রলক্ষ্যৈকগোচর প্রত্যয়প্রবাহঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ। যথাহু ঃ—

বিলাপ্য বিকৃতিং কৃৎস্নাং সংভবব্যত্যয়ক্রমাৎ।
পরিশিষ্টং তু চিন্মাত্রং সদানন্দং বিচিন্তয়েৎ॥
ব্রহ্মাঽহকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোঽহংকৃতিং বিনা।
সংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাদ্ ধ্যানাঽভ্যাসপ্রকর্ষজঃ॥ ইতি

অস্য সংপ্রজ্ঞাতসমাধেরঙ্গিনো যমাদীন্যষ্টঙ্গানি। তত্র যমনিয়মাঽঽসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারা বহিরঙ্গানি।

অহিংসাসত্যাঽস্তেয়ব্রহ্মচর্যাঽপরিগ্রহা যমাঃ অষ্টাঙ্গমৈথুনবর্জনং ব্রহ্মচর্যম্। যথাঽঽহুঃ—

স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণংগুহ্যভাষণম্।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিবৃত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্যমনুষ্ঠেয়ং মুমুক্ষুভিঃ॥
সৎসঙ্গসন্নিধিত্যাগদোষদর্শনতো ভবেৎ॥ ইতি।

অত এব স্ত্রীণাং সংভাষনাদিনিশেধোঽপি মুমুক্ষুণাম্ ন সংভাষেৎ-স্ত্রিয়ং কাং চিৎ পূর্বদৃষ্টাং ন চ স্মরেৎ। কথাং চ বর্জয়েত্তাসাং ন পশ্যেল্লিখিতামপি॥ ইত্যাদি স্মৃতৌ।

শৌচসংতোষতপঃ স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ।
আসনং নিরূপিতম্। তচ্চ পদ্ম স্বস্তিকাদি অনেক প্রকারম্।
রেচকপূরককুম্ভকাঃ প্রাণায়ামাঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং প্রত্যাহারঃ। এতেষু বহিরঙ্গেষু জিতেষ্বন্তরঙ্গেষু যত্নঃ কর্তব্যঃ।

ধারণাধ্যানসমাধয়ঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধেরন্তরঙ্গসাধনানি। ধারণা নাম মূলাধার মণিপূরকস্বাধিষ্ঠানাঽনাহতাঽজ্ঞা বিশুদ্ধ চক্রদেশানামন্য-তরস্মিন্ প্রত্যগাত্মনি বা চিত্তস্য স্থাপনম্। তদেকস্মরণমিতি যাবৎ।

ধ্যানং নাম তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা। লক্ষ্যৈকগোচর প্রত্যয়-প্রবাহ ইত্যেতৎ।

প্রত্যয়প্রবাহো দ্বিবিধঃ। বিজাতীয় প্রত্যয়ান্তরিতস্তদনন্তরশ্চেতি। আদ্যো ধ্যানং, দ্বিতীয়ঃ সমাধিঃ।

সোঽপি দ্বিবিধঃ। কর্ত্রাদ্যনুসংধানপূর্বকস্তদ্রহিতশ্চেতি। আদ্যোঽঙ্গসমাধিঃ। দ্বিতীয়োঽঙ্গী।—

সংপ্রজ্ঞাতসমাধ্যুদয়ে লয় বিক্ষেপকষায় রসাস্বাদাশ্চত্বারো বিঘ্নাঃ সন্তি, লয়ো নিদ্রা। পুনঃ পুর্বিনযয়াঽনুসংধানং বিক্ষেপঃ। চিত্তস্য রাগাদিনা স্তব্ধীভাবঃ কষায়ঃ। সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পানন্দাঽঽ-স্বাদো রসাস্বাদঃ যথাহুঃ—

লযে সংবোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ।
সকষায়ং বিজানীয়াদ্ ব্রহ্ম প্রাপ্তং ন চালয়েৎ।
নাঽঽস্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ ॥ ইতি।

অস্যার্থঃ—প্রাণায়ামাদিনা লয়াঽভিমুখং চিত্তমুত্থাপয়েৎ। দোষদর্শন ব্রহ্মাঽনুসংধানাদিনা বিক্ষিপ্তং চিত্তং শময়েৎ। ব্রহ্ম প্রাপ্তং চিত্তং ন চালয়েৎ। সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিকল্পাঽঽনন্দংনাঽঽস্বাদয়েৎ। কিং তূদাসীনো ব্রহ্মপ্রজ্ঞয়া যুক্তো ভবেদিতি।

এবং নির্বিঘ্নেন সংপ্রজ্ঞাতসমাধ্যভ্যাসেনাঽঽত্মপ্রসাদ মাত্রে মনসি ঋতম্ভরা প্রজ্ঞোদেতি।

অতীতাঽনাগতবিপ্রকৃষ্টব্যবহিত সূক্ষ্মবস্তুবিষয়ং যোগিপ্রত্যক্ষম্ ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। তামপি নিরুদ্ধ্য সমাধিমভ্যসতো গুণবৈতৃষ্ণ্য পরবৈরাগ্যমুদেতি। তত্তু নিরূপিতম্। ততোপ্যঽভ্যাসঃ কর্তব্যঃ।

উৎসাহপ্রযত্নোঽভ্যাসঃ। যথাহুঃ "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাস" ইতি। তস্যাপি নিরোধে সর্বধীনিরোধো ভবতি। অয়মেবাঽসংপ্রজ্ঞাতসমাধিঃ। ন কেবলং পরবৈরাগ্যাদেব সমাধি লাভঃ, কিং ত্বীশ্বরপ্রণিধানাদপি। তথা চোক্তম্ "ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা, ক্লেশকর্মবিপাকাঽঽশয়ৈরপরা মৃষ্টঃ পুরুষ বিশেষ ঈশ্বরঃ, তস্য বাচকঃ প্রণবঃ, তজ্জপস্তদর্থভাবন" মিতি, এতদুক্তং ভবতি—ঈশ্বর প্রণিধানাদ্বা সমাধিলাভঃ। ক্লেশাদিভিরসংবদ্ধঃ সর্বজ্ঞঃ সর্বশক্তিরীশ্বরঃ। ঈশ্বরস্যাঽভিধায়কঃ শব্দঃ প্রণবঃ।

প্রণবজপো মাণ্ডুক্যোপনিষৎ পঞ্চীকরণ তদ্ বার্ত্তিকোক্তপ্রকারেণ, প্রণবাঽর্থাঽনুসংধানং চ ঈশ্বর প্রণিধানম্।

অথ বা "তত্বোঽহংসোঽসৌয়োঽসৌঽহ" মিত্যত্র সশব্দেন পরমাত্মোচ্যতে অহংশব্দেন প্রত্যগাত্মোচ্যতে। অনয়োঃ সামানাধিকরণ্যাদ্ ব্রহ্মাত্মৈক্যমুচ্যতে। ততশ্চ সোঽহমিত্যস্য পরমাত্মাঽহমিত্যর্থো যথা তথা প্রণবস্যাপি। তথাহি—

সোঽহমিত্যত্র সকারহকারয়োর্লোপে কৃতে পরিশিষ্টয়োঃ 'ও অম্' ইত্যনয়োঃ সন্ধিং কৃত্বোচ্চারণে ওমিতি শব্দো নিষ্পন্নঃ। তদুক্তম্—

সকারং চ হকারং চ লোপয়িত্বা প্রযোজয়েৎ।
সংধিং চ পূর্বরূপাখ্যং ততোঽসৌ প্রণবো ভবেৎ॥ ইতি।

ততশ্চ ওমিত্যস্য শব্দস্য পরমাত্মাঽহমিত্যর্থঃ। সর্বথাপি প্রণবজপ-প্রণবার্থাঽনুসংধানরূপেণ ঈশ্বর প্রণিধানেন পরমেশ্বরাঽনুগ্রহাৎ সমাধি লাভো ভবত্যেব।

এবং সমাধ্যভ্যাসেনাঽন্তঃকরণস্যাঽতি সূক্ষ্মতাঽঽপাদনং মনোনাশ ইত্যুচ্যতে। অনেন সূক্ষ্মেণ মনসা ত্বংপদলক্ষ্যে সাক্ষাৎকৃতে মহা-বাক্যেন স্বস্য ব্রহ্মত্বসাক্ষাৎকারো ভবতি। ন কেবলং সমাধিনৈব সাক্ষাৎকারঃ, কিং তু বিবেকেনাঽপি ভবতি। অন্তঃকরণ তদ্বৃত্তোনামব-ভাসকো যশ্চিদাত্মা সাক্ষী তস্মিন্ সাক্ষাৎকৃতে বাক্যাদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারঃ সংভবত্যেব। তদাহ—

দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানং চ রাঘব।
যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্ ॥
অসাধ্যঃ কস্য চিদ্যোগঃ কস্যচিদ্ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।
প্রকারৌ দ্বৌ তদা দেবো জগাদ পরমেশ্বর ॥ ইতি।

জ্ঞানং বিবেকঃ। তৃতীয়াঽধ্যায়ে "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহু" রিত্যা-রভ্য "কামরূপং দুরাসদ" মিত্যান্তেন বিবেকম্, ষষ্ঠাঽধ্যায়ে যোগং চ "যৎসাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতৈ স্থানং তদ্যোগৈরপি গম্যতে" ইতি বাসুদেবঃ সর্বজ্ঞো ভগবান্ দ্বৌ প্রকারৌ জগাদেতি শ্লোকার্ধঃ। তদেবং তত্ত্বজ্ঞানবাসনাক্ষয় মনোনাশঽভ্যাসাজ্জীবন্মুক্তিঃ সিধ্যতীতি সিদ্ধম্।

তস্যা জীবন্মুক্তেঃ পঞ্চ প্রয়োজনানি সন্তি। জ্ঞানরক্ষা, তপো, বিসংবাদাঽভাবো, দুঃখনিবৃত্তিঃ, সুখাঽঽবির্ভাবশ্চেতি।

তত্রোৎপন্নব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য পুংসঃ পুনঃ সংশয়বিপর্যয়াঽনুৎপাদো জ্ঞানরক্ষা। তথা হি-জ্ঞানিনাং শুকরাঘবনিদাঘাদীনামিবাঽকৃতোপাস্তে-র্জ্ঞানিনোঽস্মদাদেশ্চিত্তবিশ্রান্ত্যভাবাৎপুনঃ কদাচিৎ সংশয় বিপর্যয়ৌ

ভবেতাম্। অজ্ঞানবৎ তাবপি মোক্ষপ্রতিবন্ধকৌ। তদাহ ভগবান্ "অজ্ঞশ্চাঽশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতী" তি। ততশ্চ জীবন্মুক্ত্য-ভ্যাসেন সংভবতি সংশয় বিপর্যয়নিবৃত্তিঃ। জ্ঞানরক্ষানাম প্রথমং প্রয়োজনম্।

চিত্তৈকাগ্র্যং তপঃ।

মনসশ্চেন্দ্রিয়ানাং চ হ্যৈকাগ্র্যং পরমং তপঃ।
স জ্যায়ঃ সর্বধর্মেভ্যঃ স ধর্মঃ পরউচ্যতে॥ ইতি—স্মরণাং।

জ্ঞানিনো জীবন্মুক্তস্যাঽখিলবৃত্তীনামনুদয়ান্নিরঙ্কুশং চিত্তৈ কাগ্র্যং সংপদ্যতে, তদেব তপঃ। তচ্চ লোকসংগ্রহায় ভবতি। তদুক্তং "লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসী" তি।

সংগ্রাহ্যো লোক স্ত্রিবিধঃ। শিষ্যো, ভক্ত, স্তটস্থশ্চেতি, তত্র সন্মার্গবর্ত্তী শিষ্যো গুরুপদিষ্টমার্গেণ শ্রবণাদিনা ব্রহ্মসাক্ষাৎকুবন্মুচ্যতে। "আচার্যবান্ পুরুষো বেদ" "তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ত বিমোক্ষ্যেঽর্থ সংপৎস্যে" ইতি শ্রুতেঃ।

ভক্তোঽপি জ্ঞানিনঃ পূজাঽন্নপানাদিনাঽভীষ্টং প্রাপ্নোতি। তথা চ শ্রুতিঃ—

যং যং লোকং মনসা সংবিভর্তি
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্।
তং তং লোকং জয়তি তাংশ্চ কামান্
তস্মাদাত্মজ্ঞং স্বর্চয়েদ্ ভূতিকামঃ॥ ইতি।

স্মৃতিরপি—

যদ্যেকো ব্রহ্মবিদ্ ভুঙ্‌ক্তে জগত্তর্পয়তেঽখিলম্।
তস্মাদ্ ব্রহ্মবিদে দেয়ং যদ্যস্তি বস্তু কিং চন॥ ইত্যাদি

তটস্থো দ্বিবিধঃ। সন্মার্গবর্ত্ত্যসন্মার্গবর্ত্তী চেতি। তত্র সন্মার্গবর্ত্ত মুক্তস্য সদাচারে প্রবৃত্তিং দৃষ্ট্বা স্বয়মপি তত্র প্রবর্ত্ততে। তদাহ ভগবান্—

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরোঃ জনঃ।
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥ ইতি।

অসন্মার্গবর্ত্তী তু জীবন্মুক্তস্য দৃষ্টিপাতেন সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে। তথা চ স্মৃতিঃ—

যস্যাঽনুভবপর্য্যন্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বে প্রবর্ত্ততে,
তদ্দৃষ্টিগোচরাঃ সর্বে মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ॥ ইতি।

দ্বেষিণস্তু জ্ঞানিনো দুষ্কৃতং সংভাবিতং গৃহ্নন্তি। তথা চ শ্রুতিঃ "তস্য পুত্রা দায়মুপয়ন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যা" মিতি। এবং জীবন্মুক্তস্য তপো লোকসংগ্রহায় ভবতি। ইতি তপো নাম দ্বিতীয়ং প্রয়োজনম্।

জীবন্মুক্তস্য ব্যুত্থানদশায়ামসংকৃতনিন্দাদি শ্রবণেঽপি পাখণ্ড কৃতনিষ্ঠুরাদি দর্শনাদাবপি চিত্তবৃত্ত্যনুদয়াদ্বিসংবাদো ন ভতি, যথাঽহুঃ—

জ্ঞাত্বা বয়ং তত্ত্বনিষ্ঠাং ননু মোদামহে বয়ম্।
অনুশোচাম এবাঽন্যান্ন ভ্রান্তৈর্ব্বিবদামহে॥ ইতি।

বিসংবাদাঽভাবো নাম তৃতীয়ং প্রয়োজনম্। দুঃখ নিবৃত্তির্দ্বিবিধা। ঐহিকদুঃখনিবৃত্তি, রামুষ্মিকদুঃখনিবৃত্তিশ্চেতি।

তত্র জ্ঞানেন ভ্রান্তের্নিবৃত্ততয়া যোগাঽভ্যাসেনাঽখিলবৃত্তিনিরোধেন চিত্তস্যাঽঽত্মৈকাকারতয়া ঐহিকসমস্তদুঃখনিবৃত্তিঃ প্রারব্ধ ভোগে সত্যপি। তথা চ শ্রুতিঃ "আত্মনং চেদ্বিজানীয়া" দিত্যাদিনা ঐহিক

দুঃখনিবৃত্তিং মুক্তস্য দর্শয়তি। জ্ঞানেনাঽজ্ঞাননিবৃত্ত্যাসংচিতাঽঽগামি-কর্মণাম শ্লেষবিনাশাভ্যামামুষ্মিকদুঃখানামপি নিবৃত্তিঃ। তথা চ শ্রুতিঃ "এতং হ বাব ন তপতি কিমহং সাধু নাঽকরবং কিমহং পাপমকরবম্" ইত্যাদি। দুঃখনিবৃত্তির্নাম চতুর্থং প্রয়োজনম্।

মুক্তস্য জ্ঞানযোগাভ্যাসজ্ঞানতৎকৃতাঽঽবরণবিক্ষেপনিবৃত্ত্যোবাধ-কাঽভাবাৎ পরিপূর্ণব্রহ্মানন্দাঽনুভবসুখাঽবির্ভাবঃ। ইমমেবার্থং শ্রুতির্দর্শয়তি—

সমাধিনির্ধূতমলস্য চেতসো
নিবেশিতস্যাত্মনি যৎসুখং ভবেৎ।
ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা
স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥ ইতি।

সুখাঽঽবির্ভাবো নামপঞ্চমং প্রয়োজনম্। এবং স্বরূপ প্রমাণ-সাধনফলনিরূপণৈঃ দ্বিধা মুক্তিনিরূপিতা।

তস্মাদ্ব্রহ্মবিজ্জীবন্মুক্তো ভোগেন প্রারব্ধকর্মণি ক্ষীণে বর্ত্তমানশরীর-পাতেঽখণ্ডৈকরস ব্রহ্মানন্দাত্মনাঽবতিষ্ঠতে। "ন তস্যপ্রাণা উৎক্রামন্তি অত্রৈব সমবলীয়ন্তে "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাঽপ্যেতি" "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"

বিভেদজনকেঽজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মনো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি॥
তদ্ভাব ভাবমাপন্নস্ততোঽসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদো, ভেদশ্চ তস্যাঽজ্ঞানকৃতো ভবেৎ॥

দিত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিশতেভ্যঃ। ভগবান্ সূত্রকারোঽপ্যাহ "অস্মিন্নস্য

চ তদ্যোগং শাস্তীতি। তস্মাদহং ব্রহ্মাস্মীতি তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যজ্ঞানা-দ্ব্রহ্মভাবলক্ষণো মোক্ষো ভবতীতি সিদ্ধম্।

"ন স পুনরাবর্ত্ততে"

তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূত কল্মষাঃ॥

ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভ্যঃ।

শ্রীমৎস্বয়ং প্রকাশাখ্যগুরুণা করুণাবশাৎ।
উপদিষ্টপরাত্মৈক্যং তত্ত্বমাবেদিতং ময়া॥

ব্রহ্মেশবিষ্ণবাদিসমস্তদেবাঃ
স্বস্বাঽধিকারেষু বিভীতচিত্তাঃ।
আজ্ঞাবশাদ্যস্য বসন্তি সর্বে
তং কৃষ্ণমাদ্যং শরণং প্রপদ্যে॥

যা ভারতী শর্ববিরিঞ্চিবিষ্ণু—
দেবাদিভির্নিত্যমুপাস্যমানা।
সদাঽক্ষমালাবিলসৎকরাগ্রাং
বাগ্‌বাদিনীং তাং প্রণমামি দেবীম্।
আকাশপুষ্পমিব বিশ্বমহং নিরীক্ষে
মগ্নোঽস্মি নিত্যসুখবোধরসাঽমৃতাব্ধৌ।
প্রত্যঞ্চমদ্বয়মনন্তসুখৈকবোধং
সাক্ষাৎ করোমি পদভাবনয়া গুরূণাম্॥
যৎপাদযুগ্মকমলাশ্রয়ণ বিনাঽহং
সংসার সিন্ধুপতিতঃ সুখদুঃখভাক্‌স্যাম্।

যৎপাদযুগ্মকমলাঽঽশ্রয়ণাৎ সুতীর্ণ
স্তদ্দেশিকাঽঙ্ঘ্রিকমলং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥
পরমসুখপয়োধৌ মগ্নচিত্তো মহেশং
হরিবিধিসুরমুখ্যান্ দেশিকং দেহিমাত্রম্ ।
জগদপি ন বিজানে পূর্ণসত্যাত্মসংবিৎ-
সুখতনুরহমাত্মা সর্বসংসারশূন্যঃ ॥
যদুকুল বররত্নং কৃষ্ণমন্যাংশ্চ দেবান্
মনুজপশুমৃগাদীন্ ব্রাহ্মনাদীন্ন জানে ।
পরম সুখসমুদ্রে মজ্জনাত্তন্ময়োঽহং
গলিতনিখিলভেদঃ সত্যবোধৈকরূপঃ ॥

ইতি শ্রীপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ স্বয়ংপ্রকাশানন্দ সরস্বতী পুজ্যপাদশিষ্য ভগবন্মহাদেব সরস্বতী মুনি বিরচিতে তত্ত্বাঽনুসংধান চতুর্থঃ পরিচ্ছেদঃ ।

সমাপ্তশ্চাঽয়ং গ্রন্থঃ ॥
শুভং ভবতু ।

কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠ উপনিষদে (১।২।১৫) যম নচিকেতাকে এই উপদেশ দিতেছেন ।

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি
তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি, ওমিত্যেত ॥

চতুর্বেদ একবাক্যে যে ব্রহ্মপদ সুচারু রূপে প্রতিপাদন করেন সমস্ত তপস্যা দ্বারা যে পদ লাভ হয়, এবং যাহা কামনা করিয়া লোকে অষ্টাঙ্গ ব্রহ্মচর্য্য পালন করে, তাহা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি । ইহা ওম্ শব্দের বাচ্য এবং প্রণব উহার প্রতীক । ইহাই একাক্ষর ব্রহ্মমন্ত্র ।

সামবেদীয় আরুণি উপনিষৎ

মূল

আরুণিকাখ্যোপনিষৎখ্যাত সন্ন্যাসিনোঽমলাঃ।
যৎ প্রবোধাদ্যান্তি মুক্তিং তদ্ ধাম ব্রহ্ম মে গতিঃ ॥

ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রমথ বলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি। সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদম্। মাঽহং ব্রহ্মনিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ নিরাকরণমস্তনিরাকরণং মেঽস্তু, তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎস্থধর্মাস্তে ময়ি সন্তু, তে ময়ি সন্তু।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

প্রথমঃ খণ্ডঃ

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ওঁ

ওঁ আরুণিঃ প্রাজাপত্যঃ প্রজাপতের্লোকং জগাম। তং গত্বোবাচ। কেন ভগবন্ কর্ম্মাণ্যশেষতো বিসৃজামীতি। তং হোবাচ প্রজাপতিস্তব পুত্রান্ ভ্রাতৄন্ বন্ধাদীন্ শিখাং যজ্ঞোপবীতংচ যাগং স্বাধ্যায়ঞ্চ ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বর্লোক মহর্লোক জনলোক তপোলোক সত্যলোকঞ্চ অতল-তলাতল-বিতল-সুতল-রসাতল-মহাতল-পাতালং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ বিসৃজেৎ। দণ্ডমাচ্ছাদনং চৈব কৌপীনঞ্চ পরিগ্রহেৎ। শেষং বিসৃজে-দিতি।১

দ্বিতীয়ঃ খণ্ডঃ

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থো বা উপবীতং ভূমাবপ্সু বা বিসৃজেৎ। লৌকিকাগ্নীনুদরাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। গায়ত্রীঞ্চ স্ববাচাগ্নৌ সমারোপয়েৎ। কুটীচরো ব্রহ্মচারী কুটুম্বং বিসৃজেৎ। পাত্রং বিসৃজেৎ। পবিত্রং বিসৃজেৎ। দণ্ডান্ লোকাংশ্চ বিসৃজেদিতি হোবাচ। অত ঊর্দ্ধমমন্ত্রবদাচরেৎ। ঊর্দ্ধগমনং বিসৃজেৎ। ঔষধবদশনমাচরেৎ। ত্রিসন্ধ্যাদৌ স্নানমাচরেৎ, সন্ধিং সমাধাবাত্মন্যাচরেৎ, সর্ব্বেষু বেদেষ্বারণ্যকমাবর্ত্তয়েৎ উপনিষদমাবর্ত্তয়েদুপনিষদমাবর্ত্তয়েদিতি ।২

তৃতীয়ঃ খণ্ডঃ

খল্বহং ব্রহ্মসূচনাৎ সূত্রং ব্রহ্মসূত্রমহমেব বিদ্বান্, ত্রিবৃৎসূত্রং ত্যজেদবিদ্বান্ য এবং বেদ সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়া সন্ন্যস্তং ময়েতি ত্রিরুক্ত্বাভয়ং সর্বভূতেভ্যো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। অনেন মন্ত্রেণ বৈণবং দণ্ডং কৌপীনং পরিগ্রহেদৌষধ বদশনমাচরেদৌষধবদশনং প্রাশ্নীয়াদ্যথালাভমশ্নীয়াৎ। সখামা গোপায়োজঃ সখায়োঽসীন্দ্রস্য বজ্রোসি বার্ত্রঘ্নঃ শর্ম মে ভব যৎ পাপং তন্নিবারয়েতি। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চাপরিগ্রহঞ্চ সত্যঞ্চ যত্নেন হে রক্ষত হে বক্ষত হে রক্ষত ইতি ।।৩

চতুর্থঃ খণ্ডঃ

অথাতঃ পরমহংসপরিব্রাজকানামাসন শয়নাদিকং ভূমৌ ব্রহ্মচর্য্যং মৃৎপাত্রমলাবুপাত্রং দারুপাত্রং বা যতীনাং। কাম ক্রোধ হর্ষ রোষ লোভ

মোহদম্ভদর্পোচ্ছাসূয়ামমত্বাহঙ্কারাদীনপি পরিত্যজেৎ, বর্ষাসু ধ্রুবশী লোহষ্টৌ মাসানেকাকী যতিশ্চরেৎ, দ্বাবেব বা বিচরেৎ দ্বাবেব হ বিচরেদিতি ।৪

পঞ্চমঃ খণ্ডঃ

স খল্বেবং যো বিদ্বান্ সোপনয়নাদূর্দ্ধমেতানি প্রাগ্বা ত্যজে পিতরং পুত্রমগ্ন্যুপবীতং কর্ম্মকলত্রঞ্চান্যদেপীহ । যতয়ো ভিক্ষার্থং গ্রা প্রবিশন্তি পাণিপাত্রং মুদরপাত্রং বা ! ওঁ হি ওঁ হি ওঁ হীত্যেতদুপনিষ বিন্যসেৎ, খল্বেতদুপনিষদং বিদ্বান্ য এবং বেদ পালাশং বৈল্বমাশ্বত্থ মৌদুম্বরং দণ্ডং মৌঞ্জিং মেখলাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ ত্যক্ত্বা শূরো য এ বেদ । তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম তদ্বিপ্রাসো বিপণ্যবো জাগৃবাংসঃ সমিন্ধতে বিষ্ণোর্যৎ পরং পদমিতি । এবং নির্ব্বাণানুশাসনং বেদানুশাসনম্ বেদানুশাসনমিতি ।

ইতি সামবেদীয় আরুণিকোপনিষৎ সমাপ্তা

অথর্ববেদীয় মুণ্ডক উপনিষদে (৩।২।৪) ব্রহ্মধামে প্রবেশের উপায় নিম্নো শ্লোকে বর্ণিত ।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো
ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাং
স্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম ॥

এই আত্মা বলহীন যতি দ্বারা লভ্য নহেন । প্রমাদ দ্বারা বা সন্ন্যাস রহি তপস্যা দ্বারা ও আত্মালভ্য নহেন । পরন্তু যে বিবেকী এই সমস্ত উপায় অবলম্ব সাধন করেন, তাঁহার আত্মাই ব্রহ্মধামে প্রবিষ্ট হন, ব্রহ্মলীন হন ।